ম্যালোরী

জেমস হেডলি চেজ

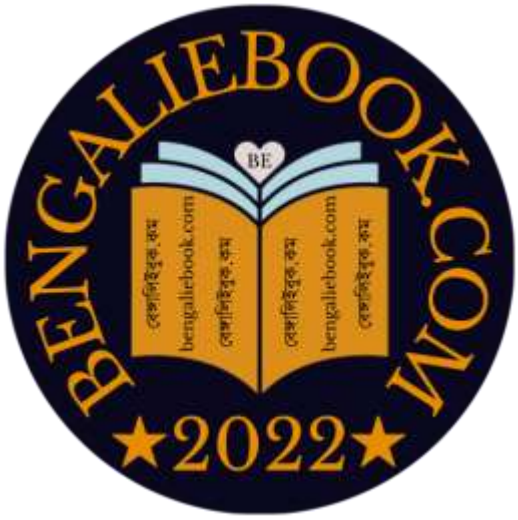

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ.....2
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ.....18
তৃতীয় পরিচ্ছেদ.....53
চতুর্থ পরিচ্ছদ.....65
পঞ্চম পরিচ্ছেদ.....74
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ.....86
সপ্তম পরিচ্ছেদ.....95
অষ্টম পরিচ্ছেদ.....109
নবম পরিচ্ছেদ.....126
দশম পরিচ্ছেদ.....143
একাদশ পরিচ্ছেদ.....155
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ.....163
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ.....174

প্রথম পরিচ্ছেদ

০১.

সময় মধ্যরাত্রি। মেঘভরা কালো আকাশের বুক থেকে হিমেল বৃষ্টি পড়ছে গুঁড়িগুড়ি। করিডন ওল্ডকম্পটন স্ট্রীট ধরে হাঁটছে। মাথার সোলার টুপিসামনের দিকে টানা, দুটি হাত বর্ষাতির পকেটে ভরা। সোহোর এই অঞ্চলে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় যেসকল মানুষ তারা সন্ধ্যা থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য বাইরে বের হতে পারেনি।

ওল্ড কম্পটন স্ট্রীট আর ক্রিম স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে এসে সে একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়াল। সিক্ত বায়ুর থেকে দেশলাই কাঠির আগুন আড়াল করবার সময় সে অনুসরণকারীর পদধ্বনি শুনবার চেষ্টায় উকর্ণ হল। কিন্তু শুনতে পেল না কিছুই। আড়চোখে পাশের দিকে দৃষ্টি দিতে শুধু চোখে পড়ল অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জন সুবিন্যস্ত রাস্তা। লোকটা দেশলাই কাঠিটা রাস্তার পাশের নালীতে ফেলে দিয়ে ক্রিম স্ট্রীট দিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সে উপলব্ধি করছে যেখানেই যাচ্ছে দুই বা তিনজন লোক কোন কারণ ছাড়াই তাকে অনুসরণ করছে।

এ ধরনের ঘটনা তার কাছেনতুন কিছুনয়। অতীতে পুলিসে তাকে অনেকবার অনুসরণ করেছে। যুদ্ধের সময় এখানে-ওখানে যখন ঘুরে বেড়াত গেস্টাপোরা তাকে নজরে নজরে রাখত। তারপর থেকেই তার মধ্যে এক অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে কেউ তাকে অনুসরণ করলেই বুঝতে পারে। কোন কারণ ছাড়াই কেন তাকে মানুষগুলো অনুসরণ করছে সে এখনও বুঝতে পারছে না। তার কোন আপত্তি নেই স্বীকার করতে যে সে খুব সহজেই শত্রু সৃষ্টি করতে পটু। কিছু লোক আছে যারা তাকে মোটেই পছন্দ করে না। কিন্তু তারা তো তাকে অনুসরণ করবে না। কারণ তারা ভালভাবেই জানে কোথায় সে থাকে আর কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা তাকে বিভ্রান্ত আর উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

তবে এখন বুঝতে পারছে তার কল্পনা তাকে প্রতারিত করছে না। তাই এই বৃষ্টিঝরা রাতে সে বাইরে বেরিয়েছে অনুসরণকারীদের কোন একজনকে হাতেনাতে ধরে জিজ্ঞাসা করবে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কিন্তু এখন পর্যন্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। এখন রাত প্রায় একটা বাজতে চলল, বারবার ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে, আড়ালে আত্মগোপন করে আর লুকিয়ে অপেক্ষা করেও তাদের হদিশ করতে পারেনি। তারা যেন প্রেতাত্মাদের মতই অদৃশ্য। তবে অসীম তার ধৈর্য। ধরবেই ঠিক সুযোগ মত।

এমিথিস্ট ক্লাবটা কাছেই ক্রিম স্ট্রীটের একটা গলিতে। সেখানে ঢুকে এই অনুসরণকারীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ক্লাবের উপর তলার জানালা থেকে একজনের চেহারা দেখে রাখবে। তবে এই বৃষ্টি তাদের উৎসাহ কিছুটা খর্ব করবে।

.

০২.

একটা কানাগলির শেষ মাথায় এমিথিস্ট ক্লাবটা। যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে সোহোর এই অঞ্চলে এই রহস্যময় ক্লাবটির। এখানে দিনরাত মদ পাওয়া যায়, আর এই জেলার পুলিসের তৎপরতা বাড়লে এখানে নিরাপদ আশ্রয় মেলে। কোন এক সময় এই বাড়িটা পানীয় জমিয়ে কাজে ব্যবহার করা হতো, তবে বর্তমানে ঘরগুলো রং করে, চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজিয়ে আর দেওয়ালে ছবি টাঙ্গিয়ে বাড়িটা সাজান-গোছান হয়েছে। জনি বারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গায়ের রং কালো আর তেল চকচকে বিশালাকৃতি দেহ।

এই জনি এমিথিস্ট ক্লাবের মালিক। এই সোহো অঞ্চলে যেসব ঝামেলা সৃষ্টি হয় আড়ালে তার হাত থাকে। লোকটার নিগ্রোর মত কালো চেহারা করিডনকে মনে করিয়ে দেয় কদোর বিভীষিকার কথা। তার পরনে সিভিল বো স্যুট আর পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা সার্ট। তাতে রং করা টাই আর বাঁ হাতের আঙ্গুলে বড় হীরে বসান আংটিতে তাকে খুব বেমানান দেখাচ্ছে।

ক্লাবে অনেক নরনারীর ভীড়। করিডন ভেতরে ঢুকতেই সকলে তীক্ষ্ণ নজরে তার দিকে তাকাল। আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। তার মিলিটারি ছাঁটের বর্ষাতি, চওড়া মাংসল কঁধ আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি বুঝিয়ে দেয় সে তাদের দলের কেউ নয়, কিংবা পুলিশেরও লোক নয়। তারা বুঝতে চাইছে লোকটা কে।

ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে পাত্তা না দিয়ে করিডন বারের দিকে এগিয়ে গেল।

আমি শুনেছি তুমি ফিরেছ–হাত বাড়িয়ে দিয়ে জনি বলল, তবে বিশ্বাস করিনি। ফিরলে কেন? যদি এই নোংরা দেশ থেকে আমি একবার বের হতে পারি তাহলে আর ফিরব না।

তাতে কারো ক্ষতি হবে না বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাকে পাত্তা না দিয়ে করিডন বলল, যদি শরীরের ক্ষতি না হয় তাহলে একটা স্কচ খাব ভাবছি।একটা টুল টেনে নিয়ে সে বসল।

লাল আর সাদা চেকেরশার্ট পরা একজন রোগা আর বেঁটে লোক নিপুণ হাতে পিয়ানো বাজাচ্ছে দুরে এক কোণে।

এখানকার যে পানীয়ই পান কর না কেন বিষক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই–জনি আলতো হেসে বলল, ভালো ছাড়া খারাপ হবে না। এইটা একটু চেখে দেখ। সে একটা বোতল আর একটা গ্লাস তার সামনে ঠেলে দিল।

যখন করিডন গ্লাসে মদ ঢালতে ব্যস্ত জনি বলল, শুনেছিলাম তুমি আমেরিকায় ছিলে?

–ঠিকই শুনেছ। কিন্তু ওখানে খাবারদাবারের দাম এমন প্রচণ্ড যে আমায় পালিয়ে আসতে হল।

জনি একটা বিজ্ঞের হাসি হেসে ফেলল চোখ বুজে। আমি অন্যরকম শুনেছি। ওখানকার পুলিশি ব্যবস্থা নাকি খুব কড়া, সত্যি নাকি?

করিডন হুইস্কির দিকে তাকাল, তারপর মাথা তুলল। দৃষ্টিতে কাঠিন্য। সে বলল, আজকাল তোমার মত লোককে ভাঙ্গা বোতলের সাহায্যে শায়েস্তা করে। আমাকে হয়ত তাই করতে হবে।

হাসি উবে গেল জনির মুখ থেকে। সেবলল, আরে বাবা আমি ইয়ার্কি মারছি।বাইরে বেড়িয়েও তোমার মেজাজ ঠিক হলো না দেখছি।

আমার মেগজ ঠিকই আছে। তোমার ইয়ার্কিগুলো মেয়েমানুষদের জন্যে জমা করে রেখ। ওরা পছন্দ করতে। আমার এসব ভালো লাগে না।

অস্বস্থিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। জনি বলল, ওসব বাদ দাও। বল কেমন কাটছে। খুব ব্যস্ত নাকি?

না।

তুমি অনেক দিন দেশ ছাড়া, তাই বোধহয় মানুষ তোমায় ভুলে গেছে। এখন তো ফিরেছ, কি করবে ভেবেছ কিছু?

এটাব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার সম্বন্ধে যত কম জানবে পুলিশের কাছে তত কম বলতে পারবে। রলিন্স ভেতরে আছে নাকি? মনে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে ও কিছু জানতে চেয়েছে তোমার কাছে।

–ও সবসময় আশেপাশেই থাকে। তোমার ব্যাপারে ও আলোচনা করেনি। তুমি যখন বাইরে ছিলে ওর প্রমোশন হয়েছে। সে এখন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।

তাহলে পুলিস তাকে অনুসরণ করছে না। যদি তার চলাফেরার উপর তাদের কোন আগ্রহ থাকত তাহলে জনি জিজ্ঞাসাবাদ করত। জনি চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে বলে জেগে থাকতে। কিছু কিছু লোক জানে সে পুলিশকে খবর সরবরাহ করে। করিডনও তাই জানে। তার ব্যবসা এইভাবে খবর জোগাড় করা। এটাই সহজ পথ ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার।

আমার সম্বন্ধে কেউ আগ্রহী। কথায় কথায় সে বলল, তারা আমায় সারাদিন চোখে চোখে রাখছে।

তাতে তোমার চিন্তার কিছুই নেই। শুনেছ গেস্টাপোরা দুবছর তোমায় খোঁজ করেছিল। কিন্তু তোমার হদিশ তারা পায়নি। নাকি পেয়েছিলো?

একবার পেয়েছিল। করিডনের মুখ কঠিন হয়ে এল, তবে সে ব্যাপার তো আলাদা। এখন যা ঘটছে আমি তাই জানতে চাইছি। কোন ধারণা করতে পারছ?

আমি? আমি পারব কি করে? সম্প্রতি তো কিছু শুনিনি।

করিডন তার নিগ্রোসদৃশ মুখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করল, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক আছে। এসব বাদ দাও, আমি খোঁজ খবর নেব। হুইস্কি শেষ করে দাম মিটিয়ে বারের কাছ থেকে সরে এসে কিছুক্ষণ বসল। বৃষ্টি এখনও ঝরেই চলেছে।

এখানে তোমার ভালই লাগবে। তুমি তো জানই যতক্ষণ খুশি বসতে পার। মেয়েটেয়ে লাগবে নাকি?

জীবন থেকে মেয়েছেলে বাদ দিয়েছি করিডন বিরসবদনে হাসল, তাছাড়া তোমার মেয়েদের তো আমি দেখেছি–আমার উপযুক্ত নয়, ধন্যবাদ।

বারের কাছ থেকে সরে গিয়ে পিয়ানোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে প্রতিটি নরনারী তাকে প্রচণ্ড কৌতূহলজড়ানো চোখে দেখছে।

হ্যালো, ম্যাক্স!-পিয়ানোবাদকের উদ্দেশ্যে সে বলল।

বাজনা থামলো না পিয়ানোবাদক। ঠোঁট না নেড়ে সে বলল–হ্যালো।

ম্যাক্সের অস্থির আঙুলগুলোর দিকে তাকালোকরিডন। সে বলল, তুমি কিছু জান নাকি, ম্যাক্স?

ম্যাক্স নাইট অ্যান্ড ডে'র সুর বাজাচ্ছে। সুরের মূর্ছনার সঙ্গে তার মুখের ভাজ বদলাতে লাগল।

একটা মেয়ে তোমার খোঁজ করছিলো–ঠোঁটনা নেড়েই সে বলল, ক্রিডের সঙ্গে দিন তিনেক আগে রাত্রে এসেছিল।

সিগারেটের ছাই ভাঙল করিডন। তারপর সে ম্যান্সের অস্থির আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, মেয়েটা কে?

জানি না। এখানে আগে কখনো আসেনি। দেখে তো মনে হল বিদেশিনী, যুবতী, গায়ের রং ময়লা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা, পরনে ছিল সোয়েটার আর স্ন্যাকস, নাম জিনি।

কেন খোঁজ করছিল?

জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কোথায় থাক, জানি কিনা, আর সম্প্রতি তুমি এখানে এসেছিলে কিনা। উত্তরে বলেছি, আমার জানা নেই আর তোমাকে দেখিনি।

করিডন অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ল। আর কিছু বলেনি?

বলছিল, তুমি এখানে এলে ক্রিডকে যদি জানাই পাঁচ ডলারের একটা নোট আমায় বকশিস দেবে।

পাঁচ ডলার! ভ্রূ কুঁচকালো করিডন। তাহলে ক্রিডের সাথে দেখা করাই ঠিক হবে কি বল!

আমাকে এর মধ্যে জড়িও না।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ, ম্যাক্স। ক্ষতি হবে না তোমার কোন।

আমি ক্ষতির চিন্তা করছি না–ম্যাক্স কথাগুলো বলে চেয়ার এক পাশে সরিয়ে দিল, মনে কর না কেন তুমি ভালোর জন্যেই গিয়েছিলে।

এফি খুব খুশি হবে তোমাকে আবার দেখলে।

হাসল করিডন। ম্যাক্স, ও কেমন আছে?

ভালই আছে। এখন দেখতে হয়েছে গ্র্যাবেলের মত।

একটা পাঁচ পাউন্ডের নোট বের করে লুকিয়ে খোলা পিয়ানোর উপর রেখে করিডন বলল, বাজাও ম্যাক্স। তারপর সে চলে গেল। ম্যাক্স নাইট অ্যান্ড ডের সুর থেকে দি ম্যান আই লাভ এর সুরে চলে এল।

.

০৩.

ক্রিড...করিডন ক্রিডকে ভুলে গিয়েছিলো। গত চারটে বছর তার সাথে দেখা হয়নি। মন অতীতে ফিরে গেল আর মানসপটে ভেসে উঠল দীর্ঘকায় মেয়েলি স্বভাবের ক্রিডের চেহারা-মাথায় নরম মসৃণ চুল। ত্রুটিহীন স্যুটের বোম ঘরে গোঁজা লাল ফুল। রহস্যময় মানুষটার চাল চলন। কেউ জানে না কোথা থেকে টাকা পায়। কেউ কেউ বলে সে নির্ভরশীল একজন মহিলার উপর। আবার কেউ বা বলে পুলিশের গুপ্ত সংবাদদাতা। অনেকে হৃদয়হীনের মত বলে, তার আয় আছে গোপনীয়। কোন চাকরি-বাকরি করে না

আর তাকে সাধারণতঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন পিকাডিলি অঞ্চলে দেখা যায় অথবা দেখা যায় লিস্টার স্কোয়ারের কোন অভিজাত বারে। মোটেই জনপ্রিয় নয় মানুষটি। আর বিশ্বাসযোগ্যও নয়। যদিও ক্রিডকে শুধুমাত্র চেহারায় চিনলেও সত্যি কথা বলতে কি তার সঙ্গে করিডনের মাত্র একবার দেখা হয়েছে। একবার এক তাসের আসরে করিডন জিতেছিল, ক্রিড সেই খেলায় যোগ দেওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর কি যে হল, তাস গেল ঘুরে। তৃতীয়বার খেলার সময় সে ধরে ফেলল যে ক্রিড-জোচ্চুরি করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় বীয়ারের বোতল তুলে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গেইঞ্চি চারেক কপাল ফেটে গেল। করিডন ভাবল, ক্রিড হয়তো এখনও তার উপর রাগ পুষে রেখেছে।

করিডন কখনও রাগ পুষে রাখেনা। তাই তার ভাবতে খারাপ লাগলো যে চার বছর ধরে কেউ তার উপর রাগ পুষে রাখবে। যে সকল মেয়েদের সে চেনে তাদের কারো সঙ্গে এই মেয়েটির চেহারার বর্ণনা মিলছে না। একটা সময় ছিল যখন মেয়েছেলে না হলে তার চলত না। তবে এখন সেই অভ্যাস চলে গেছে। যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতার পর তার জীবনে না হলে চলবে না এমন কিছু নেই, আর তাকে আগ্রহী করে তোলে না।

করিডন ফিরে এল বারে।

উপর তলায় এমন কোন ঘর আছে, যেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়?–সামনে শরীর ঝুঁকিয়ে সে জানতে চাইল।

সন্দিগ্ধ মনে জনি জিজ্ঞাসা করল, যদি থাকেই তাতে কি হয়েছে?

উপর থেকে জানলা দিয়ে দেখতে চাই। বেশ তো দেখগে। একটা ঘর আছে এফির। এখন শুতে যায়নি। ওকে বলে দিচ্ছি

বারের পেছন দিকে একটা দরজা খুলে জনি বলল, এই যে এফি এখানে একটু এস। তারপর করিডনের কাছে এসে বলল, জানলা দিয়ে কি দেখতে চাও?

নিজের চরকায় তেল দাওগে। করিডন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, আজকাল তুমি আমার ব্যাপারে খুব নাক গলাচ্ছ।

কেউ কি কোন প্রশ্ন করতে পারে না?

চুপ কর।–করিডন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আমার কাছে তোমার কথাবার্তা অসহ্য মনে হয়।

বারের পেছনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল এফি। করিডনের সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন তার বয়স পনের। তখন ও ছিল যথেষ্ট আনাড়ি, লাজুক আর শরীরেও ছিল না তেমন পরিপূর্ণতা।

ম্যাক্সের ধারণাই ঠিক। বিগত তিন বৎসরে মেয়েটার মধ্যে পরিপূর্ণতা এসেছে। করিডন বিস্মিত আর চমকৃৎ হল। যদির ও শরীরে কোন খুঁত না থাকত, যেমন উপরের কাটা ঠোঁট, তাহলে ওকে প্রকৃতই সুন্দরী বলা যেত। তাকে দেখামাত্র মেয়েটির মুখ আরক্ত হয়ে উঠল আর চোখের দৃষ্টি হল উজ্জ্বল।

হ্যালো এফি, ভুলে গেছ নাকি আমায়?করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল। সে জানে মেয়েটা তার পরম ভক্ত। বন্ধুত্ব দিয়ে তার মনটা জয় করেছে। কিন্তু এর জন্য তাকে কোন মূল্য দিতে হয়নি।

ছবছর আগে জনি মেয়েটাকে রাস্তায় পেয়েছিল। নিজের বাবা-মা, নিজের অতীত জীবন অথবা নিজের ঠিকানা জানাতে চায়নি বলে তার ধারণা হয়েছে বাড়ি থেকে সে পালিয়ে এসেছে। সেই সময় মেয়েটা দেখতে ছিল কুশ্রী নিতান্ত বালিকা, অর্ধভুক্ত আর সারা অঙ্গে নোংরা। কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুটো দাঁত দেখা যেত। অকারণে কিছু করবার মানুষ জনি নয়। রান্নাঘরে ফাইফরমাস খাবার লোকের প্রয়োজন ছিল। আর কেউ তার খোঁজ করেনি বলে তাকে থাকতে দিয়ে, অন্যদের যেমন নির্দয়ভাবে খাটিয়ে নেয় তাকেও খাটিয়ে নিতে কসুর করেনি।

এফি বলল, হ্যালো মিঃ করিডন। এফির বিহ্বলভাব দেখে জনি মুখ বিকৃত করে হাসল। করিডনের প্রতি তার ভালবাসা হাস্যকর ছাড়া আর কিছু নয়।

-ওকে ওপরে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। বাইরেটা দেখতে চায় জানলা দিয়ে। ওকে সাহায্য কর।

এফিকে অনুসরণ করে বারের পিছনের দরজা দিয়ে স্বল্পালোকিন্তু একটা প্যাসেজে এল করিডন। তারপর দরজা বন্ধ করতেই বাজনার সুর আর মানুষের চাপা কথাবার্তা কানে ভেসে এল। সে এফির হাত চেপে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল।

এফি আমাকে দেখে কি তুমি খুশী হওনি? হাসিমুখে করিডন জিজ্ঞাসা করল। যদিও তুমি ভাব দেখাচ্ছ আগের মতই আছ, তবু আমি বাজি রেখে বলতেপারি, আমার কথা তুমি ভুলে গেছ।

না, না, ভুলিনি আমি। এফি রুদ্ধশ্বাসে প্রতিবাদ করল, সত্যি বলছি আমি ভুলিনি, আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়। তবে ভাবতে পারিনি তুমি আবার ফিরে আসবে।

ভুল ভেবেছিলে। আসলে তোমার সাথে যোগাযোগ রাখতে পারিনি এফি।–দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি যেন রাতারাতি বড় হয়ে গেছ। দেখতেও সুন্দরী হয়েছ।

নিজের কাটা ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে এফি বলল, এমন করে তুমি বল না, কথাটা সত্যি নয়।

তোমার ঠোঁট ঠিক করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়–একটা ফন্দি তার মাথায় খেলে গেল, অগ্রপশ্চাৎনা ভেবেই সে বলল, কাজটা করতে পারে এমন চেনা লোক আমার জানা আছে। হাতে টাকা জমলে ঠিক করে নেওয়া যাবে। আর বেশিদিন লাগবে না। তবে মাস খানেক লাগতে পারে।

একমাস? এফির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

না একমাসে হবে না। তাহলে ছসপ্তাহ লাগতে পারে। সঠিক জানি না। তবে সব নির্ভর করছে টাকার উপর।

তোমার টাকা তত তোমার নিজের জন্যই লাগবে। কিছু করবার প্রয়োজন নেই। সত্যি বলছি, আমার খারাপ লাগছে না। আমার উপর তোমার দয়া যথেষ্ট আছে।

এখন চুপ কর, এফি-করিডন বলল, আমাকে ওপরে নিয়ে চল। অন্য কোন সময়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

এফি করিডনের ঠোঁটে জড়ান চাপা হাসি থেকে রেহাই পেয়ে খুশী হল। সে ছুটে ওপরে উঠে গেল। করিডন তাকে ধীর পায়ে অনুসরণ করে ওপরে উঠে এল।

এই ঘর–এফি বলল তারপর দরজা খুলল। করিডন অন্ধকার ছোট ঘরটাতে ঢুকল। সে বিছানার উপর বসে বলল, আলো জ্বেলল না, বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে কিনা দেখতে চাই।

তারপর জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কে লোকটা?–জানলার কাছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এফি প্রশ্ন করল।

সেটাই তো জানতে চাই। তারপর দৃষ্টিগোচর হল কানাগলির মুখ আর ক্রিম স্টীটের সামান্য অংশ। দূর হয়ে গেছে রাস্তার আলো-আঁধারি। কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখা গেল না। করিডন আবো অন্ধকারের মধ্যে কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকে পড়ল। চোখেমুখে বৃষ্টির ছাট এসে পড়তে লাগল।

এ আবার কি করছ?–এফি ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল।

ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছি।

পড়ে যাবে। এরকম করো না।

আমার অভ্যেস আছে। পড়ব না। ব্যস্ত হয়ো না।–করিডন জানালা দিয়ে নীচে টালির উপর নামল।

এখান থেকে গলিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা বাড়ির দরজার উপর চোখ বুলাল করিডন। দেখল একটা বাড়ির দরজায় নিজেকে আড়াল করে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

সে বৃষ্টির মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লোকটার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি ছুটে চলে গেল রাস্তার দিকে। তার আলোয় লোকটিকে এবার চোখে পড়ল। বেঁটে আর মোটা। তার গায়ে ময়লা কুঁতে রংয়ের ফ্রেঞ্চ কোট। মাথায় ব্যারেট ক্যাপ।

করিডন বুঝল, যারা তাকে অনুসরণ করছে এই লোকটা তাদের অন্যতম। আগে কখনো লোকটাকে দেখেনি। সে বর্ষার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে তার বাইরে বের হওয়ার। আর সে নিশ্চিত যে লোকটার সঙ্গী সাথী ধারে কাছে কোথাও অপেক্ষা করছে। বিদেশীর মত দেখতে যে মেয়েটিকে ক্রিড সাথে করে এনেছিল সেও এই দলে।

করিডন এফির ঘরে ফিরে এসে ঠিক করল লোকটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এসব ব্যাপারে জনি নিশ্চয়ই জানে, ক্রিড কোথায় থাকে সেই বলতে পারবে।

.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

০১.

পরের দিন সকাল দশটা বাজবার কয়েক মিনিট পরে করিডন ক্রিডের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হল।

জনি তাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও করিডন এমিথিস্টক্লাবের একটা চেয়ারে বসে আর টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাত কাটিয়েছে। পরের দিন সকালে আবার ছাদে উঠে সেই লোকটার খোঁজ করেছে। কিন্তু সন্ধান পায়নি। শেষ পর্যন্ত ক্লাবের পিছন দিককার পাঁচিল টপকে রাস্তায় নেমে ক্রিডের খোঁজে রওনা হয়েছে।

একটা তামাকের দোকান রয়েছে ড্রুরী লেনের নোংরা গলিতে, তার উপর তলায় চার কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটটা ক্রিড-এর। সদর দরজার সামনে থেকে কার্পেট ঢাকা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। ল্যান্ডিং-এর পাশে ক্রিড-এর ফ্ল্যাটের দরজা।

ক্রিড অনেক বছর ধরে পকেট মারছে। গ্রেপ্তারের ভয়ে পুলিশ সম্বন্ধে তার আতঙ্ক আছে। যার পকেট মারলে লাভের আশা আছে শুধু তারই পকেট মারে সে। দুআঙ্গুলের সাহায্যে কব্জি থেকে ঘড়ি খুলে নিতে ওভার কোটের পকেটে রাখা টাকার ব্যাগ আর শার্টের হাতা থেকে কাফলিং খুলে নিতে, তার জুড়ি নেই। গলা থেকে নেকলেস অথবা ব্রোচ খুলে নিতে, কিংবা মহিলাদের কাঁধে ঝোলান ব্যাগ খুলে টাকা তুলে নেওয়া তার

কাছে ছেলেখেলা। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে না। পুলিশ জানে একজন চৌখস পকেটমার ওয়েস্ট এন্ডে পকেট মারছে। তাকে ধরবার জন্য কয়েক বছর হল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সফল হয়নি।

যখন করিডন ক্রিডের ফ্ল্যাটে পৌঁছল, বৃষ্টি থেকে গিয়ে সূর্যের আবছা আলো এসে পড়েছে রংচটা পুরনো বাড়িগুলোর ওপর। খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি অতিক্রম করে সে ক্রিডের দরজার সামনে এসে দরজার গায়ে টোকা মারল। অনেকক্ষণ কোন সাড়া মিলল না, তারপর দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল ক্রিড।

চার বছর ক্রিডকে না দেখলেও করিডন সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল। মানুষটা সামান্য রোগা হয়ে গেছে।

করিডনকে দেখামাত্র পিছিয়ে গিয়ে ক্রিড দরজা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হল, কিন্তু করিডনের পা ভেতরে থাকায় বন্ধ করতে পারল না।

হ্যালো ক্রিড! মৃদুকণ্ঠে বলল, আমাকে আশা করনি কেমন?

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল ক্রিডের চোখেমুখে, সে বলল এখন ভেতরে এস না, অসুবিধে আছে।

হাসিমুখে করিডন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর সে বলল, আমাকে চিনতে পারছো তো?

তুমি করিডন না?–ক্রিড সভয়ে বলল, ভেতরে যেও না। এখন বাইরে যাচ্ছি।কথা না শুনলে জোর করে বাইরে বের করে দেব। অন্য কোন সময়ে এস।

হলঘরটার চারিদিকে চোখ বুলাল করিডন। টেবিলে রাখা ফুলদানিতে কেটজার কুন ট্যুলিপ ফুল শোভা পাচ্ছে, লাল আর হলুদ পাপড়িগুলো একটু বেশি ফুটেছে। সে বিস্মিত হল। ফুল আর ক্রিড পাশাপাশি বাস করছে একথা ভাবতেও পারছে না।

কপালের সেই কাটা দাগটা এখনও আছে দেখছি। দাগটা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে করিডন বলল, আরো একটা দাগ হওয়ার সম্ভবনা আছে কিন্তু।

তোমার প্রয়োজন কি জানতে পারি?

একা আছ?

হ্যাঁ। আমার গায়ে হাত তুললে ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

ভেতরে চল। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ক্রিড ঘরে ঢুকল।করিডন তাকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ঘরটা সাজানো গোছানো আর একটা সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে আছে। সে বলল, কি করে ভালভাবে থাকতে হয় তুমি জান দেখছি।

ভয় পেয়ে ক্রিড আড়ষ্ট হয়ে সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

তোমার কি হয়েছে বলত? তীক্ষ্ণকণ্ঠে করিডন জিজ্ঞাসা করল, অতো ভয় পাচ্ছো কেন?

ক্রিড বিড়বিড় করে বলল, কিছু না কিছুই হয়নি।

তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে খুব ভয় পেয়েছ। হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, জিনি কে? ক্রিড চুপ করে রইল। সারা ঘরে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

আমি জানতে চাইছি জিনি কে? তুমি যাকে এমিথিস্ট ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলে–তার কথা বলছি।

চলে যাও তুমি। যদি না যাও আমি পুলিশ ডাকব।

–বোকার মত কথা বল না। মেয়েটা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ম্যাক্সকে। মেয়েটা কে?

মিথ্যে কথা। ক্রিড বলল, মেয়েটা তোমায় চেনেই না, কখনও দেখেও নি। কেন জিজ্ঞাসা করতে যাবে বল, ম্যাক্স মিথ্যে কথা বলেছে।

বেশ মিথ্যেই না হয় হল। কিন্তু মেয়েটা কে?

ক্রিড ইতস্ততঃ করে বলল, তোমার পরিচিত কেউ নয়। মেয়েটা কে তা জেনে তোমার কি লাভ?

তুমি কি চাও, তোমার গায়ে হাত তুলি?-করিডন বলল, আমায় না বললে গায়ে হাত উঠবে বলে দিচ্ছি।

ক্রিড শঙ্কিত হল। সে মুখ বিকৃত করে বলল, গায়ে হাত দেবে না বলে দিচ্ছি, ভাল হবে না।

লোকটা কি বোঝাতে চাইছে এই ফ্ল্যাটে সে একা নয়,করিডন অবাক হল। ক্রিডের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সে দরজার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিল। এমনভাবে ক্রিড মাথা নাড়ল যেন অন্য ভাষার কোন মানুষটিকে আকার ইঙ্গিতে কিছু বোঝাতে চাইছে। আঙ্গুল রাখল ঠোঁটে।

জিনির সম্বন্ধে আমায় বল। উঠে দাঁড়াল করিডন।

বলবার মত কিছু নেই। একজন মেয়ে মাত্র।

ক্রিডের দিকে এক-পা এগিয়ে গেল করিডন, ভেতরে কে আছে? মেয়েটা কি করে? কোথা থেকে এসেছে?

তিনটে আঙ্গুল তুলে দরজার দিকে নির্দেশ করল ক্রিড। সে বলল, মেয়েটার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। জোর করে এখানে এসে উঠেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? মেয়েটা সুন্দরী। ওকে আগে কখনো দেখিনি।

ওরা তিনজন?-করিডন জিজ্ঞাসা করল।

ক্রিড ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

কালো ব্যারেট ক্যাপ মাথায় কোন লোককে চেন? ক্রিড হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল এমনভাবে যেন করিডন তাকে ঘুষি মেরেছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। চলে যাও এখান থেকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। তোমার সুন্দরী বোধহয় তোমার জন্য এতক্ষণে চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

করিডন গলা চড়িয়ে বলল, তোমরা বাইরে বেরিয়ে এস হে। ক্রিড বলেছে তোমরা এখানেই আছ।

ক্রিড মুখে অস্ফুট আওয়াজ করে চেয়ারে বসে পড়ল। ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। প্রবেশ করল কালো ব্যারেট টুপি মাথায় সেই লোকটা। তার দস্তানা পরা হাতে একটা পিস্তল।

.

০২.

জীবনে অনেকবার বন্দুকের মুখোমুখি হয়েছে করিডন। আগের অভিজ্ঞতা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল, কারণ একজন বোকা লোক কত অপ্রয়োজনে বন্দুক ব্যবহার করে। সে বন্দুক তাক করা লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে কে গুলি ছুঁড়বে আর কে ছুঁড়বে না।

নড়াচড়া করো না,বন্ধু।–কালো ব্যারেট টুপি মাথায় লোকটা বলল, তার কথার টানে করিডন বুঝল লোকটা পোল্যান্ডের অধিবাসী, কোন রকম চালাকি করলে পস্তাতে হবে।তার পিস্তলের লক্ষ্য করিডনের বক্ষের মধ্যস্থল।

দরজার দিকে তাকাল করিডন। মেয়েটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো বুকের উপর ভাজ করা। পরনে কালো সোয়েটার আর স্ন্যাকস কোন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। বেঁটে হলেও শরীরের গঠন সুন্দর। গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হলুদ আর কালো টানাটানা চোখ দুটি তার রাঙ্গানো ঠোঁট দুটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে।

ঘাড় পর্যন্ত নামা কালো চুল। কালো টুপী পরা লোকটির চেয়ে মাথায় সামান্য উঁচু। বুক উন্নত আর পাছা সরু। চেহারায় পুরুষালী ছাপ বর্তমান। কাছে না গেলে বুঝতে পারার উপায় নেই যে সে নারী।

হ্যালো জিনি। করিডন হাসল, এই বন্দুক তাকের মানে কি?

বসো। হাত দুটো এমনভাবে রাখ যাতে আমরা দেখতে পাই।–জিনি বলল। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমরা।

মুখে হাসি বজায় রেখে করিডন বলল, এই জন্যই কি এতদিন আমায় অনুসরণ করছিলে? তুমি কি কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলে, নাকি মনস্থির করতে পারছিলে না?

জিনি বলল–বস।

কালো টুপি পিস্তল নেড়ে জানালার পাশে রাখা একটা আরাম কেদারা নির্দেশ করে বলল, ওখানে বস।

করিডন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বসে পড়ল। সে বলল, এই বন্দুকবাজির মানে কি?

দরজার সামনে আর একজন পুরুষকে দেখা গেল। লোকটা রোগা লম্বা আর মাথার চুল সোনালী। একটা হাত নেই আর মুখের পাশে চোখের উপর দিয়ে নেমে গেছে গভীর কাটা দাগ।

সব ঠিক আছে তো?–সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, যদি মনে কর তোমরা পারবে তাহলে আমি চলে যাই।

এই লোকটির সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ বিন্দুমাত্র নেই। সেইংরেজ। সদবংশজাত, লেখাপড়া জানা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে। পরনের স্যুটটা নোংরা হলেও সুন্দর। গায়ের রং ফর্সা, একজোড়া গোঁফ আছে নাকের নীচে।

সব ঠিক আছে। ক্রিডকে দেখিয়ে মেয়েটা বলল, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। রাস্তায় আনা প্রয়োজন।

ঠিক বলেছ।–এক হাতওয়ালা লোকটা কাছে এসে ক্রিডকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস। তারপর করিডনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, এর নাম জিনি পারসিগনী। বন্দুক হাতে জন। ওর ভাল নামটা

জানি না। আমার নাম রনলি–নিগেল রনলি। আমার অন্য কাজ আছে, চললাম। তোমার সঙ্গে কথা জিনিই বলবে।

ক্রিডকে সাথে নিয়ে রলি এঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গেল।

তোমার সম্পর্কে আমার কতকগুলো প্রশ্ন আছে উত্তর দেবে কি?–মেয়েটা হঠাৎ প্রশ্ন করল।

কেন দেব?-করিডন বলল, তোমাদের মতলব কি বল তো? তোমরা কারা?

কঠিন আকার ধারণ করল মেয়েটার মুখ। সে বলল, আমরা একজনকে খুঁজছি। তোমাকে দিয়ে সেই কাজটা করাতে চাই। তবে তার আগে জানতে চাই তুমিই সেই লোক কিনা। আমরা ভুলের পাহাড় তৈরী করতে রাজি নই।

আমি কাজ খুঁজছি নাকরিডন বলল, তোমরা আমার সময় নষ্ট করছ।

তুমি টাকা কামাতে চাও না? আমরা ভাল অংকের টাকা দিয়ে থাকি।

কি রকম ভাল শুনি?

এই ধর এক হাজার পাউন্ড। এখন অর্ধেক পাবে, কাজ মিটে গেলে পাবে বাকি অর্ধেক।

এক হাজার পাউন্ড অনেক টাকা। টাকার অংক করিডনকে আগ্রহী করে তুলল, সে বলল, কাজটা কি?

তোমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে কি জবাব দেবে? মেয়েটা প্রশ্ন করল।

প্রশ্নগুলো কি?

তুমি মার্টিন করিডন, বয়স তেত্রিশ বছর, অবিবাহিত আর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। তাই তো?

হ্যাঁ, তাই

কোনদিন কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে লেগে থাকনি, তাই না। তুমি সকল রকম কাজে পটু। নানা ধরনের কাজ করে অর্থ উপার্জন কর। তুমি জীবন শুরু করেছ বাড়ি বাড়ি গিয়ে অটোমেটিক মেশিন আর পিন-টেবিল বিক্রি করে। এ কাজ শুরু করেছিলে সতের বছর বয়সে। বছর যখন তেইশ থেকে পঁচিশ তুমি কুঁড়েমি করে সময় কাটিয়েছ, প্রচুর রোজগার করতে বিলিয়ার্ড খেলে। তারপর টুরিস্ট গাইড হয়ে আমেরিকার টুরিস্টদের ঘুরিয়ে দেখাতে প্যারিস আর বার্লিন। অনর্গল ফ্রেঞ্চ আর জার্মান ভাষায় কথা বলতে পার। এই কাজ ছেড়ে দিয়ে একজন ধনী ব্যক্তির দেহরক্ষীর কাজ করেছ, যে সকল সময় ভাবত কেউ তাকে খুন করবে। তবে এইসব করেছ যুদ্ধের আগে। ঠিক বলছি তো?

স্বীকার করতেই হবে দু-একটা পয়েন্ট বাদ গেলেও বাকি সব ঠিক বলেছ। সবিস্ময়ে করিডন বলল।

ওই পয়েন্টগুলোতে পরে আসছি।–মেয়েটা বলতে লাগল, উনিশশো আটত্রিশ সালে তোমাকে ব্রিটিশ বৈদেশিক অফিসের লোক ভাড়া করেছিল শত্রুপক্ষের রাষ্ট্রদূতের কিছু কাগজপত্র চুরি করার জন্য। কাগজপত্রগুলো তোমার সরকারের কাছে ছিল খুবই জরুরী। তোমাকে সাবধান, করে দেওয়া হয়েছিল যে ধরা পড়লে তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তারা করতে পারবে না। তুমি সেই শর্তে রাজী হয়েছিলে। যখন সেফ খুলছিলে রাষ্ট্রদূতের সচিব তোমায় দেখে ফেলেছিল।–একটু থেমে মেয়েটি বলল, তুমি তাকে খুন করেছিলে।

চুপচাপ তাকিয়ে রইল করিডন পাশে হাত রেখে।তোমাকে পালাতে দেখা গেলেও কোন রকমে বেঁচে ফিরে এসে কাগপত্রগুলো সরকারের হাতে তুলে দিয়েছিলে। পুলিশ জানত না যে ব্রিটিশের বৈদেশিক অফিস তোমায় নিয়োগ করেছে, তাই তারা প্রায় মাস দুয়েক তোমার উপর নজর রাখে। তাদের ধারণা হয়েছিল যে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, অবশ্য তুমি সেরকম কিছু করনি। তোমার বিচারের জন্য যে সব প্রমাণ প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে তা ছিল না।

–ঠিক বলেছ করিডন বলল, আমার অত মনে নেই।

মেয়েটি বলে চলল, উনিশশো ঊনচল্লিশ সালে তুমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দিয়ে সারা ইউরোপ চষে বেড়াতে। তুমি খবরাখবর দিতে জার্মানীর যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্বন্ধে। একমাস কাজটা করেছিলে,তারপরজার্মান পুলিশ তোমায় সন্দেহকরতেইতুমি দেশে ফিরে আস। পরেকাজটা তোমার ভাল না লাগায় তুমি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলে। তারপর যুদ্ধ বেঁধে গেলে সৈন্যবিভাগে যোগ দিলে। ডানফ্রিকে অবস্থানকালে আহত হলে আর পরে

হলে একজন গেরিলা যোদ্ধা। ঠিক কিনা?– তোমার ভাল লাগলে বলে যাওকরিডন আরামকেদারায় নড়েচড়ে বসে বলল। দেখছি বলতে টলতে ভালই পার।

ফ্রান্সের কয়েকটা বর্ডার আক্রমণে তুমি ছিলে,মেয়েটি বলতে লাগল। তারপর তোমাকে আরো বিপজ্জনক কাজ দেওয়া হল, গুপ্তচরের কাজ।

গুপ্তচর কথাটা উচ্চারিত হতেই করিডনের চোখের দৃষ্টি কঠিন হল।

তোমাকে অনেকবার প্যারাসুটের সাহায্যে ফ্রান্সে নামানো হয়েছে। তুমি জার্মানীতেও নেমেছ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর তো জোগাড় করেছিলে। কিন্তু তোমার আসল কাজ ছিল যারা খুব ঝামেলা করছিল তাদের শেষ করা। তাদের মধ্যে কিছু ছিল আস্থাহীন আর কিছু জার্মান বিজ্ঞানী। যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দীদের কাছে যাতায়াত করে তাদের কাছ থেকে খবরাখবর আদায় করত, তোমার উপর ভার পড়েছিল তাদের খুঁজে বের করার। তোমাকে ফ্রান্সে নামানো হয়েছিল তাদের খুঁজে বার করে খতম করার জন্য। সে কাজ তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলে।

করিডনের অতীতের কথা মনে পড়ল। একটা মেয়ে ছিল ছিপছিপে চেহারার আর সুন্দরী। তাকে খতম করেছিল মুখের ভেতর গুলি করে। বুলেটের ধাক্কায় মাথার খুলির খানিকটা উড়ে গিয়েছিল। মুখ হয়ে গিয়েছিল বিকৃত। অতীতের কথা স্মরণ করে তার শরীর ঘেমে উঠল। আর হৃদপিণ্ড বুকের ভেতর লাফালাফি করতে লাগল।

একবার গেস্টাপোর হাতে তুমি ধরা পড়েছিলে, মেয়েটি বলতে লাগল, তোমায় কারা পাঠিয়েছে, আর তোমার উদ্দেশ্য জানবার জন্য তারা তোমার উপর নির্যাতন করেছিল।

প্রচণ্ড অত্যাচারের পরেও তুমি মুখ খোলনি। পালাতে পেরেছিলে জার্মানীর বন্ধু দেশে ঢুকে পড়েছিলে বলে। তারপর তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তোমার উপর গেস্টাপোরা এমন অত্যাচার করেছিল যে তোমাকে চারমাস মিলিটারী হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল।

ইতিহাস বলা শেষ কর।–অভদ্রভাবে করিডন বলল, কি চাও তোমরা, আমার সম্বন্ধে তো অনেক কথা হলো। তোমাদের মতলব কি শুনি?

এতক্ষণ যা বললাম সব সত্যি তো?–মেয়েটি বলল, তা এসব তোমার জীবনে ঘটেছিল তো?

ঘটেছিল। তবে আমার কথা থাক, নাহলে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

আর একটা কথা। এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধের পর তোমার কাউকে পছন্দ হয়নি। তুমি ঠিক করেছিলে আমেরিকায় চলে যাবে। কানাডাতে এক বছর ডলার চোরাচালানের কারবার করেছ। তোমার কারবার পুলিশের কাছে গোপন থাকেনি। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে লন্ডনে ফিরে এসেছ। এখানে আছ এক সপ্তাহ হল আর বর্তমানে তোমার হাত একেবারে শূন্য। তুমি কি করবে এখনো মনস্থির করতে পারো নি। অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায়কারী দলের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করতে তোমার ভালই লাগে, সেই দল যদি পুলিশের সাহায্যপুষ্ট হয় তবুও। তুমি এখনও মনস্থির করতে পারনি তাই না? একটা কাজ আছে তোমার জন্যে, কাজটা তোমার ভালই লাগবে। এক হাজার পাউন্ড এর বিনিময়ে পাবে।

.

০৩.

ঘরে ঢুকল রনলি। ট্রাউজারের পকেটে হাত। একঝলক করিডনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিনির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

তোমরা দুজনে কতদূর এগোলে,–সে করিডনকে বলল। তোমার সম্বন্ধে অনেক খবর জোগাড় করেছি কি বল?

হাতে সময় থাকলে যে কোন লোকের সম্বন্ধে খবর জোগাড় করা যায়।

প্রত্যুত্তরে কথাগুলো বলে করিডন পকেটে হাত ঢোকাল।

হাত বাইরে রাখ–তীক্ষ্ণকণ্ঠে জন বলল।

না, না, ভয়ের কিছু নেই। ও ঝামেলা করবে না–রনলি বলল।

ঠিক বলেছ–পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে করিডন বলল, আমি কখনও ঝামেলা পাকাই না। হাসল সে।

বন্দুক সরাও–জিনি জনকে বলল।

বন্দুক সরাব না–জন বলল, ওকে বিশ্বাস নেই।

কাজের কথা বলবার আগে আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই–জিনি কোনদিকে কর্ণপাত না করে বলল।

আমি যে ওকে বললাম বিশ্বাস করি না–জন বলল।

জিনি চীৎকার করে বলল, চুপকর। আমি কথা বলছি তুমি চুপ করে থাক।...আর একটাকথা

কথাটা কি?–জানতে চাইল করিডন।

জিনি সামান্য ইতস্ততঃ করে রনলিকে বলল, ওকে জিজ্ঞাসা কর।

হ্যাঁ, করছি অনলি বলল, দেখ, এখনো আমরা নিশ্চিত নই যে তুমিই করিডন, কারণ করিডনের কোন ফোটগ্রাফ হাতে পাইনি। তুমিই যদি করিডন হও তাহলে তোমার পিঠে আর বুকে কালচে জরুলের চিহ্ন আছে, আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই

করিডন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।বড় একঘেয়ে লাগছে। তার চোখে বরফ জমা দৃষ্টি ভাসছে আর দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে রাগে।

বসে থাক চুপচাপ।–জন বলল, নড়াচাড়া করলে গুলি ছুঁড়ব।

করিডন আবার গা এলিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। সে বলল,এভাবে সৎহয়ে বসে থাকতে পারব না। তোমরা জাহান্নামে যাও।

নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। জন কয়েক পা এগিয়ে এল। রনলি তার পিস্তল ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল।

থাম দেখি–সে চেঁচিয়ে উঠল, ভুল পথে এগোচ্ছি আমরা। তুমি ক্রিডের উপর নজর রাখো গে। যাও, দূর হও এখান থেকে।

জন ঘুরে দাঁড়াল।

আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি। উত্তেজিত কণ্ঠে রনলি বলল, ওর ভার আমাকে দাও। লোকটা চুপচাপ বসে অবজ্ঞাভরে আমাদের দেখছে।

বোকা কোথাকার?-হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জিনি রনলিকে বলল, ভাবছ ওর কাছ থেকে তুমি কথা আদায় করতে পারবে? গেস্টাপোর অত্যাচার যে সহ্য করেছে?

জন চিৎকার করে বলল, বড় বেশী কথা হচ্ছে–ঠিক সেই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে করিডন তার হাতের কব্জি চেপে ধরে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জিনি আর রনলি বন্দুক হাতে করিডনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। তাদের দিকে বন্দুকের নল।

ও ঠিক কথাই বলেছে, আমাদের মধ্যে বড় বেশী কথা হচ্ছে। অনেক হয়েছে, এবার চললাম। হাসল করিডন, নিজের পকেটে বন্দুকটা রেখে দিল। নীচু হয়ে টুপি তুলে নিয়ে বলল, আমি একাই যাব। আবার যদি পরে দেখা হয়, এরকম ভদ্র ব্যবহার করব না।

চমৎকার কাজ। রনলিরকণ্ঠ থেকে প্রশংসাঝরে পড়ল। সে জনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ভেতরে গিয়ে ক্রিডের দিকে নজর রাখো, আজকের দিনটা মাটি করলে।

কোন কথা না বলে জন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

করিডন চলে যেতে উদ্যত হতে রনলি বলল, আমরা তোমার সাহায্য চাই, এর জন্য টাকা দিতেও প্রস্তুত। আমাদের কথা শোন।

আগে আমাদের নিশ্চিন্ত হতে হবে ও করিডন কি না–জিনি বলল।

হা। রনলি বলল, শোন, যদি আমরা প্রকৃত সত্য না জেনে কথাবার্তা চালাই তাহলে আমাদের ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজটা গোপনীয়। এর মধ্যে আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি। ক্রিড হচ্ছে পকেটমার। ও আমার পকেট থেকে ব্যাগ চুরি করে কাগজপত্র থেকে আমাদের উদ্দেশ্য জেনে নিয়েছে। অনেক সময় লেগেছে ওকে খুঁজে বার করতে। তারপর লোকটা আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করতে লাগল। তাই আমরা এখানে এসে ওকে পাকড়াও করেছি। এখনো ঠিক করতে পারিনি ওকে নিয়ে কি করব। সুতরাং আমরা আর একটা ভুল করতে পারি না। গেস্টাপোরা যে চিহ্ন তোমার শরীরে এঁকে দিয়েছে তা আমাদের দেখাও। আমরা তোমায় সন্দেহ করছি না। তবে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

করিডন সিগারেটের ধোঁয়া ত্যাগ করল। তারপর একহাতের কোটের আর শার্টের হাতা গুটিয়ে ফেলল। সে বলল, ওরা প্রত্যেক রাতে আমাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে রাখত। আমি যাতে ঠাণ্ডা বোধ না করি তাই হ্যান্ড কাফ গরম করে রাখতো। হাতে তারই দাগ, এবার সন্তুষ্ট হতে পেরেছ?

দুজনে পৃথক পৃথক ভাবে হাতের দাগ দেখল। তাদের চোখে আতঙ্ক বা সহানুভূতির ছাপ পড়ল না।

ওদের কাজের তুলনা হয় না। তাই না?অনলি কথাগুলো বলে নিজের মুখের দাগে হাত বুলিয়ে বলল, ওরা গরম বেয়োনেট দিয়ে এই দাগ করে দিয়েছে।

করিডন বলল, অত্যাচার তোমার উপরেও হয়েছে?

হা। জিনির উপরেও হয়েছে। কাছে এসে করিডনের হাতের দাগ পরীক্ষা করে জিনিকে বলল, ঠিক আছে, এ করিডনই। দাগ হ্যান্ডকাফেরই।

হ্যাঁ, ঠিক আছে– জিনি বলল, তাহলে ওকে বল।

রনলি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, বুঝলে কাজটা একটু বিচিত্র ধরনের। খুব বিপজ্জনকও বলতে পার। তুমি ছাড়া একাজ আর কেউ করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পারিনি।

কাজটা কি?

একজনকে খুন করতে হবে। অনলি বলল, আমরা চাই কাজটা তুমি কর।

মেয়েটা বলেছিল, আমরা একহাজার পাউন্ড দেব। অর্ধেক এখন আর কাজ শেষ হলে বাকী অর্ধেক।

করিডনের মনের মধ্যে কথাগুলো আবর্তিত হতে লাগল।

ঘর থেকে জিনি চলে গেছে। রনলি তাকে বলছিল, মনে হচ্ছে আমি একাই কাজটা করতে পারব। তবে তুমি যদি থাকতে চাও

তারপরেই মেয়েটা ঘর থেকে চলে গেল। রনলি কাপবোর্ড থেকে এক বোতল মদ আর দুটো গ্লাস বের করে সামনের টেবিলে রাখল। তারপর সে বলল, জানি এখন পান করবার সময় নয়, তাহলেও একটু পান কর-করবে না?

করিডন ঘাড় নাড়ল। এক ঢোক মদ পান করল।

যা বলব তা সাধারণতঃ নভেলেই পড়া যায় বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন মিল নেই। মেয়েটাও ঠিক তাই। ওকে দেখলে অদ্ভুত মনে হয়, তাই না?

তোমরা সকলেই অদ্ভুত।শীরসকণ্ঠে করিডন বলল, তোমাদের পরিচয় কি? তোমরা কি গোপন সমিতি বা ওই ধরনের কোন সংস্থার সভ্য?

রনলি হেসে বলল, তা বলতে পার। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। নিজের অজান্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছ সেই জন্যই তোমার সাহায্য আমরা নেব ঠিক করেছি। আমরা জানি, কাজটা না করলেও তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না।

আমি ছেড়ে না যেতে পারি। না হয় নাই যাবকরিডন বলল, তবে তার মানে এই নয় যে কাজটা করব। তুমি কি এ ব্যাপারে সিরিয়াস...?

হা। তোমাকে তাহলে সব কিছু খুলেই বলি।ফ্রেঞ্চ রেজিমেন্ট মুভমেন্টের নারী-পুরুষের মিলিত একটা ছোট গ্রুপের আমরা মাত্র তিনজন বেঁচে আছি। শুরুতে আমরান জন ছিলাম–দুজন ফরাসী পিয়েরী গোর্ভিল আর জর্জ; দুজন ফরাসীনারী জিনি আর কার্লোট,দুজন পোলিশ, লুবিস আর জন; তিনজন ইংরেজ, হ্যারিস, ম্যালোরী আর আমি নিজে।

এই ধরনের নারী-পুরুষের সম্মিলিত গ্রুপের সাথে করিডন সুপরিচিত। এদের অনেকের সান্নিধ্যে সে এসেছিল গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করার পর। তারা প্রত্যেকেই ছিল চৌখস, দেশভক্ত, অত্যন্ত গোঁড়া আর তাদের যখন যা বলেছে কোন প্রশ্ন না করে তাই করেছে।

আমাদের কাজ ছিল ট্রেন লাইনচ্যুত করা। অনলি বলল, সারা দেশে আমরা ঘুরে বেড়াতাম। দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতে হত। কাজ যা করবার করতাম রাত্রে। আমরা অনেক ভাল কাজও করেছি। আমাদের দলপতি ছিল পিয়েরী গোর্ভিল। মানুষটা ছিল আলাদা ধরনের এবং অনমনীয়। ভাল ছিল লোক হিসাবে। ও আমাদের কর্তব্যনিষ্ঠ করে তুলেছিল।

এক ঢোক মদ পান করল করিডন। তার মনে পড়ছে, এমন একজন লোকের সাথে তার দেখা হয়েছিল। সে চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

জিনি আর গোর্ভিল পরস্পরকে ভালবাসত। রনলি বলল, আমি চাই তুমি জিনিকে বুঝতে চেষ্টা কর। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।

ওরা মনে প্রাণে ছিল অভিন্ন। ওদের মত আর কাউকে আমি দেখিনি। হা ওরা পরস্পরকে ভালবাসত। কিন্তু আমরা ভালোবাসা বলতে যা বুঝি ঠিক সে ধরনের ভালবাসা ওদের মধ্যে ছিল না। তার চেয়েও বেশী কিছু। যদি বলতে চাও বলতে পার মনের, দেহের আর আত্মার একীভূত হওয়া; ওরা একজন আর একজনের জন্য মরতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিল।

তোমাদের মধ্যে কেউ গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই না?

সত্যিই ওর জীবনে তাই ঘটেছে।

এসব তোমাদের ব্যাপার। হুইস্কি শেষ করেকরিডন বলল, আমাকে এর মধ্যে কেন জড়াচ্ছ?

বলছি, রনলি বলল, তবে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলব। জিনি, ম্যালোরী আর আমি শত্রুপক্ষের হাতে একবার ধরা পড়েছিলাম। আমাদের বন্দী করে গেস্টাপোর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওরা জানত আমরা পিয়েরীর দলভুক্ত। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু করল। পিয়েরীকে ওরা চায়। ওদের কথায় আমরা কান দিলাম না। ও আছে বলেই তো

আমরা আছি। যতক্ষণ ও বেঁচে আছে, ট্রেন লাইনচ্যুত ঠিকই হবে। আমার কাছ থেকে যখন কথা আদায়ের চেষ্টা করছে তখন জিনি আর ম্যালোরী সেখানে উপস্থিত ছিল। ওদের কাছে সেই অত্যাচার নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কঠোর মনে হয়েছিল। আমি তেমন সাহসী ছিলাম না। ওদের অত্যাচারে বার দুয়েক আর্তনাদ করে উঠেছিলাম।

এসব ব্যাপারে ওরা একজনকেই বেছে নিত। করিডন হেসে বলল।

হা। পিয়েরীর হদিস জানতে চাইল। মুখ খুললাম না। শেষ অবধি আমাকে নিয়ে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর জিনিকে বেছে নিল। আমরা জানতাম ওর কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারবে না এবং নানাভাবে চেষ্টা চালিয়েও পারেনি। এমন কি ওর মুখ থেকে একবারের জন্যও যন্ত্রণা কাতর চিৎকার বের হল না। তারপর আমাকে নিয়ে পড়ল। একটা হাত ভেঙ্গে দিল। জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। পরে জিনির মুখে সব শুনেছি। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল রনলি, গেস্টাপোরা ম্যালোরীকে চেপে ধরতেই ও বলল, তারা যা জানতে চায় সব জানাবে ও।

সামান্য সময় চুপ করে থেকে সে বলল, ওরা আমার একটা চোখ নষ্ট করে দিল আর নষ্ট করে দিল একটা হাত। আর জিনির কথা কল্পনা কর, জিনির কি অবস্থা ওরা করতে পারে। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল এত দিন যা করেছি সব বৃথা।

রনলি জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, অত্যাচারের পর আমাদের তিনজনকেই একটা সেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তখন আমার অর্ধচেতন অবস্থা আর জিনির প্রচণ্ড রক্তপাত হচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগল ম্যালোরী। ওর গায়ে

গেস্টাপোরা হাত তোলেনি। জিনির দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, বার কয়েক চেষ্টা করেছিল ম্যালোরীকে ধরতে। চিৎকার করে কাঁদছিল আর অনর্গল গালাগাল দিচ্ছিল ওকে, কিন্তু এতো দুর্বল হয়ে পড়ছিল যে ম্যালোরীর কাছে পৌঁছতে পারছিল না। আমার জীবনে যত রাত এসেছে সেই রাতটাই ছিল ভয়ঙ্কর। ম্যালোর মাত্র একবার কথা বলেছিল, তোমরা বুঝতে পারছ না বোকার দল, ওরা দিনের পর দিন এভাবে অত্যাচার চালাত। আমাদের মধ্যে একজন ঠিকই বলে ফেলত। পিয়েরী ঠিক বুঝবে;একেই বলে যুদ্ধের নিয়তি।

করিডনের কানে সব কথা পৌঁছল না। তার চিন্তা পাঁচশ পাউন্ড নিয়ে। যা দেবে বলেছে তারা, তার চেয়ে বেশী পাওয়া উচিৎ। দরদস্তুর সে ভালই করতে পারে। হ্যাঁ, দর একটু বেশীই হাঁকাতে হবে। যদিও শুধুমাত্র রনলিকে নিয়ে কাজ করতে তার কোন অসুবিধা হবে না।

.

০৪.

তোমাকে ম্যালোরীর ব্রায়ান ম্যালোরীর কথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন। অনলি গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, ও ফাইটার প্লেন চালাত। বন্দী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তার চরিত্রে কোনদিন দুর্বলতার ছাপ দেখা যায় নি। দেখতে শুনতেও চমৎকার। বয়স হবে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, লেখাপড়া জানা আর প্রভূত অর্থের মালিক পিয়েরী একবার তাকে বলেছিল সে ভাল কর্মীদের মধ্যে একজন বলে মনে

করে। বেছে বেছে কঠিন কাজগুলো করতে সে এগিয়ে যেত। তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয়েছিল যে মানুষটা সাহসী, অদম্য আর অনমনীয়।

এই ধরনের লোকের দেখা আমি আগেও অনেক পেয়েছি।করিডন বলল, বিপদ হবার আগে পর্যন্ত ওরা ঠিক থাকে, তারপরেই দেখা যায় ওরা একেবারে অপদার্থ।

ম্যালোরী সম্বন্ধে তেমন কথা খাটেনা। অনেকবার ওর উপর চাপ এসেছে। কোন রকম ক্ষতির কারণ না হয়ে ফিরে এসেছে। ঈশ্বর জানেন সেই রাতেওর কি হয়েছিল! সে গেস্টাপোদের কাছে বলে দিয়েছিল পিয়েরীকে কোথায় পাওয়া যাবে আর সঙ্গে কারা আছে; কালোট আর জর্জ ছিল ওর সঙ্গে। সৌভাগ্যবশতঃ লুবিস, জন আর হ্যারিস অন্য কাজে বাইরে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়েনি। তবে সে প্রত্যেকের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল।

এ ঘটনা কতদিন আগের?

প্রায় আঠার মাস আগের।

ধরা পড়েছিল গোর্ভিল?

হা। জর্জ আর কার্লোট খণ্ডযুদ্ধের সময় মারা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা পিয়েরীকে জীবন্ত ধরেছিল। বন্দী ছিল গেস্টাপোদের হাতে, দু সপ্তাহ আগে ওকে হত্যা করেছে।

তোমাদের জীবনে কি ঘটল?

আমাদের ভাগ্য ভাল ছিল বলতে হবে। একদিন বিমান আক্রমণ হয়, বন্দীদের ক্যাম্পে বোমা পড়ে। আমাদের চিনতে পারেনি বলে পালাতে পারি।

আর ম্যালোরী?

সেও পালায়। আমাদের ফেলেই পালিয়েছে। হা। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ জিনি। ওর ব্রেন ফিভার হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছুই স্মরণ করতে পারে না। একটা বিশ্বাস ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একদিন না একদিন ম্যালোরীর দেখা সে পাবেই। আমাদের মিলিত সিদ্ধান্ত তাকে খুঁজে বের করতেই হবে আর এ ব্যাপারে অন্য কোন লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এর মধ্যে আমাকে টানছ কেন?

বলতে পার এটা আমার পরিকল্পনা। বাকি দুজনের এ পরিকল্পনা মনোমত নয়।কার্লোটের সঙ্গে জনের বিয়ে হয়েছিল। ম্যালোরীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত কারণ আছে। জিনিরও তাই। আমার এ ধরনের কোন দাবী নেই, তবে আমি ওদের কথা দিয়েছি লোকটাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করব।

বাকি দুজন? তারা কোথায় আছে?

ওরা মারা গেছে। গত সপ্তাহে ম্যালোরী ওদের খুন করেছে।

করিডনের দুচোখে সামান্য আগ্রহ ফুটে উঠল। সে বলল, গত সপ্তাহে? তুমি বলতে চাইছ–এখানে, এই লন্ডনে?

হা। ম্যালোরী যে এতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে তা আমরা ভাবিনি। লুবিসকে পাওয়া গেছে রেললাইনের উপর। আর হ্যারিসকে মৃত অবস্থায় একটা পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। ম্যালোরী জানে আমরা ওকে খুঁজছি। আমাদের কাউকে ও রেহাই দেবেনা। এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন অন্যের সাহায্য। তুমি ওকে শুধু খুঁজে বের করে দাও। বাকি কাজ আমরা করব। এই কাজের জন্য এক হাজার পাউন্ড দিতে চাইছি।

এটা খুন খারাপির ব্যাপারে দাঁড়াবে,করিডন বলল, সে কথা ভেবে দেখছ?

হফম্যান বা আরো কয়েকজনকে যে তুমি হত্যা করেছিলে, ও গুলোকেও কি তুমি খুন বলবে?

না। ওই খুনগুলো করা হয়েছিলো আইন সঙ্গত ভাবে। এখন যদি আমি কাউকে খুন করি তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করা হবে, বিচার হবে এবং খুব সম্ভব ফাঁসি কাঠে ঝোলান হবে।

দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যার ঘটনা সাজান যেতে পারে,-রনলি বলল, ও আমাদের দলের দুজনকে ওই ভাবে খুন করেছে।

করিডন এক চুমুক হুইস্কি পান করে বলল, তবু ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। যুদ্ধের সময় একজনকে হত্যা করা এক জিনিস আর এখন ওকে খুন করলে অন্য জিনিস দাঁড়াবে।

সিগারেট নিবিয়ে রনলি বলল, এমন এলোপাথাড়ি আলোচনা করে কোন লাভ হবে তুমি কাজটা হাতে নাও, অথবা নিও না। কি করবে বল?

এক হাজারে এ কাজ করা যাবে না।

রনলির চোখ দুটি জ্বলে উঠল। সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, তার মানে তুমি কি?

ঠিক তাই। তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এক হাজার যথেষ্ট নয়। নিজের জীবন বিপন্ন করতে হচ্ছে। এর মূল্য এক হাজার পাউন্ডের বেশী বলেই মনে করি।

বেশ-পনের শ পাবে।

সামান্য ইতস্ততঃ করে করিডন বলল, ঠিক আছে ওই টাকাতেই কাজটা হাতে নিলাম। ভেবেছিলাম তুমি আরো বেশী টাকা দেবে।রনলি হেসে বলল, জানতাম তুমি কাজটা হাতে নেবে। আমি বাজি ধরেছিলাম।

এখন অর্ধেক আর কাজ শেষ হলে বাকি অর্ধেক।

.

০৫.

ক্রিড ঘরে এল। করিডনের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। জিনি আর জনের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য রনলি তাকে পাশের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।

মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাককরিডন বলল, আমাকে বলা হয়েছে তোমার উপর নজর রাখতে।

ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায় বলত? তার চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ, তুমি তো জান ওরা কি জন্য এসেছে, জান না? তুমিও কি ওদের মধ্যে আছ নাকি?

করিডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, খুব সম্ভব জানি। ওরা তোমাকে নিয়ে ঠিক কি করবে বলতে পারছি না। তুমি একেবারে বোকা, তাই ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি বুঝব কি করে বল? মেয়েটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে, ও যা ইচ্ছা করতে পারে। মনে হচ্ছে মাথায় গোলমাল আছে।

তুমি বিদেশীদের সঙ্গে তো কোনদিন মেলামেশা করনি তাই বুঝতে পারছনা, আসলে মেয়েটার মাথায় কোন গোলমাল নেই।

ওরা এখানে আছে চারদিন হল। আমাকে একেবারে একা ছাড়ে না। কোন গোপন রাখা যাচ্ছে না। এসব বরদাস্ত করতে পারছি না। এর যে শেষ কোথায়?

রনলির পকেট মারা তোমার উচিৎ হয়নি।

লোকটা বুঝি এইসব তোমায় বলেছে।

বলেছে তুমি একজন পকেটমার আর ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করেছিলে।

হাত টানাটানি চলছিল যে। ওদের এদেশে থাকা ঠিক নয়।কাগজপত্রে গোলমাল আছে। গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারে। আমি–আমি শুধু পঞ্চাশ পাউন্ড চেয়েছিলাম।

ঘাটিয়ে ঠিক করনি। আমার কাছে কাঁদুনি গেয়ে কোন লাভ হবে না। তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না।

ক্রিড অস্থিরভাবে পায়চারী থামিয়ে বলল, জান ওরা আমায় বিশ্বাস করে না, এই হচ্ছে অসুবিধে। বাইবেল ছুঁয়েও প্রতিজ্ঞা করতে চেয়েছি যে ওদের কোন ক্ষতি করব না।

কাছে বাইবেল আছে?–মুচকি হেসে বলল করিডন।

না, নেই–তবে ওরা তো একটা কিনতেও পারে। আমি বলেছি দাম দেব।–ক্রিডকে অসহায় দেখাল, ওরা আমাকে একেবারে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তুমি বরং আমাকে হুইস্কি দাও।

ক্রিডের কানে গেলনাকরিডনের কথা। সেবলতে লাগল, ম্যালোরীনামে একজন লোককে ওরা খুনকরতে চায়।যদি খুনকরেতাহলে ব্যাপারটা খুনের পর্যায়ে পড়বে।আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। ওদের মধ্যে মেয়েটা সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। কি রকম যেন কঠিন হৃদয়া।ওরা যদি ম্যালোরীকে মারতে পারে তাহলে আমাকেও পারবে। ভয়ে দুচোখের পাতা এক করতে পারছি না।

একটু মদে চুমুক দাও।–করিডন বলল, তোমাকে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনে হচ্ছে।

তোমার কি মনে হয় ওরা আমাকে খুন করবে? পোলিশ লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, মনে মনে ও কোন মতলব ঠাওরাচ্ছে।

করিডন গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে ক্রিডের হাতে দিল। তারপর সে বলল, বোকামী করো না। মন শক্ত কর, যা ভাবছ ওরকম কিছু ঘটবে না।

এই চিন্তা আমায় পাগল করে তুলেছে। আমার উপর কড়া নজর রেখেছে। মেয়েটা অমানুষ। ওর চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণাই নেই।

জিনিকে সাথে নিয়ে রনলি ঘরে ঢুকল। ক্রিড সভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তুমি কি ভেতরে জনের কাছে যাবে? রনলি ক্রিডকে বলল, তোমাকে এঘর ওঘর করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। এর জন্য তুমিই দায়ী, কি বল?

আমি যাব না–ক্রিড চেঁচিয়ে উঠল; যথেষ্ট হয়েছে। দয়া করে এবার বিদায় হও। ঠিক এমন সময় জন ঘরে ঢুকল।

এসজন কঠিন কণ্ঠে ক্রিডকে বলল। বাধ্য ছেলের মত পাশের ঘরে চলে গেল ক্রিড। জন ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

.

০৬.

ওর ধারণা হয়েছে, তোমরা ওকে খুন করবে।–করিডন বলল।

আমরা ঠিক করেছি তুমি যে টাকা দাবী করেছ আমরা তাই দেব। মেয়েটি বলল।

বিস্ময় আর আনন্দে ক্রিডের কথা করিডনের মন থেকে মুছে গেল। সে কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, এখন অর্ধেক আর বাকি কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

করিডন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে জিনির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর সে বলল, বেশ এখন তোমরা যা করতে বলবে আমি তাই করব। এখন আমার প্রয়োজন মালোরর একটা ফটো অথবা তাহার দৈহিক বর্ণনা। তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারবে নিশ্চয়ই?

আমাদের কাছে ওর কোন ফটো নেই, তবে চেহারার বর্ণনা এক টুকরো কাগজে লিখেছি। রনলি বলল, ওকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবেনা। আমাদের হাতে মাত্র দুটো সূত্র আছে, লুবিস আর হ্যারিস সেগুলো জানত বলে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে পেরেছিল। তোমাকে চেষ্টা করতে হবে একা আর খুব সাবধানে।

হাসল করিডন। রনলি যখন কথা বলছিল জিনি তাকে নির্বিষ্ট মনে লক্ষ্য করছিল। মেয়েটির এই খুঁটিয়ে দেখা তাকে বুঝিয়ে দিল যে, নিজেকে সাবধানে এগোতে হবে। সে বলল, বেশ তো সাবধানেই এগোব। সেই সূত্রগুলো কি?

ওরমাসীর একটা ঠিকানা।ম্যালোরীআমাকে দিয়েছিল এই ভেবে যে যদি কোনদিনও মারা যায় তাহলে যাতে খবর পৌঁছে দিতে পারি। আর ওর প্রেমিকার নাম। ওর মাসী থাকে ওয়েন ডোভারের কাছে। তোমাকে দেববলে ঠিকানা লিখে রেখেছি। লুবিস এই ঠিকানায় ওর মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।পরেতার দেহখণ্ড খণ্ড অবস্থায় রেললাইনের উপরে পাওয়া যায়।এর থেকেআমার ধারণা হয়েছে বিসযখনওরমাসীরকাছেযায় ম্যালোরীওখানেইছিল।রীটাঅ্যালেন ম্যালোরীর প্রেমিকার নাম, রিজেন্ট স্ট্রীটে ম্যাস্টিস অ্যান্ড রবার্ট নামে একটা হরেক রকম জিনিসের দোকানে চাকরীকরে। মোজার কাউন্টারে বসে। হ্যারিস তার কাছে গিয়েছিল। তার দেহ পরদিন পাওয়া গেছে উইম্বলডন কমনের কাছে একটা পুকুরে। সম্ভবতঃ রীটা অ্যালেন সেই অঞ্চলের বাসিন্দা। মাত্র এই দুটো সূত্রই আমাদের হাতে আছে। এরপর থেকে তোমাকে এগোতে হবে।

আশা করি এই দুজনের একজনের কাছে ম্যালোরীর হদিশ পাবে। করিডন বলল, ঠিক আছে দেখা যাক কি করতে পারি। সম্ভবতঃ তোমরা এইখানেই থাকবে। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলব।

আমরা এখানে থাকব কিনা বলতে পারছি না। থাকতেও পারি, অন্য কোথাও যেতেও পারি। রনলি বলল, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখ। যদিও আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা খুব কঠিন।

হাসল করিডন, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি পালাব না। কাজ শুরু করব। মনে হচ্ছে কাজটা খুব আকর্ষণীয় হবে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে সে বলল, পিস্তলটা রেখে যাচ্ছি। জনের কাজে লাগতে পারে। আমার নিজের বন্দুক আছে। ম্যালোরীর চেহারার বর্ণনা তোমার কাছে আছে বললে না?

রনলি পকেট থেকে একটা খাম বের করে বলল, এর মধ্যে সব পাবে।

করিডন হাসল। খাম, টিপে দেখে সে বলল, সব? টাকাও? না, টাকা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল এখন অর্ধেক–বলনি?

জিনি কাপবোর্ডের কাছে গিয়ে ভেতর থেকে একটা চামড়ার ব্রীফকেস বের করে এনে বলল, তোমাকে চুক্তিপত্রে সই করতে হবে।

নিশ্চয়ই করব।

রনলি কাগজ আর কলম এগিয়ে দিল।

ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, টেবিলের উপর টাকাটা রাখলে হয় না? তোমাদের অবিশ্বাস করছি ভেব নাব্যাপারটা স্রেফ ব্যবসা। তাই না?

জিনি তিন বান্ডিল এক পাউন্ডের নোট টেবিলের উপর রাখল। আঙ্গুলগুলো বন্দুকটার কাছে রাখল। করিডন চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবার ইচ্ছা থাকলে কি বন্দুকটা ফিরিয়ে দিতাম?–জিনিকে করিডন বলল।

টাকা গুনে নাও। জিনি বলল।

তোমরা তো চাইছ কাজটা আমি করি তাই না, করিডন বলল–আমাকে কাজটা দিতে তোমাদের একবারও বলিনি। তাই কাজটা যদি আমাকে দিয়ে করাতে চাও টাকা দিতেই হবে।

টাকা গুনে নাও।মেয়েটার কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য।

গুনছি। টাকা গুনে কাগজে সই করে করিডন বলল, চললাম এখন। আমরা এমিথিস্ট ক্লাবে কাল দেখা করতে পারি কি বল?–উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলল, আশা করি তোমাদের জানাতে পারব কতটা এগোতে পেরেছি, তাই না?

ঠিক আছে। রনলি বলল, আমরা চটপট কাজ চাই। টাকাগুলোর মূল্য আমাদের কাছে অনেক।

আমার দায়িত্ববোধ আছে।

তোমার উপর নির্ভর করছি।

ঠিক আছে। আমার সই করা চুক্তিপত্র তোমার কাছে। জিনি কিছু বলল না, সে কঠিন দৃষ্টি মেলে করিডনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তাহলে চলি। করিডন বলল, খুব শীঘ্র দেখা হবে। তারা কিছুই বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল।

রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে করিডন লক্ষ্য করল, তামাকের দোকানের লোকটি সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে টাওয়ার তৈরী করতে ব্যস্ততার দিকে তাকালে করিডন চোখ টিপল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

০১.

করিডন কখনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। লন্ডনে ফেরার পর সে সেন্ট জর্জ হাসপাতালের পেছনে গ্যারেজের উপরে তিন ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে বাস করছে। একজন মহিলা এসে প্রতিদিন ফ্ল্যাট পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া বাইরে সেরে নেয়। বসবার ঘরটা কখনো ব্যবহার করে না। স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। দিনের বেলা সবসময় ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে আসে। বেডরুমটাও স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার। একটা উঁচু প্রাচীর আলো আসার পথ আড়াল করে আছে।

অসুবিধে আর বাসস্থানের পরিবেশ নিয়ে কখনও করিডন মাথা ঘামায় না। তার কাছে একটা ফ্ল্যাটের অর্থ রাতে ঘুমানোর জায়গা ছাড়া আর কিছুনয়। জায়গাটা ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছি। অন্য গ্যারেজগুলোর উপরের ঘরগুলোতে আছে কয়েকটি ফার্মের অফিস। ছটা বাজলেই তারা বন্ধ করে চলে যায়। পরদিন সকালের আগে ভোলা হয় না। তার উপর গুপ্তচরগিরি করবার মত কেউ নেই। রাতে ফ্ল্যাটটা একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

সাধারণতঃ অন্যদিন যে সময়ে ফেরে আজ তার আগেই ফিরল করিডন। শেফার্ড মার্কেটের কাছে একটা হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে পিকডিলি থেকে হাইড পার্ক কর্নারে হেঁটে এল। নটা বাজার কয়েক সেকেন্ড আগে করিডন ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছাল। ঘরে ঢুকেই শুনল বিগ বেন পিটিয়ে সময় নির্দেশ করছে।

শেষ ঘণ্টা পড়তেই দরজা বন্ধ করল করিডন। গা থেকে কোট খুলে ফেলার আগে পকেটে রাখা জিনিসগুলো একটা একটা করে বের করে রাখল। খামটা নজরে পড়ল, এটা রনলি দিয়েছে। আবার সেটা পকেটে রেখে দিল এবং পরে খামটার কথা একেবারে ভুলে গেল। বেডরুমে এসে বিছানার উপর বসল। যথেষ্ট ক্লান্ত লাগছে। গত রাতে খুব কম ঘুম হয়েছে। একটা সিগারেট ধরাল বিছানায় আধশোয়া হয়ে। প্রথমে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে সাতশো পঞ্চাশ পাউন্ড। তারপর গেছে কেনসিংটনে একটা ছবির মত বাড়িতে, সেখানে এফির সম্পর্কে একজন প্লাস্টিক সার্জেন্টের সঙ্গে কথা বলেছে। গেস্টাপোর হাতে ধরা পড়ে অত্যাচারিত হওয়ার পর এই ডাক্তার হাসপাতালে তার জন্য যথেষ্ট করেছিলেন। এফিকে দেখাবার জন্য মোটামুটি একটা তারিখও ধার্য হয়েছে।

করিডনের খামটার কথা মনে পড়ে গেল। পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা কাগজপত্রর বিষয়বস্তু কৌতূহলশূন্য মনে পড়তে লাগল।

ব্রায়ান ম্যালোরী।

জন্ম : চৌঠা ফেব্রুয়ারী, উনিশশ ষোল।

দৈহিক বর্ণনাঃ-উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি, ওজনঃএকশ ব্রিশি পাউন্ড, চুল গভীরবাদামী, চোখঃহালকা বাদামীবর্ণ গায়ের রঙ ফর্সা, রোদে পোড়া। বিশেষত্বঃবন্দীক্যাম্প থেকে পালাবার সময় কণ্ঠনালীতে আঘাত লাগায় গলার স্বর কিছুটা নষ্ট হয়েছে। ফিসফিস করে কথা বলে, চেঁচাতে পারে না বা উচ্চস্বরে কথা বলতে পারে না। তবে অনুশীলনের ফলে কণ্ঠস্বরে স্পষ্টতা এসেছে।

অভ্যাস : যখন রেগে যায় বাঁ হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে। যখন খুশি হয় দুহাত সজোরে একত্র করে হাতে হাত ঘষে। সিগারেট ধরে তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলির মাঝে। দেশলাই কাঠি জ্বালে বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের চাপে।

করিডন মুখে অস্ফুট শব্দ করে, পাতা উল্টে পড়তে লাগল ।

আপনজনঃ যতদূর জানা যায় মিস হিলডা ম্যালোরী ছাড়া আর কেউ নেই। ভদ্রমহিলা থাকেন ওয়েন ডোভারে দি ডেল নামে একটা বাড়িতে।

তিনি সম্পর্কে ম্যালোরীর মাসীমা হন। এই ভদ্রমহিলা, ম্যালোরীর চার বছর বয়সে যখন মা মারা যান তখন থেকে মানুষ করেছেন। বাবার সাথেঝগড়া হওয়ার পর তাদের মধ্যে খুবকমই দেখা সাক্ষাৎ হত। এসব সত্ত্বেও বাবা উইলে তার নামে বেশ কিছু অর্থ রেখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুখ বিকৃত করল করিডন। আর পড়তে ভাল লাগছে না। কয়েকপাতা এখনো বাকি আছে। কাগজগুলো দলা পাকিয়ে চুল্লিতে ছুঁড়ে দিল।

এখনি পোষাক পালটে বিছানায় আশ্রয় নেবে সে। করিডন চোখ বুজে শুয়ে রইল। অর্ধ ঘুমন্ত অর্ধ জাগরিত অবস্থায় তার মনটা ভেসে চলতে লাগল।

.

০২.

সে স্বপ্ন দেখতে লাগল মারিয়া হফম্যান তার বিছানার পাশে বসে আছে। সাদা হাত দুটি কোলের উপর জড়ো করা। তার মুখ গুঁড়িয়ে গেছে আর রক্তপাত হচ্ছে। মেয়েটাকে গুলি করবার পর এই অবস্থায় সে তার পায়ের কাছে পড়েছিল। কি যেন বলতে চাইছে মেয়েটা কিন্তু মুখ নেই বলে বলতে পারছে না। শুধু গভীর গর্তে বসা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই গর্তে চোখ নয় বেরিয়ে আছে কিছু দাঁত। করিডন বুঝতে পারছে কিছু বলতে চাইছে মারিয়া। এই প্রথম যে স্বপ্নটা দেখল তা নয়। প্রত্যেকবারই দেখেছে মেয়েটা তাকে কিছু বলতে চাইছে যা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বলতে পারছে না।

দরজায় নক হতেই করিডনের ঘুম ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার নক হল। বিছানা থেকে নেমে বসবার ঘরে গিয়ে আলো না জ্বেলে পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল। জিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও তার পরনে কালো স্ন্যাকস আর কালো সোয়েটার। মাথায় এখন টুপী নেই। হাতদুটি ট্রাউজারের পকেটে ঢোকান। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট গোঁজা।

করিডন জিনিকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আলো জ্বেলে সিঁড়ি অতিক্রম করে দরজা খুলল।

ভেতরে এস।–করিডন বলল, একা এসেছ?

হ্যাঁ-মেয়েটা ভেতরে ঢুকল।

সিধে ওপরে চলে যাও।

জিনি সিঁড়ি অতিক্রম করে বসবার ঘরে এল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডনের মুখোমুখি হল।

হঠাৎ এখানে আসার প্রয়োজন পড়ল কেন?করিডন বলল, গতরাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি।

জিনি কিছু বলল না। সে মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারিদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

পান করবে নাকি?–আলমারী থেকে এক বোতল জিন বের করল, কোথায় যেন ভারমুথ রেখেছি।

চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। মেয়েটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

করিডন একগ্লাস মদ মেয়েটার কাছে টেবিলের উপর রাখল। সেবলল, নিজের ঘর মনে কর।

সহসা মেয়েটা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি শুধু প্রতিজ্ঞা কর, কিন্তু রাখ না।

ঠিকই বলেছ।আমি কথা রাখি না সব সময়, অর্থ রোজগারের সুবিধাজনক পথ কি বল?

ঠিক বলেছ।

যারা টাকা দেয় তাদের করবার কিছু থাকে না।

না, থাকে না। যে কাজের ভার আমায় দেওয়া হয় তা তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন হয় না। তবে তোমার কাছে তো সইকরা চুক্তিপত্র আছে। কাজে লাগাতে পার।

মেয়েটি সিগারেট নিবিয়ে জিন আর ভারমুথ মেশানো মদের গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে বলল, আমার ধারণা ক্রিড তোমাকে বলেছে আমাদের কাগজপত্র আইনসম্মত নয়, তাই আমাদের এখানে থাকার অধিকার নেই।

হ্যাঁ বলেছে। তোমাকে খুব আশাবাদী বলে মনে হয়েছিল, তুমি আমার কাছে যখন চুক্তিপত্র চাইলে।

কি বল? ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার ইচ্ছা তোমার নেই?

অবশ্যই নেই। যদি কাউকে খুন করতে চাও, কাজটা তো নিজেকেই করতে হবে। যাকে কোনদিন চোখে দেখিনি তাকে খুন করব এ ধরনের আশা তুমি করতে পার না।

তবু তুমি টাকা নিয়েছ।

সব সময় টাকা নিয়ে থাকি। একটা সিগারেট খাবে নাকি?

দাও।–জিনি একটা সিগারেট নিল।

মানুষের উচিৎ নয় এইসব বাজে কাজ নিয়ে আমার কাছে আসা। করিডন বলল, আমাকে না ঘাটানোই উচিৎ।

জিনি পায়ে পা তুলে বসল। তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। করিডন অবাক হল।

সে বলল, ভাবলাম এতগুলো টাকা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

আসার পর এই প্রথম জিনি মৃদু হাসল। সে বলল, তুমি কি আমায় বোকা ঠাওরেছ?

ঠিক বোকা নয়। একটু সাদাসিধে।

চুক্তিপত্র চেয়েছি বলে?

চুক্তিপত্রে সই নেওয়ার অধিকার কি তোমার আছে?

না, নেই। তোমাকে অন্য কারণে সই করতে বলেছি।

করিডন সজাগ হয়ে উঠল, কারণটা জানতে পারি? গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখে মেয়েটি বলল, আরও একটু মদ পেলে ভাল হত।–শোন, ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার জন্য তোমায় প্ররোচিত করতে এসেছিলাম।

ভাবছি, তুমি ভাবলে কি করে আমায় প্ররোচিত করতে পারবে?

কাজটা তুমি করবে না? লোকটা বিশ্বাসঘাতক। ওর সরাই উচিৎ। দুবছর আগেও তুমি কোন বিশ্বাসঘাতককে বরদাস্ত করতে না।

তখন নির্দেশমত কাজ করেছি, আমার নিজের পছন্দ অপছন্দের কোন অবকাশ ছিল না।

পিয়েরীর চরিত্র জানলে তুমি ইতস্ততঃ করতে না।

সত্যিই জিনি পিয়েরীকে চিনি না। হাজার পিয়েরী দেশময় ছড়িয়ে আছে। তোমরা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলে বলেই

জিনি চকিতে উঠে দাঁড়াল, চোখ দুটি জ্বলছে।সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, তুমি ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবে কি না বল?

নিশ্চয়ই না। নিজের চরকায় নিজেই তেল দাও।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

জিনি করিডনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর সোফার উপর বসে পড়ল। তাকে মোটেই উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, জানতাম তুমি এমনই কিছু করবে। কিন্তু রনলি বলেছিল সে তোমায় বিশ্বাস করে।

রনলির মত লোকেরা বিশ্বাসই করে থাকে।

কাজটা তুমি স্বেচ্ছায় করতে না চাইলে জোর করে করাতে হবে।

বাঃ, চমৎকার বলেছ কি বল?

আমরা তোমায় মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছি না। তোমায় বলেছি ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে, জানি তুমি খুঁজে বের করবে।

এতখানি নিশ্চিন্ত হলে কি করে?

জিনি কিছুক্ষণ কিছু কথা বলল না। তারপর করিডনের চোখে চোখ রেখে বলল, ক্রিড মারা গেছে।

করিডনের মনে পড়ল ক্রিড বলেছিল, ওরা আমাকে খুন করবে

তার মনে একটা চিন্তা খেলে গেল। আমি কি এই তিনজনকে ঠিক গুরুত্ব দিচ্ছি না, নাকি মেয়েটা মিথ্যে কথা বলছে?

তুমি মিথ্যে কথা বলছকরিডন বলল, ক্রিডকে গুলি করে মারবার সাহস তোমাদের কারো নেই।

কোন কথা বলল না, শুধু তাকিয়ে রইল জিনি। করিডন একটা সিগারেট ধরাল। সে বলল, আমার উপর দোষ দেওয়ার চেষ্টা করলে তোমাদের তিনজনকে এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলব।

সফল হবে বলে মনে হয় না।–জিনি বলল, কেউ জানেনা যে আমরা ক্রিডের ফ্ল্যাটে ছিলাম। ক্রিডের ব্যাপারে আমাদের জড়াতে পারবে না।

ভেব না পুলিশ আমার বক্তব্য শোনবার পর তোমাকে এখান থেকে বের হতে দেবে, তারা আমার বক্তব্য আগে শুনবে তারপর তোমাকে তাদের লোকের হাতে তুলে দেব।

ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতেই হবে।–সে কথায় কান না দিয়ে জিনি বলল, তোমায় তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল।

তারপর?

যদি সঠিক সময়ের মধ্যে খুঁজে বের করতে না পার তাহলে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখব আমাদের ভাওতা দিয়েছ কি না। আমরা সবরকম সাবধানতাই অবলম্বন করেছি। পিস্তল আর চুক্তিপত্র একটা ফার্মের সলিসিটারের কাছে দিয়ে বলা হয়েছে যে যদি আমাদের দুজনের মধ্যে একজন কেউ প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে ফোনে তার সাথে যোগাযোগ না করে তাহলে জিনিসগুলো তিনি যেন পুলিশের হাতে তুলে দেন অবিলম্বে।

জিনি উঠে দাঁড়াল।

.

০৩.

করিডন আধঘণ্টার মধ্যে ক্রিডের ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেল। সে নিশ্চিত যে তাকে কেউ অনুসরণ করেনি। ভেতরে ঢুকে হলঘরে এসে কিছুক্ষণ উত্তর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বসবার ঘরে ঢুকল। টর্চের আলোয় সারা ঘর খুঁটিয়ে দেখল।কাউকে দেখতে

পেলনা।দরজা আরজানালায় পর্দা ঝুলছে। জানলার সামনে মেঝেরউপর পড়েআছেট্লিপফুলের পাপড়ি।দু-ঘরের মাঝেরদরজার কাছেগিয়ে টর্চের আলো ফেলল অন্ধকারাচ্ছন্ন পাশের ঘরে। সেই আলোয় একে একে দেখা গেল বিছানা পাতা একটা খাট, আরাম কেদারা, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়াড্রোব,ফুলদানীআর লাল রংয়ে মেলান একটা ড্রেসিং গাউন ঝুলছে ক থেকে। তারপর মেঝের উপর টর্চের আলো ফেলতেই তার নজরে পড়ল, খাটের পাশে ভেড়ার লোমের কম্বলের উপরে পড়ে আছে ক্রিড।

একটা অস্ফুট আর্তস্বর ছিটকে বেরিয়ে এল করিডনের গলা থেকে। সে ক্রিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। খুব কাছ থেকে ক্রিডের মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বুলেট তার কপালে একটা পরিষ্কার গর্ত সৃষ্টি করেছে। এ কাজ জন ছাড়া আর কারো নয়। হঠাৎ ক্রিডকে গুলি করে মারা হয়েছে, কারণ তার চোখেমুখে ভয়ের কোন ছাপ পড়েনি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মানুষটা ঘুমিয়ে আছে।

করিডন কয়েক পা পিছিয়ে এল। প্রয়োজনের বেশী সময় এ ফ্ল্যাটে থাকা ঠিক হবে না। ক্রিড যে মৃত এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। মেয়েটা যে মিথ্যে কথা বলবার মানুষ নয় তা ভাল করেই বুঝেছে। যদি তাকে কেউ এখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে থাকে তো–

হঠাৎ আলো নিভিয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল করিডন। উৎকর্ণ হল। কিছু যেন পড়ে গিয়ে ভাঙার শব্দ হল, নাকি যা শুনল তা স্রেফ কল্পনা। উগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে রইল কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না। তবে কি পাশের ঘরে কেউ আছে? তার পায়ের ধাক্কায় কি কিছু ছিটকে পড়ল?

করিডন এগিয়ে গেল, হাতে ধরা টর্চ যেকোন মুহূর্তে জ্বালবার জন্য প্রস্তুত। তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হল, সন্তর্পণে এগিয়ে এল।

গাঢ় অন্ধকার থেকে কেউ বলল, রনলি নাকি?

করিডন অনুমান করতে পারল না ঠিক কোনদিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কে কথা বলছেন?–তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে, এক হাঁটু ভেঙ্গে সে বসে পড়ল। এক অবর্ণনীয় অনুভূতি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

ক্ষণেকের জন্য এক ঝলক আগুন অন্ধকার দূর করে দিল। ঘর যেন কেঁপে উঠল। বুলেটটা তার মুখের পাশ দিয়ে তাপ ছড়িয়ে ছুটে গেল। সে দু পা পিছিয়ে গেল। কেউ বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েছে। দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়তেই সে মেঝের মধ্যে শুয়ে পড়ল। খোলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আলতো পদক্ষেপের আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল।

করিডন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। গালে হাত বুলাল। আঙ্গুলে রক্ত জড়িয়ে গেল। চাপা কণ্ঠস্বর আর ফিস ফিস করে কথা বলা দেখে তার মনে হয়েছে, যে লোক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে সে ম্যালোরী ছাড়া আর কেউ নয়।

.

চতুর্থ পরিচ্ছদ

০১.

যদিও রীটা অ্যালেন কেমন দেখতে জানত না তবু তাকে দেখামাত্র করিডন ঠিক চিনতে পারল। ম্যাস্টিস অ্যান্ড রবার্টসের মোজা বিক্রির কাউন্টারে যে তিনজন মহিলা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন ম্যালোরীর বান্ধবী হবে। অন্য দুজন বয়স্কা মহিলা চেহারায় ক্লান্তির ছাপ আর পরনে সাধাসিধে পোশাক। রীটা অ্যালেনের চেহারা তরতাজা আর পোশাকে অভিনবত্ব আছে।

আপনাকে কি কিছু দেখাব? রীটা হাসি মুখে করিডনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

রীটার বয়স হবে উনত্রিশের মত। কিংবা ত্রিশও হতে পারে। চেহারায় যৌনাবেদন আছে। সে এমন একজন নারী যার অনেক অভিজ্ঞতা আছে। চেহারায় নেই তেমন প্রসাধন আর বেশ ভূষার আড়ম্বর।

বন্ধুত্বের হাসি হাসল করিডন। প্রত্যুত্তরে মেয়েটিও হাসল।

দেখুন কিছু উপহার এক নব দম্পতিকে দিতে হবে।

তাহলে একটা হাতব্যাগ বা ওই ধরনের কিছু দিন না কেন?

শেষ পর্যন্ত তাই দিতে হবে। যাহোক, এ দোকানে না এলে আপনার দেখা পেতাম না। যেখান থেকে আমি এসেছি ওখানে আমরা মেয়েদের রূপের প্রশংসা করি। অবশ্য যদি সে রূপবতী হয়। তাই আমি যদি আপনার রূপের প্রশংসা করি তাহলে আপনি কি অসন্তুষ্ট হবেন?

না হব না। তবে সাধারণতঃ এমন দেখা যায় না।

হয়ত তাই, যাকগে সে সব কথা। আজ রাতে কি আপনার সঙ্গ পাওয়া সম্ভব হবে? যদি আশা দেন তো দোকান বন্ধ হওয়ার পর পেছনের দরজায় অপেক্ষা করতে পারি।

মৃদু হেসে সুন্দর চোখ দুটি মেলে মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, আশা দেওয়া সম্ভব না। কারণ কোন অচেনা পুরুষের সাথে আমি বাইরে যাই না।

তা ঠিক। আমার মত একজন নিঃসঙ্গ আর ধনবান মানুষের জন্য কেন আপনি এত দিনের অভ্যাস ভাঙতে যাবেন।

না, সে রকম কিছু নয়। আসলে এমন কোন মানুষের সাথে আমি বাইরে যাই না, যাকে আগে কখনো দেখিনি।

এই সভ্যযুগে এরকম আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছি না। আমার নাম স্টিভ হেনলে। আপনার?

রীটা অ্যালেন। আমি সত্যি বলছি

বেশ তো সত্যিই যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমার সাথে মিশবেন না। বিশ্বাস করুন আমি খুবই নঃসঙ্গ।

আপনার নিঃসঙ্গতার জন্য দুঃখিত। মনে হচ্ছে পুরোন অভ্যাস ত্যাগ করতে পারব। কারো সাথে বাইরে যাওয়ার সম্পর্কে আমার বাছবিচার আছে।

তুমি তাহলে আসছ? খুশি জড়ান কণ্ঠে করিডন বলল।

আসছি।– রীটা বলল, জান তুমিই প্রথম আমেরিকাননও যার সাথে আজ বাইরে যাব। তোমরা জান কি করে কাজ গুছিয়ে নিতে হয়।

ঠিক বলেছ। আচ্ছা যদি আমরা ম্যাডাম বারে রাত আটটার সময় দেখা করি? পারবে আসতে?

পারব।–মেয়েটি বলল, আর করিডনের মনে হল এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

.

০২.

কথা হচ্ছিল রীটার ঘরে বসে। রীটা বলল, তাহলে তুমি তাদেরই একজন। আগেই আমার বোঝা উচিৎ ছিল। কি বোকা আমি। এখান থেকে তুমি চলে যাও। এর মধ্যে আমাকে জড়িও না।

আগে থেকেই তো তুমি জড়িয়ে আছে। করিডন বলল, হ্যারিস খুন হয়েছে।

মুখে হাত চাপা দিয়ে রীটা বলল, শুনতে চাই না। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না, আমার কোন সম্পর্ক নেই ম্যালোরীর সাথে।

তুমি খুব সহজে নিষ্কৃতি পাবে না। করিডন রীটার একটা হাত চেপে ধরল, খুন করা হয়েছে হ্যারিসকে।

যেতে দাও আমাকে। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল রীটা।

আমার কোন দোষ নেই।

ম্যালোরী ওকে খুন করেছে। ও এখানে হ্যারিসের প্রতীক্ষায় ছিল।

তুমি একটা আস্ত পাগল। এখানে ছিল না ম্যালোরী। লোকটা নিজেই মরেছে।

কিন্তু আমি জানি ম্যালোরী খুন করেছে। প্রমাণ আমার হাতে আছে। আমি ওকে খুঁজছি। কোথায় পাব বলতে পার?

জানলেও তোমায় বলতাম না। তাছাড়া সত্যিই আমি জানি না। এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না।-ঘরের চারিদিকে হিংস্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রীটা বলল, নিজেকে জড়াব না।

হয় আমাকে বল নাহলে পুলিশকে বল। পুলিশের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রীটার চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। করিডনের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে বলল, আমি ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম এমন ফ্যাসাদে পড়ব তাহলে ওর সাথে মেলামেশা করতাম না।

এসব শুনতে চাই না। অসহিষ্ণুত্র মত নড়েচড়ে করিডন বলল, কোথায় তাকে পাব তাই বল।

জানি না। ওর সম্বন্ধে খুব কমই জানি। শুধু মাঝে মাঝে ফোন করে। কোথায় তার বাসা তাও জানি না।

জানা না থাকলে জানিও না। টাকা ব্যাগে ভরে করিডন রীটার দুচোখে মিনতি মাখা দৃষ্টি দেখে বলল, মনের পরিবর্তন হল নাকি?

টাকা প্রয়োজন নেই একথা বলতে পারব না। আছে, প্রয়োজন আছে। সপ্তাহ শেষ না হলে খাবার জোগাড় করতে পারব না।

টাকাটা তাহলে রাখ।–ম্যালোরী কখনো তোমায় লেখেনি?

সামান্য ইতস্ততঃ করে রীটা বলল, আমাদের ঠিক প্রথম সাক্ষাতের ঠিক পরেই লিখেছে।

কোন ঠিকানা নেই সেই চিঠিতে?

না।

খামের উপর পোস্ট অফিসের কোন ছাপ ছিল না?

মনে পড়ছে না।

মনে নিশ্চয়ই পড়ছে। এইটাই প্রথম জিনিস যা তুমি লক্ষ্য করেছ। কোন পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল?

দুনবার।

ওকি কখনো বলেছিল দুনবারে থাকে?

মনে হচ্ছে এর কাছাকাছি কোথাও থাকে। একবার বলেছিল একটা দ্বীপ কিনে বাড়ি তৈরী করবে।

জায়গাটা সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে?

না।

এখানে কতদিন অন্তর আসে?

যখন ওর খুশি হয়।কখনো সপ্তাহে দুবার আসে, আবার মাস দুয়েক কোন পাত্তা পাওয়া যায় না।

তার মানে কয়েক সপ্তাহ আগে শেষবার তুমি ওকে দেখছ? কত সপ্তাহ আগে মনে আছে?

ছয়-সাতও হতে পারে, সঠিক মনে করতে পারছি না।

ওর কোন বন্ধুর নাম কখনো বলেছে?

না। নিজের কোন কথা বলত না।

বিশ্বাস হল না করিডনের। সে বলল, বলার মত আর কোন কথা আছে? ওর কোন আত্মীয় স্বজন আছে নাকি?

এক বোন আছে।

খবরটা কাজের। দ্বীপে একটা বাড়ি। ওয়েন ডোভারে থাকে মাসীমা আর এখন জানা গেল একজন বোনও আছে।

তুমি জানলে কি করে? করিডন জানতে চাইল।

সামান্য ইতস্ততঃ করে রীটা বলল, একবার ফোন করে ওর খোঁজ করেছিল।

কবে ফোন করেছিল?

অনেকদিন আগে। আমাদের পরিচয়ের ঠিক পরেই।

কোন টেলিফোন নাম্বার মেয়েটা তোমায় দিয়েছিল?

দিয়েছিল। ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলাম।

নাম্বারটা কি?

রীটা বুঝতে পারল দরদস্তুর করবার এই হল সুযোগ।

সে বলল, পাঁচ পাউন্ডের বেশী কি পাব না? আমার অবস্থা কত যে খারাপ তুমি বুঝবে না।

টেলিফোন নম্বর কত?

ঠিক মনে পড়ছে না।–চোখমুখ কঠিন দেখাল।

বেশ তো। তুমি পাঁচ পাউন্ড পেয়েছ বাকি পাঁচ পাউন্ড আমার কাছেই থাক।করিডন উঠে দাঁড়াল এবার ফিরব অনেক হয়েছে।

তোমার দলের লোকদের মত তুমিও দেখছি কঠিন মানুষ। রেগে গিয়ে রীটা বলল, আরো আট পাউন্ড দাও, আমি বলব।

পাঁচ, নিলে নাও, না হলে থাক।

বেশ। তুমি অপেক্ষা কর এখানে। নাম্বারটা নোট বুকে লেখা আছে। নিয়ে আসছি।

রীটা ঘর ছেড়ে চলে গেল। সম্ভবতঃ সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠতেই একটা হিমেল আর্ত চীৎকার তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। করিডন দরজার সামনে ছুটে গেল। দেখল সিঁড়ির কাছে মেঝের উপর দোমড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে রীটা। তার মাথা বেঁকে এসে পড়েছে ঘাড়ের উপর। একটা নগ্ন পা সিঁড়ির উপর রয়েছে।

.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

০১.

করিডন যখন নিজের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার তালার গর্ত পাওয়ার জন্য হাতড়াচ্ছে, একটা লোক ঝমঝমে বৃষ্টি মাথায় করে অন্ধকারের মধ্য থেকে নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়াল। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে করিডন বন্দুকের অর্ধেকটা বের করতেই লোকটি বলল, ভয় নেই। আমি রনলি।

এমন চুপচাপ কি করছ এখানে?–রেগে গিয়ে করিডন প্রশ্ন করল।

তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। উদ্বেগ ভরা কণ্ঠে রনলি বলল, কথা বলতে চাই।

বেশ তো, ভেতরে এসো।সদর দরজার তালা খুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠেবসবার ঘরের সামনে এল। তারপর গা থেকে ট্রেঞ্চ কোট খুলে সে বলল, কি হয়েছে?

ক্রিডকে ওরা খুন করেছে। চাপা কণ্ঠে রনলি বলল। ভাবলেশ শূন্য দৃষ্টিতে করিডন তার দিকে তাকাল। ক্রিডের মৃত্যুর পর থেকে যা যা ঘটেছে সে সব তার কাছে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।

তাতে কি হয়েছে? খবরটা কি তুমি শুধু একাই জেনেছ?

তুমি তাহলে আগেই জেনেছ? মুখ মুছে রনলি বলল, খবরটা এখনো কাগজে বের হয়নি, তাই না?

না, কাগজে বের হয়নি। সেই কথা বলতে জিনি মেয়েটা গতরাতে আমার কাছে এসেছিল। পরিকল্পনাটা হচ্ছে এই রকম, যদি আমি ম্যালোরীকে খুঁজে না পাই তাহলে সেবন্দুক আর চুক্তিপত্র পুলিশের হাতে তুলে দেবে। বন্দুকের গায়ে আমার আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাবে আর চুক্তিপত্র থেকে আমার মতলব প্রকাশ পেয়ে যাবে। ওদের আস্থা আছে নাকি তোমার উপর?

রনলিকে দেখে মনে হল হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। গা থেকে বর্ষাতি খুলে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলল।

সে বলল, ওভাবে ওকে খুন করা হয়েছে কিনা তাই বিশ্বাস হচ্ছে না। মেয়েটা পাগল। পাগল ওরা দুজনেই। আর আমি একটা বুদ্বু। নাহলে ওদের সঙ্গে কাজে নামি।

হঠাৎ তোমার বিবেক যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেল নাকি হে? করিডন প্রশ্ন করল, আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন তুমি ম্যালোরীকে খুন করতে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলে।

ভাবিনি ওরা লোকটার দেখা পাবে।–ইতস্ততঃ করে মৃদুকণ্ঠে রনলি বলল, ওদের পরিকল্পনার উপর তেমন গুরুত্ব দিইনি। সত্যি বলছি। আমি পুলিশের কাছে যাবো। এই খুনের সঙ্গে আমি কোন ভাবেই জড়িত থাকতে রাজি নই।

একটু দেরী করে ফেলেছ হে। করিডন বলল, এখন পুলিশের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে না। আমাদের যা করতে হবে তা হলো ম্যালোরীকে খুঁজে বের করা। আর কাজটা যত শীঘ্রই করা যাবে ততই ভাল।

তুমি কি বুঝতে পারছ না,-রনলি চেয়ারের হাতলে ঘুষি মেরে বলল, আমি যদি পুলিশের কাছে সব খুলে বলি কি ঘটেছে তাহলে তুমি জড়িয়ে পড়বেনা। আমি ক্রিডের খুনের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে চাই না।

পুলিশ অনেকদিন থেকেই আমাকে ধরবার চেষ্টা করছে।

করিডন ছোট ছোট পায়ে সারা ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, তোমার কথা ওরা কানেই নেবেনা। তাছাড়া আগামীকাল ওরা আমাকে আর একটা খুনের অভিযোগে খোঁজাখুজি আরম্ভ করে দেবে।

রনলি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আর একটা খুন? তুমি কি বলতে চাইছ?

আমি রীটা অ্যালেনের সঙ্গে তার বাড়ি গিয়েছিলাম। সে সিঁড়ি থেকে নীচে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেছে।

ওটা তো খুন নয়

নয় বলছো?–করিডন বলল, ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয়েছে। আসল কথা হলো আমি উপস্থিত ছিলাম। তার বাড়ি আমরা যে ট্যাক্সি করে গেছি তদন্তের সময় ড্রাইভার নিশ্চয়ই

আমার চেহারার বর্ণনা দেব।আমি যখন ক্রিডের ফ্ল্যাট ছেড়ে আসছিলাম তখন নীচে তামাকের দোকানের লোকটা আমায় দেখেছে। আজ তোক আর কাল হোক, সেও আমার চেহারার বর্ণনা দেবে। যার একটু বুদ্ধি আছে সে দুয়ে দুয়ে যোগ করতে অসুবিধা বোধ করবে না। আর যোগফল নিশ্চয়ই পাঁচ হবে না।

কিন্তু কে ওকে ধাক্কা দিল?-অনলি সামনে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, কি করে জানলে ওকে ধাক্কা দেওয়া হয়েছে?

অনুমান করতে পারছ না? আমার মনে হচ্ছে একাজ ম্যালোরীর।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

একথা বলছ কেন?–করিডন বলল, আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় তোমার ধ্যানধারনা ছিল শুধুমাত্র ম্যালোরী। সে কেমন লোক আমরা জেনেছি। লোকটা একজন খুনী। হঠাৎ এমন কি ঘটল যে তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?

বিমর্ষভাবে রনলি বলল, আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থতায় ভরা। নিজেকে কখনই সাবালক ভাবতে পারলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমি অ্যাডভেঞ্চারের গল্পের বই পড়তে ভালবাসতাম। সস্তা ধরনের উত্তেজনার আগুনে নিজেকে উত্তপ্ত করতে ভাল লাগত। আমাকে যখন জিনি ম্যালোরীর কথা বলল, ব্যাপারটা আমার মনকে নাড়া দিল।

হ্যারিসের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমার কাছে জীবনটা মনে হচ্ছিল বইয়ে পড়া অ্যাডভেঞ্চারের মত। এই মৃত্যু আমার কাছে প্রথম আঘাত, যদিও আমি বিশ্বাস করিনি

যে, এই খুনে ম্যালোরীর কোন হাত আছে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিল। জলকে খুব ভয় পেত। তার মৃতদেহ পাওয়া গেল একটা পুকুরে। সে যদি ঘটনাচক্রে পুকুরে পড়ে যেত তাহলে তার চোখমুখে ভয়ের ছাপ থাকত। সাঁতার জানত না। এখনও বিশ্বাস হয় না যে ওকে ম্যালোরী খুন করেছে।

তারপর মারা গেল লুবিস। তার মৃত্যু সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করব বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা হতে পারে। জিনি জোর দিয়ে বলল, কাজটা ম্যালোরীর, কিন্তু সে জানল কি করে? লুবিস ট্রেন থেকে পড়ে যেতে পারে। আমি শপথ করে বলতে পারি যে সে গেস্টাপোর ভয়ে পিয়েরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। লোকটার মধ্যে বিন্দুমাত্র কাপুরুষতা ছিল না। এখন স্বীকার করছি আমি দুঃখিত। তোমাকে এরমধ্যে টেনে আনার জন্য সত্যিই দুঃখিত।

আমিও দুঃখিত।করিডন কঠোর কণ্ঠে বলল।

সত্যি বলতে কি আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি যে সত্যিই সে তোমাকে দিয়ে ম্যালোরীকে খুন করাতে চায়। এখন বুঝতে পারছি তাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা করা। জিনি ঘর পেয়েছে চ্যানসারী লেনে একটা ছোট হোটেলে। ও সেখানে চলে গেছে। দিনের শেষে আমাকে জিনি জানাল যে ক্রিড মারা গেছে। তবে বিস্তারিতভাবে কিছু বলল না, তবে জনের চোখমুখ দেখেই বুঝতে পারলাম যে তাকে গুলি করে মেরেছে। তখনই ঠিক করে ফেললাম আমি কি করব। এদের সঙ্গে আমি আর থাকব না। মনে হল, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে দেখা করাই ঠিক হবে।

আমার সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হয়েছে, কি করতে চাও এখন?

জানি না। পুলিশের কাছে যাব ভাবছিলাম, তবে তুমি যদি বারণ কর তাহলে কি করব বুঝতে পারছি না।

পুলিশের কাছে আমাদের যাওয়া ঠিক হবেনা–অসহিষ্ণু কণ্ঠে করিডন বলল, এখন আমাদের কাজ হবে ম্যালোরীকে খুঁজে বার করা। তুমি কি জান ওর এক বোন আছে?

আছে নাকি?

আমাকে বলেছে রীটা অ্যালেন। ম্যালোরীর বোন তাকে কয়েক বছর আগে ফোন করে নিজের টেলিফোন নাম্বার জানিয়েছিল। মেয়েটার নাম অ্যান ম্যালোরী আর তার ঠিকানা হল, ২এ, দি স্টুডিওস, চেইনী ওয়াক। একটা ঘুম দেওয়ার পর তার সাথে দেখা করবার ইচ্ছা আছে–সে চিবুকে লাগান প্লাস্টারে হাত বুলিয়ে বলল। আরেকটা ব্যাপার তোমাকে বলা হয়নি। আমি ম্যালোরীর খোঁজে নেমে পড়েছি-তারপর সে রনলিকে জানাল ক্রিড-এর ফ্ল্যাটে যাওয়া আর সেখানকার ঘটনা।

ও তোমাকে ভেবেছে বুঝি আমি? বিস্ময়ে রনলি বলল, আমি কখনও ওর ক্ষতি করিনি।

যদি তার খুন করবার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে পালিয়েনাগিয়ে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়ত করিডন বুঝিয়ে বলল।

রনলি একেবারে ঘাবড়ে গেছে। সে বলল, তুমি নিশ্চিত যে গুলি ম্যালোরই ছুঁড়েছিল।

যেই ছুঁড়ে থাকুক না কেন, তার কেমন যেন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর। তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল। কে হতে পারে লোকটা?

হ্যাঁ,অনলি বলল, লোকটা ম্যালোরী ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

পরের দিন সকালে রনলি তখন কফি তৈরী করতে ব্যস্ত, কাল রাতে সে করিডনের ফ্ল্যাটেই ছিল। দশটার কিছু পরে করিডন রান্নাঘরে এল।

খবরটা কাগজে বেরিয়েছে এনলির চোখমুখে চাপা উত্তেজনা, ক্রিডের খবর।

কি লিখেছে?

সাক্ষাৎকার নিতে চায় পুলিশ তোমার নিজের পড়ে দেখা উচিৎ।কাগজ বসার ঘরে আছে।

রীটার সম্বন্ধে কিছু লিখেছে?

না। তামাকের দোকানের লোকটা তো নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে।

করিডন তিক্ত হাসি হেসে বলল, বলেছিলাম না–দেবে।

সে বসার ঘরে গেল। ক্রিডের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার বিবরণ প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। তামাকের দোকানের দরজার সামনে দাঁড়ান অবস্থায় তামাকওয়ালার একটা ছবি ছাপা হয়েছে। রিপোর্টারদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে সে বলেছে, একজন দীর্ঘাকৃতি,

সবল চেহারা আর তামাটে গায়ের রঙ, এমন একজন লোককে ক্রিডের মৃত্যুর পর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। তার গায়ে ট্রেঞ্চ কোট আর মাথায় টুপী। পুলিশের ধারণা এই লোকটাকে জেরা করতে পারলে ঘটনার উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে। ফ্ল্যাট থেকে কিছুই খোয়া যায়নি।

রনলি ট্রেতে করে টোস্ট আর কফি নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকল।

রীটার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে প্রকৃত খেলা শুরু হবে। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে করিডন বলল, আমাকে একটা অ্যালিবাই ঠিক করতে হবে।

তোমাকে এই ট্রেঞ্চ কোট আর টুপী ত্যাগ করতে হবে। অনলি উপদেশের সুরে বলল, যদি পুলিশ এগুলো এখানে পায়

ঠিক বলেছ। তুমি এগুলো সরাবার ব্যবস্থা করতে পার না? ওগুলো আমি একটা সুটকেসে ভরে তোমাকে দেব তুমি এমিথিস্টক্লাবে নিয়ে গিয়ে এফি রজারকে দিতে পারবেনা? ওকে বলবে আমি পাঠিয়েছি আর বলবে যতদিন না ফেরৎ চাইছি এগুলো ওর কাছে রেখে দিতে পারবে?

অবশ্যই।–খুশি হয়ে রনলি বলল, কিন্তু অ্যালিবাই সম্বন্ধে কি যেন বলছিলে?

সে আমি ঠিক করব।–করিডন বলল, এখন শোন আমি ভাবছি তোমার সম্পর্কে। বলছিলে আমাকে এই ব্যাপারে জড়িত করেছ বলে তুমি দুঃখিত। এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তুমি আমায় কি সাহায্য করবে?

নিশ্চয়ই।

তাহলে ওই দুজনের কাছেফিরে যাও।-রনলি কিছু বলতে উদ্যত হতেই করিডন বলল,এদের গতিবিধি সম্পর্কে আমাকে ওয়াকিবহাল করবে। তাছাড়া সেই বন্দুক আর চুক্তিপত্র হার্তাবারও সুযোগ পাবে।

রনলি সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিক আছে যথা সম্ভব আমি করবার চেষ্টা করব। তবে ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। যদি ওরা জানতে পারে?

কি আর করতে পারবে? কিছু বলবে না ওদের। ভাব দেখাবে, একটা স্লিপ আমি তোমাকে দিয়েছি, সেটা হারিয়ে ফেলে খুঁজছে। এখন ম্যালোরীর খোঁজে যাচ্ছি। আজ সকালেই ওর বোনের খোঁজে যাবো। এমনও হতে পারে আমাকে তোমার প্রয়োজন, তুমি মেয়েটার ফোন নাম্বার লিখে রাখ। দুপুর পর্যন্ত সেখানে থাকব। তোমাকে কোথায় পাব?

আমরা ব্রেয়ার স্ট্রীটের এনফিল্ড হোটেলে উঠেছি। চ্যানসারী লেনের কাছেই হোটেলটা। একটা খামের গায়ে ফোন নম্বরটা লিখতে লিখতে রনলি বলল।

রনলি সুটকেসটা নিয়ে চলে যাওয়ার পর করিডন বেডরুমের দিকে পা বাড়াতেই ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, কে কথা বলছেন?

আমি–এফি, আপনি মিঃ করিডন? রুদ্ধশ্বাস একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

কণ্ঠস্বর শুনেই সে বুঝতে পারল কোন অঘটন ঘটেছে। এফি তার সাথে আগে কখনো ফোনে কথা না বললেও তার কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারা গেল সে বিভ্রান্ত।

এফি? কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

তোমাকে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলাম। সে ব্যস্তকণ্ঠে বলল,মিঃ করিডন এখানে পুলিশ এসেছে, জনির সাথে কথা বলতে শুনেছি। ও তোমার ঠিকানা পুলিশকে বলছিল।

কঠিন হল করিডনের চোখ মুখ। সে প্রশ্ন করল, কতক্ষণ আগের ব্যাপার?

মিনিট দশেকের বেশী হবে। ব্যক্তিটি সেই ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্স। কোন খুনের ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল।

ঠিক আছে, এফি। চিন্তার কিছু নেই। ফোনের জন্য ধন্যবাদ। একটা সুটকেস তোমার কাছে পাঠাচ্ছি ওটা সাবধানে রাখবে, কারো হাতে ওটা ছেড়ে দেবেনা। আচ্ছা ছাড়ছি এফি। আমার তাড়া আছে।

এফি কথা বলবার চেষ্টা করতেই করিডন রিসিভার নামিয়ে রাখল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। বেডরুমের দিকে ঘুরতেই দরজার গায়ে জোরে টোকা পড়ল। মিসেস জেন ঘর পরিষ্কার করতে আসেনি। সে তো রোজ কলিং বেল বাজায়। অনুমান করবার চেষ্টা করল কে হতে পারে। পা টিপে টিপে জানলার সামনে

গিয়ে পর্দার ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। দেখল দুজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজন রলিন্স।

এই প্রথম নয়। এমন কোণঠাসা অবস্থায় করিডন আগেও অনেকবার পড়েছে। বেডরুমে ঢুকে আলমারী থেকে একটা হালকা রংয়ের ওভারকোট আর একটা টুপী পরে নিল।

খাবার রাখার আলমারীর নীচ থেকে একটা রুকস্যাক বের করল। এতে থাকে জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। ভেতর থেকে এক গোছ পাউন্ড নোট বের করে ওভারকোটের পকেটে ভরে ফেলল। তারপর আবার ফিরে এল বসবার ঘরে।রুকস্যাককাঁধে ঝুলিয়ে যেতে উদ্যত হতেই দরজার গায়ে আবার টোকা পড়ল। প্যাসেজে এল দরজা খুলে। এখানে উপর দিকে একটা স্কাইলাইট আছে। সেটা খুলে ছাদে উঠে পড়ল। চিমনীগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকায় কারো চোখে পড়ল না।

শেষ গ্যারেজটা শূন্য পড়েছিল। সে স্কাইলাইটের সাহায্যে নীচে নেমে এল। তারপর পথে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে হাইডপার্ক কর্নারের সামনে এসে পড়ল।

.

০২.

সবুজ রং করা উঁচু গেটের পাশে ছ ফুট উঁচু দেওয়ালের গায়ে ব্রাস প্লেটের উপর লেখা আছেঃ ২এ, দি স্টুডিওস, চেইনী ওয়াক।

করিডন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর বাড়িটার সামনেদাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল। তারপর দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।রুকস্যাককাঁধে ঝুলছে। সে ভেবে পেল না ম্যালোরীর বোনকে ঠিক কি বলবে। সে তপ্ত রোদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছায়া পড়ছে সারা দেওয়ালের উপর। উত্তেজনা বোধ করল।

দরজা খুলে একটা মেয়ে তার মুখোমুখি হল।করিডন হতাশ হল তাকে দেখে,কারণ অবচেতন মন ভাবছিল সে কোন সুন্দরী যুবতীর মুখোমুখি হবে। হয়তো আর একজন রীটা অ্যালেন, কিন্তু মেয়েটার চেহারা হতাশা ব্যাঞ্জক।

মেয়েটিকে স্পষ্ট আর নীচু কণ্ঠে বলল, সুপ্রভাত। আমি আপনার ভাইকে খুঁজছি ব্রায়ান ম্যালোরী। ইতস্ততঃ করে করিডন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তার বোন, তাই না?

মেয়েটির মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়ল। সে বলল,ব্রায়ানকে খুজছেন? আপনি জানেন না? ব্রায়ান তো মারা গেছে। প্রায় দুবছর হয়ে গেল!

.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

০১.

সুইংডোর ঠেলে এনফিল্ড হোটেলে প্রবেশ করল জিনি। বগলে একখানা খবরের কাগজ। চোখে মুখে চিন্তার ছায়া। সে লাউঞ্জে প্রবেশ করল।

পুলিশ ক্রিডের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে–অনুত্তেজিত কণ্ঠে জিনি ফরাসী ভাষায় বলল।

জন চমকে উঠে তার দিকে ঘুরে তাকাল। সে বলল,বুঝতে পারিনি,তুমি ঘরে ঢুকেছে। কাগজে বেরিয়েছে খবরটা?

খবরের কাগজগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ধুলো জর্জর আর্ম চেয়ারে বসে পড়ে জিনি বলল, প্রথম পাতায় আছে।

জন সময় নিয়ে খবরের কাগজে প্রত্যেকটা খবর পড়ল। চোখে মুখে কোন রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না। সে বলল, করিডনের চেহারার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছে। পুলিশ ধরে ফেলবে।

আমার তা মনে হয় না। যথেষ্ট সাবধানী লোকটা। ম্যালোরীকে খুঁজে বের করবার ব্যাপারে এ ঘটনা ওকে আরো বেশী আগ্রহী করে তুলবে।

খবরের কাগজ সামনে থেকে সরিয়ে জন বলল, পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করলে ও সব কথা ফাস করে দেবে। এই ধরনের লোকের সঙ্গে নিজেদের জড়ানো ঠিক হয়নি। উচিৎ ছিল ব্যাপারটা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

এই রকম বিড়বিড় করো না তো। বিরক্তি ভরা গলায় জিনি বলল, একমাত্র করিডনই পারে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে। ওর অতীতের কাজ বিচার কর। এই দেশটাকে ও আমাদের চেয়ে বেশী জানে, তাছাড়া ম্যালোরী ওকে চেনে না।

ভুল,–জন অবাধ্যের মত বলল, প্রথম থেকেই আমি এর বিপক্ষে ছিলাম। তোমার রনলির কথা শোনা উচিৎ হয়নি।

অশিক্ষিত নির্বোধ তুমি–জিনি গলা চড়িয়ে বলল, তুমি একা ম্যালোরীকে খুঁজতে চাও?কিন্তু তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান নও, আমি নই আর রনলিও নয়। কিন্তু করিডনের বুদ্ধি আছে। এই কথাগুলো কতবার তোমাকে বলতে হবে?

অনেকবার তুমি বলেছ।জন চাপাকণ্ঠে বলল, তার চোখ দুটো জ্বলছে, আমি নিজে হাতে ম্যালোরীকে খুন করে সন্তোষ লাভ করতে চাই আর তা আমি করবই।

তাহলে তাই কর।–জিনি চেঁচিয়ে উঠল, তোমাকে আমি নিষেধ করবনা। বেরিয়ে পড়, খুঁজে বের করে কাজ সমাধা করে ফেল–অবশ্য যদি পার।

সময় হলেই করব।–জন বলল, এই কাজের জন্য একবছরের উপর অপেক্ষা করে আছি। একজন মেয়েছেলের খামখেয়ালি পনায় নিজেকে বোকা প্রমাণ করতে চাই না। আমি কিছু টাকা চাই।

টাকা চাও করিডনের কাছে। কথাটা বলে সে বিদ্রুপের হাসি হাসল, টাকা তার কাছে আছে আর তুমি যদি মনে কর

জিনি চুপ করে গেল লাউঞ্জের দরজা খুলে রনলি ঘরে ঢুকল। তাদের দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দ্বিধাভরে ফায়ার-প্লেসের কাছে এসে দাঁড়াল।

ফিরে এলে কেন?–বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, করিডন কোথায়?

তা বলতে পারব না–জিনি। উচ্চস্বরে রনলি বলল, ও হাতের বাইরে চলে গেছে। আর তুমি কিনা আমায় বোকা বলছ।

চীৎকার করো না। নিজেকে সংযত করে জিনি বলল, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে রনলির সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কি করে ও হাতের মুঠো থেকে পালাল? আমি তোমায় বলেছিলাম তার উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাবে না। কি ঘটেছিল?

রনলি কাঠখোট্টা রকম সংক্ষিপ্তভাবে বলল, ও নিজের ফ্ল্যাটে ফিরেছিল। যতক্ষণ আলো নেভায়নি আমি নজর রেখেছিলাম এবং ধারণা হয়েছিল শুয়ে পড়েছে। কাছে যাওয়ার কিছু ছিল না বলে আমি কাছেই একটা কফির দোকানে গিয়েছিলাম। মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য গিয়েছিলাম। রাতের বাকী সময় দরজার বাইরে কাটিয়েছি। কিন্তু সকালে

বাইরে বের হতে দেখিনি। দোকানে যখন গিয়েছিলাম নিশ্চয়ই সেই সুযোগে কেটে পড়েছে।

বিশ্রীভাবে হাত নেড়ে জিনি বলল, তুমি টেলিফোন করলে না কেন? জন তোমাকে অব্যাহতি দিত। আমাকে কি সব কিছুই বলে দিতে হবে? একবারের জন্য কি নিজের মাথা খাটাতে পার না?

করিডন গত রাতে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে। রনলি বলল, সকালে তার জন্য যখন অপেক্ষা করছি, পুলিশ এসে হাজির। আমি চলে এসেছি।

জিনি আর জন দুজনেই গম্ভীর হয়ে গেল। জন উঠে দাঁড়াল।

পুলিশ। জিনি বলল।

হ্যাঁ, পুলিশ।–রনলি বলল, নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি, আমি ওদের হাতে ধরা পড়িনি বলে। পুলিশের গাড়ি খোয়াড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

দেখ, আমি আগেই বলেছিলাম, লোকটাকে পুলিশ ঠিক বুঝতে পারবে।–জন বলল, এও–বলেছিলাম ঠিক গ্রেপ্তার করবে।

এখনো ওকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি–জিনি বলল বটে। কিন্তু তাকে বেশ চিন্তিত মনে হল।

এর থেকে বেশী কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, রনলি বলল, সে তাদের কাছ থেকে ঘরে যেতে চাইল, আমি শুতে যাচ্ছি। সারা রাত জেগে কাটিয়েছি। তোমরা দুজন বরং ঠিক কর আমাদের পরবর্তী কর্মধারা কি হবে।

আর আমাদের করিডনের সঙ্গে দেখা হবে না। জন তিক্ততার সাথে বলল, আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে ও ভেগে পড়েছে। এক সপ্তাহ আগে আমাদের যা করা উচিৎ ছিল, এখন আমরা তাই করব। ম্যালোরীকে আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করব। আজই আমি রীটা অ্যালানের সাথে দেখা করব।

ওকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ হবে না। রনলি কোন কিছু না ভেবেচিন্তেই বলল, ও মারা গেছে কথাটা বলে ফেলে বুঝতে পারল বলা ঠিক হয়নি।

মারা গেছে! কথাটা পুনরাবৃত্তি করে জিনি তার দিকে তাকিয়ে রইল। কি করে জানলে ও মারা গেছে?

করিডন আমায় বলেছে।–মিথ্যে কথা বলা বিপদজনক হবে জেনেই রুনলি বলল।

করিডন!–জিনি আর জন একসাথে বলে উঠল। ঐ কথা তোমায় কখন বলল?

রনলি একটু দূরে সরে গিয়ে সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করল। এই নীরবতা তাকে চিন্তা করার সুযোগ দিল। সে বলল, গতরাত্রে আমার সাথে কিছু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল। ও আমায় বলল যে, মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

এক মিনিট কঠিন চোখে তাকিয়ে জন বলল, প্রথমেই একথা বলনি কেন?

রনলি ঘাবড়ান অবস্থায় একটা সিগারেট ধরাল। তার হাত কাঁপছে, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, সুযোগ দাও আমাকে বলবার। তোমাদের এক্ষুনি বলতাম।

বলতে নাকি, আমার তো সেরকম মনে হয়নি। তুমি বলছ মেয়েটা মারা গেছে, কিভাবে মারা গেল? কি ঘটেছিল?

করিডনের অনুমান ম্যালোরী তাকে খুন করেছে। অন্য ব্যক্তি দুটি এ কথা শুনে সচকিত হয়ে উঠল।

ওর এরকম ধারণা হলো কেন?–জিনি জানতে চাইল।

রনলি ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে মৃদুকণ্ঠে বলল, ও রীটা অ্যালেনের বাড়ি গিয়েছিল। তার ধারণা ম্যালোরীওখানে লুকিয়ে ছিল। করিডন ম্যালোরীর সংবাদ জানতে চেয়েছিল রীটার কাছে। তাদের কথাবার্তা আড়াল থেকে ম্যালোর শুনেছিল। তারপর রীটা যখন উপরে যায়, তখনই ম্যালোরী তাকে খুন করে।

ঠিক আছে, রনলি।–জিনি মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি ঘুমোতে যাও। আর কিছু বলতে হবে না।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ল সে।

রনলি?

জনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যা রনলিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে বাধ্য করল। জনের হাতে ধরা পিস্তলের নল তার চোখে পড়ল।

যেখানে আছ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক।

পিস্তল সরিয়ে নাও, নির্বোধ–জিনি চেঁচিয়ে বলল, কেউ এদিকে আসছে

হেনরী মেভোস দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। তার হাতে রয়েছে এক কপি দি টাইমসখবরের কাগজ। লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোকের সামনে কাগজটা নেড়ে খুশিভরা কণ্ঠে শিশুর মত বলল, মিসেস কোডিস্টাল সব সময় কাগজ নিজের কাছে রেখে দেন। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, কোন অঘটন ঘটেছে নাকি? কি হয়েছে?

জন ক্ষিপ্রহাতে পিস্তল লুকিয়ে ফেলল। সে বৃদ্ধের দিকে তেড়ে গেল।

জন–জিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল।

বৃদ্ধ কয়েক পা পিছিয়ে বলল, কি-কিকরবে–তারপর খবরের কাগজ ফেলে পালিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিনি বলল, তুমি সব নষ্ট করে দিচ্ছ। লোকটা চুপ করে থাকবে না। এক্ষুনি আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি কর।

জিনি দৌড়ে এল। জন তাকে অনুসরণ করল, বিড় বিড় করতে করতে।

তাড়াতাড়ি এস। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে জিনি বলল, বুড়োটা চলে গেছে। তাড়াতাড়ি এস।

তারা ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু তাদের একবারও নজর পড়ল না টেলিফোন বুথের দিকে।নজর পড়লে দেখতে পেত বুথের মধ্যে মেভোস জড়সড় হয়ে বসে আত্মগোপন করে আছে। উত্তেজনায় তার মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। পিস্তল! এনফিল্ড হোটেলের ভেতরে। যদি এইভাবে পালিয়ে না আসত তাহলে বোধহয় খুন হয়ে যেত। সে রিসিভার হাতে তুলে নিল, একটা নাম্বার ডায়াল করল। চশমা পরে নেওয়ার মত সময় তার হাতে নেই। এক মুহূর্ত নষ্ট করা চলবে না। সরু সরু আঙ্গুলের সাহায্যে ডায়াল করল ৯৯৯।

.

০২.

একে একে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে চামড়ার স্যুটকেস, ভেতরে ভরা আছে নিজস্ব জিনিসপত্র। সকলের পরণে ট্রেঞ্চ কোট আর টুপী, যা ফ্রান্সের লোকেরা। পড়ে।

হোটেলের পরিবেশ চুপচাপ। সিঁড়ির নীচে শেষ মাথায় লাউঞ্জ জনশূন্য।

জিনি সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল মেভোস লাউঞ্জের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ির শেষ ধাপ পেরিয়ে নীচে নামতেই সে সরে গেল।

গত দশটা মিনিট মেভোস খুব ব্যস্ত ছিল। টেলিফোনে পুলিশকে খবর দিয়েছে আর সাবধান করে দিয়েছে হোটেলের ম্যানেজারকে।

তারা তিনজন পাবলিক লাউঞ্জে এল।

জিনি বলল–চল। সে বুঝতে পেরেছে তাদের একমাত্র সম্বল এখন ভাগ্যই। বাইরে যাওয়ার সময় সদর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে। তারা জিনিকে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এক মিনিট মিস। তারপর তার দিকে ছুটে গেল।

জিনির মনে হল, গত চার বছর যাবৎ যে সকল পরিকল্পনা আর কাজ করেছে, সব কিছুই বৃথা হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীতি ঘিরে ধরল তাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পালাতে চাইল, পালাবার উপায় থাকলে ঠিক পালাত, কিন্তু উপায় নেই। একজন লম্বা সুদর্শন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক পুলিশ জিনির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছতেই জনের পিস্তল গর্জে উঠে ছেলেটাকে সচকিত করে তুলল।

.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

০১.

প্রায় দুবছর হয়ে গেল ব্রায়ান মারা গেছে! করিডন তার চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ লুকোবার চেষ্টা করল না।

খুব শান্তকণ্ঠে সে বলল, আমি জানতাম না, দুঃখিত। জানা থাকলে তোমাকে বিরক্ত করতাম না–

না, না, ঠিক আছে–মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, করিডন যাতে ব্রিবতবোধ না করে, দু বছর দীর্ঘ সময়। ওর মৃত্যু সংবাদে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু অতীত আঁকড়ে ধরে থেকে কি লাভ বলুন?

কোন লাভ নেই। ম্যালোরীর মত মানুষ মারা গেছে ভাবতেই পারি না।–চলে যেতে উদ্যত হয়ে করিডন বলল, যাক তোমার সময় নষ্ট করব না।

এভাবে আপনি চলে যেতে পারবেন না। ভেতরে আসুন। আপনি কি ওর এয়ারফোর্সের বন্ধু?

হ্যাঁ, পরিচয় হয়েছিল। ওকে বেশ ভাল লাগত।আমার নাম করিডনমাটিনকরিডন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই না।

ভেতরে আসুন।

যে ঘরেকরিডন প্রবেশ করল সেটা আলো-বাতাস মুক্ত একটা স্টুডিও। সামনে স্ট্যান্ডের উপর রয়েছে, অর্ধসমাপ্ত একটি নারীর পেন্টিং। সে আর্ট সম্পর্কে কিছু না বুঝলেও ছবিটি দেখে মুগ্ধ। হয়ে গেল।

বাঃ, চমৎকার। সে বলল, তুমি এঁকেছ?

হা,–মেয়েটি বলল, আচ্ছা ব্রায়ানের সাথে আপনার কবে শেষ দেখা হয়েছিল?

যুদ্ধের সময়। আমাকে দশ পাউন্ড ধার দিয়েছিল। ওকে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল।

বসুন। ব্রায়ানের সঙ্গে পরিচিত এমন একজনের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল। আমার উচিৎ তার বন্ধুদের যত্ন করা। পানীয় চলবে?

সব সময়ে চলে, করিডন গা থেকে কোট খুলে বলল, যুদ্ধের পর অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। তারপর আমেরিকায় গিয়েছিলাম। মাত্র কয়েকদিন হল ফিরেছি। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল তোমার দাদাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারিনি। ভাবলাম, এই সুযোগে আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে খোঁজ করেছি। কিন্তু ওর নাম পাইনি, তবে পেয়েছি তোমার নাম। একবার বলেছিল, এক বোন আছে, নাম অ্যান। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তুমিই সেই বোন হবে, তাই চলে এলাম।

আমার সম্পর্কে ও কি বলেছে?–সে পানীয় এনে সামনে রাখা টুলের উপর রাখতে রাখতে বলল। করিডন নজর করল মেয়েটার হাত কাঁপছে।

আমার তেমন মনে নেই। একটা আরাম কেদারায় বসতে বসতে সে বলল। ভাবল বেশী মিথ্যে বলা ঠিক হবে না। তাহলে বেশীক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব হবে না। কেন ম্যালোরীকে খুঁজছে তা বলতে চায় না আর বলতে চায় না জিনি এবং তার দলের সম্পর্কে।

করিডন তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করল, ও কি করে মারা গেল, হয়ত তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাও না?

এ সম্বন্ধে কেন বলব না?–সে সামনে বসে পড়ে বলল, আমাকে সুযোগ দিলে সব খুলে বলব। ও চমৎকার মানুষ ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে তাকে গুলি করে জখম করে বন্দী করা হয়। জেল থেকে পালিয়ে একটা গুপ্ত ফরাসী গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেয়। আমাকে একটা চিঠি লিখেছিল। সেটাই ওর শেষ চিঠি। চিঠিটা একজন আমেরিকান পাইলট বন্ধুর হাতে পাঠিয়েছিল। এই গেরিলাদের সঙ্গে কাজ করতে তার ভালই লাগছিল। ওরা সংখ্যায় ছিল আটজন। তারা ট্রেন লাইনচ্যুত করত। দলপতি ছিল একজন ফরাসী, নাম পিয়েরী গোর্ভিল। ব্রায়ানের মতে লোকটি চমৎকার। তার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড সাহস, বিশ্বাস আর দেশপ্রীতি। দলে ছিল দুজন ফরাসী পুরুষ, দুজন ফরাসী নারী, দুজন পোল্যান্ডের লোক, আর তিনজন ইংরেজ, সে নিজেও তাদের একজন। জিনি পারসিগনী নামে একটা মেয়ের কথা লিখেছিল, ফরাসী নারীদের মধ্যে সে একজন ছিল। এই মেয়েটির খুব প্রসংশা করেছিল। সকলেই ছিল চমৎকার মানুষ। আমার শুধু খারাপ লাগত বিপদজনক কাজ করছিল বলে। কিন্তু আমার তো কিছু করবার ছিল না। ওকে

চিঠি লেখার সুযোগ ছিল না। পরে একদিন এয়ার মিনিস্ট্রির কাছ থেকে জানতে পারলাম গেস্টাপোদের হাতে সে ধরা পড়েছে। যখন পালাবার চেষ্টা করে তাকে গুলি করে জখম করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুদিন আগে তাকে গুলি করে মারা হয়।

আমি কি বিশ্বাস করতে পারি ওর মৃত্যু হয়েছে? করিডন বলল, জান অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে।

চকিতে মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা। তার চোখমুখে বিস্ময়। সে জিজ্ঞাসা করল, একথা বলছেন কেন?

আমি সম্প্রতি কয়েক জনের সাথে তোমার দাদার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তার এক বান্ধবী-রীটা অ্যালেন তাদের মধ্যে অন্যতম। সে লক্ষ্য করল মেয়েটি চমকে উঠল, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হল, জানি না ওকে তুমি চেন কিনা। মেয়েটা বলেছে তোমার দাদা জীবিত আছে। মেয়েটা দাবী করেছে কয়েক সপ্তাহ আগে ওকে দেখেছে।

রীটা অ্যালেনের নাম উচ্চারণ করতেই মেয়েটা রেগে উঠেছিল, কিন্তু রাগ সহজেই প্রশমিত হয়ে গেল। সে বলল, এমন কথা ও কি করে বলল? আপনি ওখানে গেছিলেন কেন আমি বুঝতে পারছি না।

তোমার দাদা ওর কথা আমায় বলেছে। কয়েকদিন আগে ওর কাছে গিয়েছিলাম, হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। ওর নাম শুনেই মনে পড়ে গেল তোমার দাদা বলেছিল মেয়েটা তার বান্ধবী। স্বাভাবিকভাবেই আমি জানতে চাইলাম তোমার দাদা কোথায় আছে? ও জানে না, তবে বলল, কয়েক সপ্তাহ আগে নাকি তাদের দেখা হয়েছিল।

কি করে তার সাথে দেখা হবে?-অ্যান রেগে গিয়ে বলল, আপনি ভুল করছেন। মেয়েটা কোনদিন দাদার বান্ধবী ছিল না। ওর সম্বন্ধে ব্রায়ান বলেছিল, যখন মেয়েটা বিগিন হিলে ছিল তখন দুজনের সাক্ষাৎ হয়। দৈহিক আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আপনি তো জানেন অল্প বয়সী অফিসাররা আজকাল কেমন হয়। তারা কিছু হারাতে রাজী নয়। মেয়েটা দাদার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। ফলে পরে তার কাছে টাকা দাবী করতে থাকে। তাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় বার তিনেকের বেশী নয়। এ ধরণের কথা ও বলল কি করে?

হতাশ হয়ে করিডন চেয়ারে শরীর ডুবিয়ে দিল। সে বলল, তোমাকে তো সব কথা ম্যালোরী নাও বলতে পারে। সাধারণতঃ ভায়েরা যা করে, বোনেদের কাছে অনেক কথা গোপন করে—

এটা কোন যুক্তি নয়।অ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এ ব্যাপারে আর এসব খাটে না। ব্রায়ান বেঁচে আছে, মেয়েটা মিথ্যে কথা বলেছে।

কিন্তু কেন? করিডন জানতে চাইল, বলবার উদ্দেশ্য কি?

মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল অ্যানকে। তারপর সে বলল, এ খবরের জন্য ওকে কত টাকা দিয়েছেন?

করিডনকে এবার অপ্রতিভ দেখাল। সে বলল, কি করে জানলে ওকে টাকা দিয়েছি?

আপনাকে তো প্রথমেই বলেছি, মেয়েটাকে আমি চিনি। অর্থের জন্য অনেক মিথ্যা কথা বলতে আর অনেক বাজে কাজ করতে পারে।

বেশ স্বীকার করছি টাকা ওকে দিয়েছি, কিন্তু মেয়েটা কেন বলতে গেল ব্রায়ান জীবিত?

আপনি কি তাই শুনতে চাইছিলেন না? যদি সে বলত ব্রায়ান মৃত, তাহলে কি ওর প্রতি আপনি, কোন আগ্রহ দেখাতেন?

অ্যানের দিকে করিডন তাকিয়ে রইল। এ ধরনের সে কিছু আশা করেনি। চুপচাপ বসে থেকে সে চিন্তা করল রীটা অ্যালেন তার কাছে মিথ্যে কথা বলেছেকিনা। অ্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ওপাশে গিয়ে ইজেলের সামনে দাঁড়াল।

আপনি আমায় চিন্তায় ফেললেন। দীর্ঘ নীরবতার পর অ্যান বলল, ব্রায়ানের মুখে কোনদিন আপনার নাম শুনিনি। কোন কোন ব্যাপারে আমার মনে হচ্ছে দাদাকে আপনি সঠিক জানেন না। আপনি কি সত্যিই ওর খোঁজে এসেছেন?

করিডন ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়াল। কিছু বলতে গিয়ে থমকে গেল। জানালা দিয়ে দেখল অলিভ-গ্রীন ট্রেঞ্চ কোট গায়ে আর কালো টুপী মাথায় একজন লোক এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসছে। লোকটি রনলি। খানিক পরেই রুদ্ধশ্বাস আর ঘর্মাক্ত রনলি হাঁপাতে হাঁপাতে এই স্টুডিওর দিকে ছুটে এসে দরজার গায়ে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দিতে লাগল।

করিডন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে রনলিকে ধরে হলঘরে নিয়ে আসে।করিডনের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল।

কি হয়েছে?–করিডন প্রশ্ন করল, এখানে কি করছ?

রনলি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার বুক ওঠানামা করছে। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবে।

কি হয়েছে?–তাকে ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

ওরা আমাকে অনুসরণ করে এদিকে আসছে। রনলি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখানে আসতে বাধ্য হলাম। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

চুপ কর। বলে করিডন আড়াচোখে পাশের দিকে তাকাল। অ্যান দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

.

০২.

দেখা গেল সবুজ রং করা গেট খুলে দুজন পুলিশ প্রবেশ করছে। দুজনেরই হাতে একটা করে স্টেন গান। প্রত্যেকটা বাংলোর মাঝে বিশ ফুট ফাঁকা জায়গা। করিডন পর্দা ফেলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিজেকে আড়াল করে। কিছু কৌতূহলী নরনারী ভীড় করেছে গেটের বাইরে রাস্তার ওপাশে।

করিডনের পাশে দাঁড়িয়ে অ্যানও জানলা দিয়ে দেখছে।

পুলিশ দুজন ডানদিকের বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

ওরা তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছে? জানলা থেকে চোখ না সরিয়ে রনলিকে করিডন জিজ্ঞাসা করল।

রনলি চেয়ারে বসে আছে শরীর এলিয়ে, সে বলল মনে হয়না দেখেছে। আমাদের মধ্যে পঞ্চাশ গজের ব্যবধান ছিল। বাঁক ঘুরে এখানে ঢুকেছি, তাই মনে হয়না দেখতে পেয়েছে। ওরা কি এখনো গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?– ওরা এখন বাড়ির উঠোনে তল্লাশি চালাচ্ছে।

রনলি কষ্ট করে উঠে দাঁড়াল। সে বলল, যদি পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে আমি কিছুই করতে পারব না। যদি আমি বলি জন গুলি চালাবে তা জানতাম না, তাহলে ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। অনেক সাক্ষীর সামনে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকো।করিডন বলল, তোমার এখানে থাকার কথা যদি পুলিশ না জেনে থাকে তাহলে মঙ্গল। তারপর সে অ্যানের কাছে গিয়ে বলল, এই পরিস্থিতির জন্য আমি দুঃখিত। বুঝিয়ে বলবার মত সময় হাতে নেই। কিন্তু বুঝিয়ে বলবার মত ঘটনা আছে, যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে তার থেকে দূরে রাখতে চাই। আমাদের হয়ে কথা বলতে বাধা কি বল?

অ্যান তার দিকে তাকাল। বিপদের আশঙ্কা করেছে, কিন্তু ভয় পায়নি। সে অবিচলিত কণ্ঠে বলল, তোমাদের কাউকে আগে আমি দেখিনি। যদি পুলিশ আমাকে প্রশ্ন করে উত্তরে আমি যেটুকু জানি তাই বলব।

করিডন হাসল। সে বলল, সেটাই বুদ্ধিমতীর কাজ হবে, কিন্তু আমরা তোমায় পুলিশ দুজনের সঙ্গে দেখা করতে দেব না। তারপর রনলির দিকে তাকিয়ে বলল, ওকে বেঁধে ফেলতে হবে। খানিকটা কর্ড বা ওই জাতীয় কিছু পাও কিনা খুঁজে দেখ। তাড়াতাড়ি কর।

অ্যান দুপা পিছিয়ে গেল। করিডন তার হাতের কব্জি চেপে ধরল।

বোঝবার চেষ্টা কর।–করিডন বলল, তোমার শরীরে কোন রকম আঘাত করব না। চেঁচিও না বা ছটফট করো না। পুলিশ চলে গেলেই তোমাকে ছেড়ে দেব। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার কোন রকম ক্ষতি আমরা করব না।

না, আমি ছটফট করব না। অ্যান বলল, ওর কথাবার্তা আমি শুনেছি, ও খুনী তাই না?

না, ও খুনীনয়। রনলি কখনও একটা মাছিকেও মারেনি। তোমার ভাইয়ের কজন সঙ্গী এদেশে আছে। জন এ কাজ করেছে। মনে পড়ছে জনকে? সেই পোল্যান্ডের লোকটা?

এ সবের অর্থ কি? ভয় পেয়ে অ্যান বলল, কি উদ্দেশ্যে এখানে তোমরা এসেছ?

দুঃখিত। সব শুনতে হলে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। করিডন বলল। ইতিমধ্যে রনলি অ্যানের ঘরে পাওয়া বেল্ট আর স্কার্ফ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তাকে সে বলল, পুলিশ দুটোর উপর লক্ষ্য রাখ। রনলির হাত থেকে বেল্ট আর স্কার্ফ নিয়ে অ্যানকে বলল, তুমি নিশ্চয় গোলমাল করবে না, কি বল?

না, আমাকে কি করতে হবে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে হাত দুটো রাখ।

অ্যান তাই করল। হাত দুটো বেল্টের সাহায্যে শক্ত করে বেঁধে করিডন বলল, খুব বেশী চেপে বসে গেছে নাকি?

না, ঠিক আছে।

রনলির দেওয়া একটা রুমাল গোল করে পাকিয়ে করিডন বলল, হাঁ কর।

আমি চেঁচাব না।–ভয়ে দুপা পিছিয়ে গিয়ে অ্যান বলল।

শোন, যদি আমরা পালাতে পারি তাহলে পুলিশ তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, কেন চেঁচাওনি। তাই তোমার মুখ বন্ধ করে দেব। যা করছি সব তোমার ভালর জন্য।

ভয় পেলেও মুখে রুমাল ঢুকাতে অ্যান আপত্তি করল না।

বাঃ, চমৎকার। খুশী হয়ে করিডন বলল, এবার বেডরুমে চল। যতক্ষণ না মিটে যাচ্ছে তুমি, বিছানায় শুয়ে থাকবে। পুলিশ চলে গেলেই তোমাকে মুক্ত করে দেব।

বেডরুমে গিয়ে খাটের কিনারায় পা ঝুলিয়ে অ্যান বসল। তার চোখেমুখে ভীতি।

স্কার্ফের সাহায্যে পা দুটি বেঁধে ফেলে করিডন বলল, এবার শুয়ে পড়।

কথামত অ্যান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। করিডন স্টুডিওতে ফিরে এল। রনলিকে জিজ্ঞাসা করল, ওদের দেখা পেলে?

না-অনলি বলল, মনে হচ্ছে ওরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে।

কলিংবেল বাজল। রনলি বেডরুমে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিল। করিডন দরজা খুলল।

কোন গোলমাল হয়েছেনাকি?-সে জিজ্ঞাসা করল। একটা লোককে খুঁজছি–একজন পুলিশ বলল, মনে হল এদিকেই এসেছে।

কই আমার নজরে তো পড়েনি।

পুলিশের সঙ্গে আসা বিস্কুট রংয়ের সুট পরনে লোকটি এগিয়ে এসে অনুসন্ধিৎসুকণ্ঠে বলল, আপনি কে? আপনাকে তো আগে কখনো এখানে দেখিনি।

আপনি ব্যাপারটার সহজ সমাধান করতে চাইছেন?

আপনি কে?

নাম হেনলে। মিস্ ম্যালোরীর পুরোন বন্ধু। এ সব জেনে আপনার কি লাভ?

আমার নাম হোলরয়েড–ক্রিস্পিন হোলরয়েড। আমি মিস ম্যালোরীর প্রতিবেশী। উনি কোথায়? ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ও কেনাকাটা করতে গেছে। পুলিশের দিকে তাকিয়েকরিডন বলল, অফিসারআপনারা কিছু জানতে চান?

না, আপনি যখন লোকটাকে দেখেননি, তখন থাক।

না, নজরে পড়েনি।

ওদের বিদায় করে করিডন দরজা বন্ধ করে বলল, বিপদ কেটে গেছে।

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এল রনলি। তাকে উত্তেজিত আর ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করব?

কিছুক্ষণ ওই ভাবে পড়ে থাক। আসল ব্যাপার হল–আমরা তোমার ব্যাপারে কি করব?

স্টুডিওতে গিয়ে রনলি পায়চারি করতে লাগল। সে বলল, আমি কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না। ধরা দেওয়াই ঠিক হবে। হয়ত পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করবে।

কেউ গুলি ছুঁড়তে দেখেছে?

জানি না। আমার মনে হয় না। পুলিশ তো আড়ালে ছিল। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সমাধা করা হয়েছে। অবশ্য পুলিশ গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছে মাত্র, কে ছুঁড়েছে দেখেনি।

ইতিমধ্যে পুলিশ নিশ্চয়ই জেনে গেছে তোমরা সংখ্যায় একাধিক ছিলে। জনের চেহারার বর্ণনা পেয়ে যাবে। হয়ত তারা তাকেই আগে গ্রেপ্তার করবে। তার কাছেই পাবে পিস্তলটা।

এসব আমাকে রেহাই দেবে না। অনলি নিরাশ কণ্ঠে বলল।

না। আমাদের কিছু করতে হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ গুছিয়ে নেবে। পুলিশ খুনের প্রতিশোধ তারা চুপচাপ হজম করবে না।

তাহলে আমি এখন কি করব? ধরা দেব নাকি?

তোমার, আমার সাথে যাওয়াই ঠিক হবে। সামান্য সময় ভেবেকরিডন বলল,রীটা অ্যালানের মৃতদেহ খুঁজে পেতে দেরী হবেনা। তারপর পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে আমার পিছনে। আমি স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি। তোমাকে বলিনি বোধহয় ম্যালোরী দুনবারের কাছে একটা দ্বীপ কিনেছিল। ওখানে একটা বাড়িও আছে। ভালভাবে লুকিয়ে থাকা যাবে ওখানে। ম্যালোরী সেখানে থাকতে পারে। তুমি আমার সাথে ওখানে যাবে।

আমরাও যাব।–দরজার সামনে থেকে জিনির নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জন তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার হাতে একটা পিস্তল, সেটা করিডনের দিকে তাক করা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

০১.

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে তোমাদের কেমন লাগছে?–করিডন জনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল।

হাত নাড়বে না। জনের চোখ দুটো চকচক করে উঠল আর রনলির কাছে গিয়ে বলল, তুমি বসে পড়।

রনলি বসে পড়ল। তাকে খুশি বলেই মনে হল। মনে হচ্ছে রনলিকে অনুসরণ করে তোমরা এখানে এসেছ?করিডন বলল।

হা–জিনি বলল, বেশী নড়াচড়া করো না। তোমার বন্দুকটা নিচ্ছি। বাধা দিলে জন গুলি ছুঁড়বে।

যেভাবে খুশী নিয়ে যাও। তোমাদের পরিণতি আমি দেখতে পাচ্ছি। করিডন বলল, তোমরা নিশ্চয়ই জানো পুলিশ এখনো আশেপাশেই আছে?

জিনি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে নিল। একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়াল।

পুলিশের কথা আমার জানা আছে। সেচটপট জবাব দিল, করিডন কোনরকম চালাকি করবার চেষ্টা করো না। রনলি তুমিও না।

করিডনের চারিদিকে জিমি ঘুরতে লাগল। অটোমেটিক পিস্তলটা নিজের ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে ভরে রাখল।

আমার পিস্তলের নিশানার বাইরে সরে দাঁড়াও।জন বিরক্তি জড়ান কণ্ঠে বলল, একপাশে সরে দাঁড়াও।

গুলি ছুঁড়ো না। এখন আমরা একই সমস্যায় পড়েছি। সকলের উচিৎ হবে মিলেমিশে কাজ করা। জিনি বলল।

তোমাদের অসুবিধের ব্যাপারে আমি মোটেই নেই।করিডন বলল, পুলিশকে গুলি করে মেরে সমস্যার সমাধান করা যায় বলে আমার বিশ্বাস হয় না। এ কাজ করার অর্থ মাত্র একটাই, নিজের বিপদ ডেকে আনা। ক্রিডের মৃত্যুর সাথে তোমরা আর আমাকে জড়াতে পারছনা। কারণ পিস্তলে আমার আঙ্গুলের ছাপ আর নেই।

কিন্তু পুলিশ রীটা অ্যালেনের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। জিনি বলল, ওরা তোমায় খুঁজছে।

পুলিশ শুধু ওকে খুঁজছেনা-রনলি বলল, আমাদেরও খুঁজছে। এখান থেকে আমাদের কেটে পড়া দরকার।

পুলিশ আমাদের সর্বত্র খুঁজছে।–জিনি বলল, আমরা দিনের আলোয় যেতে পারব না।

যদি আমরা এক্ষুনি এখান থেকে সরে না পড়ি তাহলে ইঁদুরের মত ফাঁদে পড়তে হবে।

সেই ফাঁদ পাতুক।হেসে বলল করিডন। ইঁদুর বলার জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

রনলি হিংস্র চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এখান থেকে আমাদের যেতেই হবে। এখানে একমুহূর্ত থাকা ঠিক হবে না। পুলিশ দুটো আবার ফিরে আসবে।

উত্তেজিত হয়ো না। পুলিশ আর ওই হোলরয়েড আমাকে এখানে দেখেছে। এখন আমাদের উচিৎহবে ওই হোলরয়েডের স্টুডিওতে ঢুকে রাত নানামা পর্যন্ত কাটান। পুলিশ যদি আবার এখানে আসে, দেখবে জায়গাটা শূন্য। ভাববে আমি তাদের চোখে ধুলো দিয়েছি। যদি এখানকার স্টুডিওগুলোয় তারা তল্লাশি চালায়, আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন হোলরয়েডকে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করাতে পারবে।

হোলরয়েড কে?–জিনি জানতে চাইল।

এখানকার একজন প্রতিবেশী। রাস্তার ওপাশে থাকে।

ম্যালোরীর বোন কোথায়?

তার কথা জানলে কি করে?

সময় নষ্ট করো না। কোথায় সে?

হাত-পা বাধা অবস্থায় বেডরুমে পড়ে আছে। জিনি রনলিকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা তোমায় দেখেছে?

হা।

তাহলে ওকে তো এখানে রেখে দেওয়া যাবে না।

করিডন বুঝতে পারল, জিনি ঠিক কথাই বলেছে, তবু তার কথা সমর্থন করতে চাইল না। সে বলল, আমার মনে হয় ওকে হোলরয়েডের স্টুডিওতে নিয়ে যেতে হবে। সমস্যা বেড়ে যাবে

ওই দেখ হোলরয়েড আসছে।অনলি বলল, ওর নজর এদিকেই।

লোকটার ভার আমার উপর ছেড়ে দাও। জিনি বলল, ম্যালোরী মেয়েটাকে নিয়ে আমার পিছু পিছু এস। তোমার জিনিষপত্র সাথে আনবে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে সে হোলরয়েডের দিকে এগোতে থাকল।

কি ঘটে দেখবার জন্য করিডন অপেক্ষা করল না। সে অ্যানের বেডরুমে ঢুকল। মেয়েটা বিছানায় শুয়ে আছে। দেখে বুঝতে পারল নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। অ্যান তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল।

ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করেছেকরিডন বলল, এখন তোমাকে মুক্ত করতে পারছি না। গোটা দলটাই এখানে এসে উপস্থিত। আমরা সবাই হোলরয়েডের বাংলোয় যাচ্ছি, কারণ যে

কোন সময় পুলিশ আসতে পারে। কোন গোলমাল করো না। সে মেয়েটার পায়ের বাঁধন খুলে টেনে তুলে দাঁড় করাল।

রনলি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল–চলে এস, জিনি ওই বাংলোয় ঢুকে পড়েছে।

রনলি, টুপি আর কোট নিয়ে এস আমার। করিডন বলল, আমার রুকস্যাকটা আনতে ভুলো না। সে অ্যানের বাহু ধরল, ভয় পেও না তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

কিন্তু এবার করিডন অ্যানের মনে আশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হলো না। মেয়েটা ছিটকে দূরে সরে গেল। সে শান্ত কণ্ঠে বলল, শোন, বুঝবার চেষ্টা করো।

জন রনলিকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, সময় নষ্ট করছ। তোমাকে আসতে বলা হয়েছে, তুমি আসবে। তাড়াতাড়ি কর,মুখের সামনে জন পিস্তলটা নাচাতে লাগল। অ্যান ভয়ে সিঁটিয়ে গেল।

চলে এস।–করিডন বলল, গোলমাল না করলে ভালই থাকবে।

মুখ থেকে ওটা বার করে ফেল।–জন বলল, লোকের নজরে পড়বে। যদি চিৎকার করে আমি গুলি ছুঁড়ব। ওর কাঁধের উপর একটা কোট ঝুলিয়ে দাও। করিডন পোশাকের আলমারির কাছে গেল একটা কোট খুঁজতে।

রক্তাক্ত চোখ তুলে তাকিয়ে অ্যানকে উদ্দেশ্য করে জন বলল, যদি চালাকি করবার চেষ্টা কর, তোমায় খুন করব। একজন বিশ্বাসঘাতকের বোনকে খুন করলে আমাদের কিছু যাবে আসবে না।

করিডন তাদের দুজনের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে জনকে কাঁধের ধাক্কায় সরিয়ে দিল, অ্যানের মুখ থেকে পাকান রুমালটা বের করে নিল। একটা কোট তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিল যাতে তার বাধা হাত দেখা না যায়।

ওর কথায় কান দিও না।–অ্যানের বাহু ধরে সে বলল, চলে এস।

চল চল, এখান থেকে বের হও। জন রনলিকে বলল। রনলি প্রথমে গেল এবং করিডন আর অ্যান তাকে অনুসরণ করল।

.

০২.

হোলরয়েডের স্টুডিও ঘর অগোছাল আর নোংরা বাজে অয়েল পেন্টিং-এ ভর্তি। একটা ধুলো জমা পুরানো আর্ম চেয়ারে বসে করিডন চিন্তা করতে লাগল।

করিডনের সামনাসামনি অপরিষ্কার আর একটা চেয়ারের হাতলের উপরে জিনি বসেছে। তার শক্তিধর বাদামী রংয়ের হাত চেপে ধরেছে নিজের হাঁটু। তার চোখেমুখে চাঞ্চল্য।

সে অস্থিরভাবে একবার করিডনের দিকে আর একবার পর্দা ফেলা জানলার দিকে তাকাচ্ছে।

রান্নাঘরে রনলির হেঁটে-চলে বেড়াবার শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয় এমন ধরনের খাবার তৈরি করছে। বেকন ভাজার গন্ধ নাকে যেতেই করিডনের মনে পড়ল খিদে পেয়েছে।

স্টুডিও পেরিয়ে তারপর বেডরুম। বন্ধ ঘরে জন অনিচ্ছাকৃতভাবে অ্যান আর হোলরয়েডকে পাহারা দিচ্ছে।

তারা জিনির মুখোমুখি হয়েছিল অ্যানকে সাথে করে এই বাংলোয় ঢুকতে। নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। জিনির চোখে মুখে ভয়ঙ্কর ঘৃণার ছাপ ফুটে উঠেছিল। করিডন অ্যানকে তাড়াতাড়ি বেডরুমে নিয়ে গিয়েছিল।

এই মুহূর্তে জিনির মনে হল করিডন অ্যানের কথা ভাবছে। তাই সে বলল, ওর সাথে তোমার কথাবার্তা বলা উচিৎ। দ্বীপটা খুঁজে বের কর। মেয়েটাকে আমরা সাথে করে নিয়ে যাবো।

করিডন ভাবল, অ্যান যদি তাদের বলে দেয় দ্বীপটা, তাহলে পুলিশের কাছে মুখ খুলবার জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখবে না জিনির দলবল।

আমিও তাই ভাবছি। করিডন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে নিল, হোলরয়েডের কি হল? ওকে নিয়ে আমরা কি করব?

এখানে রেখে যাবো, আমাদের সম্পর্কে লোকটা কিছুই জানে না। তাছাড়া কোন একজনের জানা প্রয়োজন যে, ম্যালোরী মেয়েটাকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। সব শুনে ম্যালোর আমাদের খোঁজে আসবে। আমি মেয়েটাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতে চাই।

তুমি এত নিশ্চিন্ত হলে কি করে যে বোনের খোঁজে সে আসবে?

তাই আমার মনে হচ্ছে।

তার আগে আমাদের অনেক কাজ করবার আছে। দ্বীপটা কোথায় জানতে হবে। অনেক পথ এগোতে হবে আর কাজটা নির্বিঘ্নে হবে না। এদেশের প্রত্যেকটা পুলিশ আমাদের খোঁজে অতন্দ্র থাকবে।

তুমি কি ভাবছ এই নিয়ে আমি খুব চিন্তা করছি? আমরা গেস্টাপোর চোখে যখন ধুলো দিতে পেরেছি, ইংরেজ পুলিশের চোখেও ধুলো দিতে পারব।

মেয়েটার অনুমান ওর দাদা মারা গেছে। এয়ার মিনিস্ট্রি তাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে, যখন গেস্টাপোর হাত থেকে পালাচ্ছিল তখন গুলি করে মারা হয়। তোমার স্থির বিশ্বাস যে ম্যালোর বেঁচে আছে?

তবে কি ওর প্রেতাত্মা হ্যারিস আর লুবিসকে খুন করেছে আর রীটা অ্যালেনকে সিঁড়ির উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে? আমাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে নিজেকে মৃত বলে প্রচার করতেই হবে। তারপর একদিন যাদুমন্ত্রের বলে বেঁচে উঠবে।

করিডন কাধ ঝাঁকাল। তারপর জিনির যুক্তি স্বীকার করে বলল, ঠিক বলেছ। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের প্রথম কাজ হবে দ্বীপটা খুঁজে বের করা। প্রতিশোধ তুমি নিতে পারবে।

কিন্তু এখনো ওকে খুঁজে বের করতে পারিনি। শীতল নিঃশব্দ হাসি হাসল জিনি। হয়ত কোন দিনই ওকে ধরা যাবে না।

করিডন পাশের ঘরে এল, অ্যান আর হোলরয়েড বসে আছে চেয়ারে। আর জন বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছে, পাশে পড়ে আছে পিস্তলটা। সে তাকিয়ে আছে করিডনের দিকে।

হোলরয়েডকে নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও–করিডন বলল।

জন বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার মতলবটা কি শুনি?

মেয়েটার সাথে কিছু কথা আছে।

তুমি আমার সাথে এস। জন পিস্তল তুলে হোলরয়েডকে বলল।

হোলরয়েডের চোখমুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চেয়ার ছেড়ে কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা, করে পড়ে যাচ্ছিল। করিডন তাকে ধরে ফেলল।

মনে জোর আন। –করিডন বলল, তোমার কোন ভয় নেই। কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা চলে যাবো। তারপর তো তুমি হবে এখানকার একচ্ছত্র নায়ক।

ভয়ে কম্পমান হোলরয়েডকে সে দরজার দিকে ঠেলে দিল।

ভাল বোধ করবে বাঁধন খুলে দিলে-করিডন অ্যানের হাতের বাঁধন খুলতে খুলতে বলল, তোমার সঙ্গে কথার এটাই উপযুক্ত সময়, কি বল?

অ্যান হাতের সাহায্যে কব্জি ঘঁষে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কোন কথা বলল না।

তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। করিডন বলল, পুরুষটা খুনে। ওকে সাবধান। মেয়েটা পাগল, রনলি লোকটা ক্ষতিকারক নয়। খুনের অপরাধে তিনজনকেই পুলিশ খুঁজছে। জন দুজন পুলিশ আর ক্রিড নামে একজনকে খুন করেছে।

যদি তোমার কথা সত্যি হয়, অ্যান বলল, তাহলে তুমি এদের দলে কেন?

ক্রিডের খুনের অপরাধ ওরা আমার মাথায় চাপাবার চেষ্টা করছে।

কিছুই পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি না। সবই উদ্ভট মনে হচ্ছে।

তুমি যা বলেছ কি করে বিশ্বাস করব বল?

পালাবার চেষ্টা কর না, আমি আসছি।করিডন স্টুডিওতে এসে হোলরয়েডের জমিয়ে রাখা খবরের কাগজের স্তূপ থেকে ক্রিডের মৃত্যুর খবর ছাপা হয়েছে যে সংখ্যায় সেটা নিয়ে অ্যানের কাছে ফিরে এসে বলল, পড়ে দেখ। আমার চেহারার বর্ণনা এতে পাবে।

কাগজে ছাপা বিবরণ অ্যান পড়ল। তারপর সে বলল, কিন্তু কি করে বুঝব তুমি খুন করনি?

তোমায় বিশ্বাস করতে বলছি না। আমাকে তুমি খুনী ভাবলেও আমার কিছু যাবে আসবে না। তবে এখন এসব ব্যাপারে পুলিশ আমায় দায়ী করতে পারবে না।

তা আমার ভাইকে এসব ব্যাপারে কি করতে হবে?

আমি তো বলিনি ওকে কিছু করতে হবে বলেছি নাকি?

তাহলে আমার কাছে এসেছ কেন? ওর সম্পর্কে এত জিজ্ঞাসাবাদই বা করছ কেন? একটুও। বিশ্বাস হয় না যে ওর বন্ধু তুমি। ওই লোকটা দাদাকে বিশ্বাসঘাতকই বা বলল কেন? লোকটা কি বলতে চাইল?

তোমার দাদা তো মৃত, ওর কথা থাক।

ওদের ধারণাও কি তাই?

না।

ওরা কি দাদাকে খুজছে?–আমাকে দয়া করে বল, দাদা কি জীবিত?

ওরা তাই ভাবে।–করিডন বলল।

তাহলে ওরা দাদার বন্ধু নয়?

না।

কেন?

কারণ আছে। তুমি না জানলেই ভাল।

দাদা জীবিত আছে কিনা জানতে চাই, তুমি বল।

আমি যা জানি তুমিও তাই জান। এদের অনুমান তোমাকে যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তোমার ভাই সেখানে যাবে।

এইভাবে এরা আমায় ফাঁদে ফেলতে চায়।

বাকিটুকুও বল।–অ্যান শান্ত কণ্ঠে বলল, বলবার মত আর বেশী কিছুই নেই কি বল?

তুমি অদূর ভবিষ্যৎ-এ সবই জানবে, তবু বলে রাখি ঘটনা খুব সুখকর নয়। ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা করিডন শোনাল।

গল্প বলা শেষ হলেই অ্যান সহসা বসে পড়ল, তার চোখ মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে অস্ফুটস্বরে বলল, না মিথ্যে কথা। দাদা কোনদিন কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

করিডন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ওরা আমায় যা বলেছে, আমি তাই তোমাকে বলেছি। ওরা মিথ্যা কথা বলবে কেন? কেন ওরা এত কাণ্ড করেছে ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য?

এসব আমি বিশ্বাস করি না।

কেউ বলেনি তোমায় বিশ্বাস করতে। ওরা বিশ্বাস করে, এই যথেষ্ট।

ঠিক আছে, দাদা যদি সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তাহলে তার ভালমন্দ নিয়ে আমি ভাববো না। তবে আমি জানি এ ধরনের কাজ করতে পারে না।

অ্যান এসব কথা বলে আর কোন লাভ নেই।

অ্যান ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ব্রায়ান কি বেঁচে আছে?

হা। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

তাহলে ওর সামনে বিপদ?

সঠিক বলতে পারছি না। তবে যদি ওকে এরা কোণঠাসা করে হাতের মুঠোয় আনতে পারে তাহলে গুলি করে হত্যা করবে।

আমাকে নিয়ে তোমরা কি করতে চাও?

আচ্ছা, দুনবারে তোমার দাদার একটা দ্বীপ আছে না?

হ্যাঁ,আছে।–অ্যানের চোখে বিস্ময়, তুমি জানলে কি করে?

জায়গাটা ঠিক কোথায় জান?

নিশ্চয়ই জানি। ওই দ্বীপটা এখন আমার। তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন?

ওখানে আমরা যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

ভাবছ, ব্রায়ান ওখানে আছে?

তা জানি না। তবে এদের ধারণা তোমার পিছু পিছু ম্যালোরীও ওখানে যাবে।

অ্যানের চোখ দুটো চর্চ করতে লাগল। সে বলল, যদি একবার জানতে পারে ওখানে আছি তাহলে ঠিক গিয়ে উপস্থিত হবে।

নাও যেতে পারে। ওকে গত চার বছর দেখনি।

ও আসবেই। অধিকার সম্পর্কে ও যথেষ্ট সজাগ। কিছু সময় চিন্তা করে অ্যান বলল, একটা প্রশ্ন করব তোমাকে? তুমি ওদের পক্ষে, না আমার দিকে?

তোমার কি মনে হচ্ছে?

তোমার উপর আস্থা রাখতে বলেছ। কিন্তু কেন বলছ?

তোমার জন্য আমার কষ্ট হয়েছিল। করিডন বলল, তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছি। মনে হয়েছিল আমার জন্য তুমি এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছ।

এখনো আমাকে সাহায্য করতে চাও?

অবশ্যই। তোমার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে নজর রাখব।

তুমি বলেছ, ওদের সঙ্গে আছখুমের দায় থেকে অব্যাহতি লাভের আশায়। এর একটাই মানে দাঁড়ায়, তুমি ওদের বিপক্ষে। আমিও তাই। তাহলে এদের দলে যোগ দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

হবে। তুমি তো আর বোকা নও, কি বল? আসলে তুমি দাদাকে যে কোন উপায়ে খুঁজে বের করতে চাও।যদি সে বেঁচে থাকে আর বিপদে পড়ে তাহলে বলে রাখছি তাকে আমি সাহায্য করব।

আমিও চাই তুমি তাকে সাহায্য কর। তার বিরুদ্ধে তোমার তো কোন অভিযোগ নেইনাকি আছে?

করিডন ইতস্ততঃ করল। সে বলতে পারলো না যে ম্যালোরী একজন খুনী। সে বলল, তাকে। যাতে গুলি না করা হয় তা আমি দেখব।

গোর্ভিলের সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। অ্যান ধীর কণ্ঠে বলল, যদি হার্মিট দ্বীপে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় তাহলে ঠিক জানতে পারবে।

ওটাই সেই দ্বীপের নাম?

হ্যাঁ। বাসরকের থেকে বারো মাইল দূরে। বাসরক আর দুনবারের মাঝে অবস্থিত।

ওখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?

অ্যান ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ পারব।

ঠিক নিয়ে যাবে তো?

অবশ্যই।

করিডন অ্যানের ফ্যাকাসে, স্থির প্রতিজ্ঞ আর বিস্মিত চোখমুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল?

আমি চাই ব্রায়ানের সাথে এই তিনজনের ওখানে দেখা হোক। কল্পনাও করতে পারবে না ওই দ্বীপে প্রতিপদে কত বিপদ। ওখানে লুকিয়ে থাকার মত স্থান প্রচুর আছে। মাঝে

মাঝে হঠাৎকুয়াশা এসে দ্বীপটা ঢেকে দেয়। দ্বীপটার চরিত্র ব্রায়ান আর আমার নখদর্পণে।–অ্যানের চোখে বিদ্যুৎ, ওরা এসব জানেনা। হ্যাঁ,হলফ করে বলছি। ওদের আমি ঠিক নিয়ে যাব, তবে গিয়ে ওরা অনুশোচনা করবে।

.

নবম পরিচ্ছেদ

০১.

নোংরা স্টুডিওতে তারা অপেক্ষা করতে লাগল কখন রাতের অন্ধকার নামবে এই আশায়।

জন দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো ট্রেঞ্চ কোটের পকেটে আর দু ঠোঁটের মাঝে জ্বলন্ত সিগারেট। তার কাছে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে আছে জিনি। মাঝে মাঝে যখন ঘুম ভাঙ্গছে সে ধড়ফড় করে উঠে বসছে। রনলি তাদের সামনে মাথায় হাত রেখে বসে আছে। সে বিকেল পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। ঘরের এককোণে সোফায় পাশাপাশি বসে আছে করিডন আর অ্যান। ঘরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। করিডন সব সময় চেষ্টা করছে অ্যানকে জিনির দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে রাখতে। তার ধারণা, যদি এই দুজন কোনভাবে মুখোমুখি হয় তাহলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

অ্যানের কাছ থেকে দুনবারে যাওয়ার রুট করিডন জেনে নিয়েছে। অবশেষে ঠিক হয়েছে সকলে অ্যানের গাড়ি করে যাবে। অ্যান বলেছে, দুনবারে একটা মোটর-বোট আছে। মোটর-বোটটা এই দ্বীপে যাতায়াতের জন্যই রাখা আছে। এখন তাদের আর কোন কিছু করবার নেই, শুধু রাতের অন্ধকার নামবার অপেক্ষা করা ছাড়া। পুলিশ আর ফিরে আসেনি। করিডন মনে মনে ধন্যবাদ দিল এই ভেবে, যে পুলিশ দুজন হোলরয়েডকে

সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তারা খবরের কাগজের চেহারার বর্ণনার সঙ্গে তাকে জড়ায়নি।

প্রতি আধঘণ্টা অন্তর জানলার সামনে থেকে সরে স্টুডিও পেরিয়ে বেডরুমে গিয়ে হোলরয়েডকে দেখে আসছে। এখানে হোলরয়েড হাত-পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে। করিডন আর অ্যান সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবার অ্যানের দিকে সে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তার দুচোখে ঘৃণা।

সাতটার কিছু পরে রাতের অন্ধকার নামতে শুরু করল। রনলি উঠে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে রান্না করবার কথা বলে রান্নাঘরে চলে গেল।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে করিডন জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। যখন সে যাচ্ছে, জিনি তার আসন থেকে উঠে দাঁড়াল।

এখন কি সময় হয়েছে?–সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

এখনো হয়নি। করিডন বলল, ঘণ্টাখানেক পরে অন্ধকার আরো ঘন হবে।

তিনজন একসাথে কালো আকাশের দিকে তাকাল। ঘন মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, বাতাসে শীতলতা।

বৃষ্টি নামবে–করিডন বলল, সৌভাগ্য বলতে হবে, বৃষ্টি নামলে পথ জনশূন্য থাকবে।

অন্য দুজন কিছু বলল না। সে তাদের বৈরাগ্য আঁচ করতে পেরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে রান্না ঘরে ঢুকল। এখানে রনলি খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত।

সব ঠিক আছে তো? করিডন জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে সাহায্য করব নাকি?

ফিসফিস করে রনলি বলল, ওরা আমার সাথে কোন কথা বলছে না। ক্রিড কি যন্ত্রণা ভোগ করেছিল আমি বুঝতে পারছি।

তুমি একটু বেশী চিন্তা কর। করিডন বলল, আড়চোখে রান্না ঘরের দরজার দিকে তাকাল। সে দেখতে পেল, জন জানলা দিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে আছে–দুজনের বিরুদ্ধে এখন আমরা তিনজন। অ্যান আমাদের পক্ষে।

এই দুজনের বিরুদ্ধে গিয়ে ও কি এখন সাহায্য করতে পারবে। অনলি জিজ্ঞাসা করল।

দ্বীপটাতে পৌঁছনোর পর ওর প্রয়োজন হবে, যদি আমরা ওখানে পৌঁছই। তোমার চেয়ে ওদের আমি বেশী চিনি। ওরা জঘন্য প্রকৃতির। আমাকে মোটেই বিশ্বাস করে না–একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে আসতেই রনলি থেমে গেল। করিডন চমকে মুখ তুলে তাকাল।

করিডন স্টুডিওতে এসে দেখল, অ্যানের বাহু চেপে ধরে জিনি তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তার চোখমুখে হিংস্রতা। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছে। দুচোখে পাগলের দৃষ্টি।

জিনিকে টেনে সরিয়ে দিয়ে করিডন বলল, খুব হয়েছে। চুপচাপ বসগে, আমি নাটুকেপনা দেখতে চাই না

কয়েক মুহূর্ত জিনি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, যেন চিনতে পারছে না। তারপর হাত তুলল তাকে মারবার জন্য। কিন্তু করিডন তার হাত ধরে ফেলে সজোরে ধাক্কা দিল। জিনি ছিটকে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেল।

আগেই তোমাকে নিষেধ করেছিলাম। করিডন বলল, এসব বন্ধ কর, কেমন?

জিনি দেওয়ালে পিঠ রেখে কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু গলা দিয়ে কথা বের হলো না। তারপর ঝুঁকে হাঁপাতে শুরু করল, চোখ মুখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। মুখ থেকে হিস্ হিস্ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল।

জিনি কয়েক মুহূর্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখা-রনলি চিৎকার করে উঠল। ওর দিকে দেখ। এর আগেও ওর এমন অবস্থা হতে দেখিনি আমি।

করিডন এক পা পিছিয়ে এল। অ্যান ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। হাত তুলে আঙ্গুলগুলো কাঁপিয়ে জিনি তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

জন চুপচাপ দেখছিল। সহসা সে জিনি আর করিডনের মাঝে এসে দাঁড়াল। কোনরকম দ্বিধা না করে জিনির গালে সজোরে একটা চড় মারল, মেয়েটা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেই তাকে ধরে ফেলল। তারপর সন্তর্পণে তাকে মেঝের উপর শুইয়ে দিল। খুব সাবধানে আলতো করে মেয়েটার একটা চোখের পাতা তুলে দেখল আর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল।

ওর মাথায় একটা বালিশ দিয়ে দাও।-এনলিকে জন বলল। করিডন হাতের কাছে যে বালিশটা পেল সেটা রনলির হাতে তুলে দিল।

করিডন দেখল জন বালিশটা জিনির মাথার তলায় দিল। পকেট থেকে রুমাল বের করে জিনির চোখমুখ মুছিয়ে দিল। সে এই প্রথম বুঝতে পারল মেয়েটা পাগল।

ওকে কি একটু পানীয় দেব?করিডন জিজ্ঞাসা করল। অসুস্থ মানুষকে দেখলে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

এখনি ঠিক হয়ে যাবে।–জন বলল, কিছুক্ষণ ঘুমোবে। মাঝে মাঝেই এমন হয়। খুব কম মেয়েছেলেই এই কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর। করিডন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল।

জিনিকে কিছু জানিও না। এসব ওর মনে থাকে না। ব্যাপারটা এমন কিছু মারাত্মকনয়নার্ভের রোগ।

বোকার মত কথা বলল না। ওর কাণ্ডকারখানা বিপদজনক উন্মাদের মত। রীতিমত সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন।

তাই বুঝি?–জন হাসলনা, এত ভাবতে হবে না। ম্যালোরীকে খুঁজে পেলেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

জনের স্মিত আর ভয়ঙ্কর হাসি দেখে অ্যানের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা রক্তস্রোত প্রবাহিত হল।

.

০২.

জিনি চোখ মেলল, দেখল জন তার পাশে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে তাকে মৃদু নাড়া দিচ্ছে।

চোখ মেল।–জনকে বলতে শুনল, কেমন বোধ করছ?

জিনির মনে হলো জনের কথাগুলো বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। তার বেশ মনে আছে মাথার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল, শরীরের অবসন্নতাভাব তাকে ভয়ার্ত করে তুলেছিল।

জনের গোল মুখ আর ধূসর চোখ তার কাছে খুব পরিচিত মনে হল। সে উঠে বসবার চেষ্টা করল। অনুভব করল জনের দুটি হাত তার পিঠে, তাকে উঠে বসতে সাহায্য করছে।

তুমি জ্ঞান হারিয়েছিলে।–জন মোলায়েম স্বরে বলল, ভাল না লাগলে শুয়ে থাক। কোন তাড়া নেই। করিডন গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেছে।

জ্ঞান হারিয়েছিলাম!–সে জীবনে কখনো জ্ঞান হারায়নি। তুমি মিথ্যে কথা বলছ।বাদামী হাত দুটো জনের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কি ঘটেছিল?

জন চুপ করে রইল।

অবস্থা কি খুব খারাপ হয়েছিল? জিনি জানতে চাইল, কতক্ষণ এ অবস্থা ছিল?

তেমন খারাপ কিছু না। প্রথমে মনে হয়েছিল তুমি জ্ঞান হারিয়েছ।তার দু-চোখে ভয় জমতেই সে বলল, হয়ত আর কখনো এমন হবে না, ভয়ের কিছু নেই।

গালের যে জায়গায় জন চড় মেরেছিল সেই জায়গায় হাত বুলিয়ে ভয় পেয়ে বলল–এখানে ব্যথা লাগছে। আমাকে আঘাত করতে হয়েছিল?

না।–জন হাত নেড়ে বলল, তোমায় তো বললাম তেমন কিছু নয়।

আমাকে তোমায় আঘাত করতে হয়েছিল–সে বিমর্ষ ভাবে বলল,জন, আমার কি হয়েছিল? আমি কিছু বুঝতে পারছি না। মাথাটা কেমন যেন ধরা। আমার ভয় করছে।

মনের উপর চাপ আর দুশ্চিন্তার ফল–ভেবে দেখ তুমি কিভাবে দিনগুলো কাটাচ্ছ–তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। বলছি তো চিন্তা করবার মত কিছু নয়।

আমার ভাগ্যে কি আছে কে জানে, সে আবার বলল। ম্যালোরীকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমাদের পরিণতি ভেবে কি হবে? আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। তোমার করে? হাতে মাথা রেখে কপাল টিপে ধরে জিনি বলল। কিন্তু ম্যালোরীকে কি আমরা খুঁজে পাব? ওর মৃত্যুর পর আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না। আমাদের বাঁচার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে।

কার্লোটের মৃত্যুর সাথে সাথে আমার জীবনও শেষ। জন মৃদুকণ্ঠে বলল, তবে এখন এসব কথা আলোচনা করবার সময় না। সামনে আমাদের অনেক কাজ।

আবার জিনি জনের হাত চেপে ধরল। সে বলল, জন তুমি না থাকলে আমি কি করব? আমরা ঝগড়া করি, আমাদের মতান্তর হয়, কখনও বা পরস্পরকে ঘৃণা করি। কিন্তু নিজের প্রয়োজনে তোমাকে সবসময় কাছে পেয়েছি।

যে তোমার শত্রু সে আমারও শত্রুজন বলল, তাছাড়া প্রকৃত বন্ধুরা ঝগড়া করেই থাকে। বন্ধুদের পরীক্ষা এভাবেই হয়।

জিনি উঠে দাঁড়িয়ে জনের কাছ থেকে সরে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল,বর্তমান অবস্থা কি বলত?

করিডন আর মেয়েটা গেছে গাড়িটা আনতে। জন বলল, রনলি খাবার গুছিয়ে নিচ্ছে।

জিনি বিরক্ত হয়ে বলল, ওদের একসাথে যেতে দিলে?

কি করব, আমাকে যে তোমার কাছে থাকতে হল।–জন বলল, একজনকে তো গাড়িটা আনতে যেতেই হত।

কিন্তু ওরা গাড়ি নিয়ে আমাদের ছেড়ে পালাতে পারে। জিনি বলল, এদিকটা ভেবে দেখেছ?

যদি পালায় তাতে আমাদের কিছু যাবে আসবেনা।ওদের সাহায্য ছাড়াই কাজ হাসিল করতে পারব।

না, তুমি ভুল করছ। করিডনকে বাদ দিয়ে কোন কাজ করা যাবেনা। ম্যালোরীর কাছে একমাত্র ও আমাদের নিয়ে যেতে পারবে। ওকে চোখের আড়াল করা ঠিক হবে না।

জন রেগে গিয়ে বলল, আগাগোড়া এই কথা বলে আসছ, আমার উপর আস্থা রেখে দেখ। এই করিডনের উপরেই শুধু নির্ভর করছ কেন বলতে পার?

তা জানি না, বলতে পারব না। তবে আমার বিশ্বাস করিডনই পারবে ম্যালোরীকে খুঁজে বের করতে।

ঠিক আছে। ফলেন পরিচয়তে। তবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, লোকটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

জানি-উপায়হীনের মত জিনি বলল, ওকে আমি ঘৃণা করি, ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে পারি। তবুও আমার স্থির বিশ্বাস এই লোকটা আমাদের ম্যালোরীর কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

রনলিকে দেখে আসি প্রসঙ্গ পরিবর্তন না করলে ক্রোধ প্রশমিত হবে না বলে জন বলল, চুপচাপ অপেক্ষা কর। গাড়ি এসে যাবে। অত ভেবনা।সে রান্নাঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, রনলি তুমি প্রস্তুত?

রনলি চোরা আর অস্বস্তিকর চোখে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর সে বলল, যা পেয়েছি সব গুছিয়ে নিয়েছি। জিনি কেমন আছে?

ভাল আছে। গাড়িটা আসতে দেখেছ নাকি?

না, রনলি মাথা নাড়ল, আর হোলরয়েড কেমন আছে?

জানি না। ওর কাছে যেতে পারিনি। তোমাকে দিয়ে কোন ভাল কাজ হবে না নাকি? রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে স্টুডিও পার হয়ে জন বেডরুমে ঢুকল।

জিনি শুনল জনের গলা থেকে অস্ফুট আর্তনাদ ছিটকে বেরিয়ে এল। সে জনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?

লোকটা পালিয়েছে। রনলিটা বোকা ওর ওপর নজর রাখতে পারেনি। দেখ লোকটা ঠিক পুলিশ ডেকে আনবে।

এদিকে করিডন অ্যানের বাংলোয় ঢুকে বলল, আলো জ্বেলল না মনে কর আমরা গ্যারেজেই আছি।দেখ তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই। ওই মেয়েটা সাংঘাতিক। একেবারে বদ্ধ পাগল। আমাদের সাথে তোমার আসা নিরাপদ হবে না।

অন্ধকারে অ্যান করিডনকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

প্রতিজ্ঞা কর কাউকে বলবে না, আমরা কোথায় যাচ্ছি।করিডন বলল, এবার তুমি পালাও, আমি ওদের বলব তুমি পালিয়ে গেছ।

আমি তোমার সঙ্গে যাব–কোনরকম দ্বিধা না করে অ্যান বলল, যদি ব্রায়ান বেঁচে থাকে তাহলে ওকে সাহায্য করতে আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু ভাবনা এই পাগল মেয়েটাকে নিয়ে।–চিন্তিত কণ্ঠে করিডন বলল, সব সময় তোমার কাছাকাছি থাকা সম্ভব হবে না। একা পেয়ে তোমার ক্ষতি করতে পারে।

আমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। জানি, নিজেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। তবু আমি তোমার সাথে যাবো। মন প্রস্তুত করে ফেলেছি।

বেশ, যা ভাল বোঝ কর। স্বীকার করছি তোমার উপস্থিতি আমাদের কাজে লাগবে। জায়গাটা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা আমাদের রক্ষা করবে বার বার। তুমি স্থির নিশ্চিত তো?

নিশ্চয়ই।

তাহলে সাথে যা নিতে চাও চটপট গুছিয়ে নাও। ফোনটা কোথায়? একটা ফোন করতে চাই।

জানলার কাছে আছে।

করিডন ফোনে টেলিগ্রাম অফিসের সাথে যোগাযোগ করল। সে অপারেটারকে বলল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্সকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। টেলিগ্রামটা এইরকম হবেঃ ক্রিডকে আর এনফিল্ড হোটেলে দুজন পুলিশকে যে বুলেটের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে সেগুলো পরীক্ষা করুন। জন হল মসার পিস্তলের মালিক। এই লোকটা তার দুজন সাথীর সঙ্গে এনফিল্ড হোটেলে ছিল। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, এই তিনটে মানুষ ক্রিডের সাথে তার ফ্ল্যাটে তিন দিনের মতো ছিল। করিডন। ঠিক মত লিখেছেন?–হ্যাঁ, একবার পড়ে শোনান–অপারেটর পড়ে শোনাতেই করিডন বলল, চমৎকার। তাহলে ছাড়লাম।

করিডন রিসিভার নামিয়ে রাখলো। সহসা বাইরে কারো চলাফেরার শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠল সে। জানলা দিয়ে দেখল চার পাঁচটা লোক ভোলা জায়গা পেরিয়ে হোলরয়েডের বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

অ্যান–করিডন চাপাগলায় ডাকল, কোথায় তুমি?

অ্যান কাছে এসে বলল কি হয়েছে? গোছানর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি

বাইরে পুলিশ। সব ফেলে রাখ। খিড়কির দরজা আছে?

হ্যাঁ আছে। আমার সাথে এস।–অ্যান করিডনের হাত চেপে ধরে অন্ধকারে এগিয়ে চলল।

একটু অপেক্ষা কর। কোথায় গিয়ে পড়ব বল তো?

গ্যারেজে। এখান থেকে রীলে স্ট্রীটে পড়ে কিংস স্ট্রীটে যাওয়া যাবে।

ঠিক আছে। আমার গা ঘেঁষে চল। যদি পুলিশ আমাদের দেখে ফেলে তাহলে মাটিতে সোজা শুয়ে পড়বে ওদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে। বুঝেছ?

হা।

সাবধানে খিড়কির দরজা খুলে অন্ধকারে করিডন উঁকি দিয়ে দেখল। ঠিক সেই সময়ে গুলি ছোঁড়ার শব্দ কানে এল। পর পর তিনটে গুলির শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

জনের কাজ –করিডন ফিসফিস করে বলল, আমার হাতটা ধর। তাড়াতাড়ি এস।

দুজন অন্ধকারে এগিয়ে চলল, আবার গুলি ছোঁড়ার শব্দ হল। মানুষের চিৎকার শোনা গেল।

এস।

অ্যানের হাত চেপে ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা রীলে স্ট্রীটে এসে পড়ল। করিডন বলল, ওরা এই রাস্তা ঘিরে ফেলতে পারে। যদি আমরা বাধা পাই তাহলে দায়দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেবে।

তারা দ্রুত পায়ে আলোকোজ্জ্বল কিংস স্ট্রীটের দিকে এগোতে লাগল। অন্ধকারে ঢাকা অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করার পরকরিডন একজন পুলিশকে দেখতে পেল। সেদাঁড়ালনা, অ্যানের হাত ধরে আগের মত হাঁটতে লাগল।

পুলিশ আমাদের পথ রোধ করতে পারে আবার নাও পারে–চাপা কণ্ঠে করিডন বলল, যদি পথ রোধ করে তাহলে দৌড়তে শুরু করবে। এছাড়া অন্য কোন পথ দেখছি না, তুমি দেখছ?

না,চাপাকণ্ঠে অ্যান বলল।

পুলিশটা হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। একটু দাঁড়াও-হাত তুলে পুলিশটা বলল।

আমি বললেই দৌড়তে থাকবে। করিডন ফিসফিসিয়ে বলল।

তারপর গলার স্বর চড়িয়ে পুলিশটার উদ্দেশ্যে বলল, আমায় বলছেন? পুলিশটা থমকে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। করিডন তার গালে একটা ঘুষি মেরে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে বলল, ঠিক আছে–দৌড়ও। অ্যানকে একটা ধাক্কা মারল।

.

০৪.

জন চকিতে এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারল হোলরয়েড পালিয়েছে। অগোছালো বিছানা, দুটো দড়ির টুকরো মাটিতে পড়ে আছে। খোলা জানালা পথে হাওয়া ঢুকে পর্দা ওড়াচ্ছে। কতক্ষণ আগে হোলরয়েড পালিয়েছে, দশ, পনের না কুড়ি মিনিট আগে, পুলিশের গাড়ি এসে পড়ার আগে এই সময়টুকু যথেষ্ট।

জিনি আর রনলি এসে দাঁড়িয়েছেদরজার কাছে ঠিক জনের পিছনে। তারা তাকিয়ে আছে শূন্য বিছানার দিকে। জিনির চোখে শূন্য দৃষ্টি। জনের চোখেমুখে দুশ্চিন্তা। আগে যতবার জরুরী অবস্থা উপস্থিত হয়েছে জিনি সামলেছে, কিন্তু এখন তাকে সেরকম মনে হলো না। এখনো তার মধ্যে আগের ভাব রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে জন ভাবল তাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। রনলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। লক্ষ্য করল, সে নিজেও বিচলিত হলেও রনলির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

এতক্ষণে পুলিশের এসে পড়া উচিৎ। রনলি বলল, হোলরয়েড যদি ফোন করে থাকে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

হ্যাঁ। আর এবার আসবে অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে, জন বলল, এনফিল্ড হোটেল থেকে যত সহজে পালিয়েছি তত সহজে এখান থেকে পালান যাবে না।

জানালা দিয়ে লক্ষ্য রাখ। রনলি বলল, দরজার দিকে আসতে পারে।

জন খাপ থেকে পিস্তলটা বের করে হাতে নিল। তারপর জিনিকে বলল, করিডনের পিস্তলটা রনলিকে দাও।

সহসা রনলি জিনির কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা তুলে নিল। জন কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

আমার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। কপাল চেপে ধরে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে জিনি বলল।

পেছনের দিকটা দেখে আসি,এনলি বলল, আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানে থাক।

রনলি চলে যেতেই জন স্টুডিওর জানালার পর্দা টেনে দিয়ে বাইরে অন্ধকারে চোখ রাখল। কিছুই নজরে পড়ল না। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পেল, পুলিশ এসে গেছে, তারা সন্তর্পণে বাংলোর দিকেই এগিয়ে আসছে। রনলি ফিরে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, পুলিশ এসে গেছে। চারজন পিছন দিকটা পাহারা দিচ্ছে। সামনের দিকে আছে আটজন।-জন বলল, সংখ্যায় আরো বেশী হতে পারে।

আমরা তিনজন ওদের সাথে পেরে উঠবে না, জন-অনলি বলল, জিনিকে নিয়ে পিছনের দিকে পালাতে পার কিনা দেখ। পরে দেখা করব।

পরে দেখা করবে?-রনলির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে জন বলল, তার মানে?

দয়া করে যাও বলছি। অনলি মিনতি করল। এটা একমাত্র সুযোগ। দুজনে যা পারব, তিনজন হলে সেটুকুও ভেস্তে যাবে। জিনিকে নিয়ে তুমি যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু রনলি, বাঁচার অধিকার আমার যেমন আছে, তোমার তেমনি আছে।

জনকে ধাক্কা দিয়ে রনলি বলল, আঃ, জিনিকে নিয়ে যাও বলছি। গুলির শব্দ শুনলেই বুঝতে পারবে।

তুমি আমার সুহৃদ।জন বলল, তারপর সে রনলিকে একা রেখে চলে গেল।

কিছুক্ষণ রনলি একা দাঁড়িয়ে রইল। নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চলেছে সে। জন সম্পর্কে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। আজ হোক আর দু-দিন পরেই হোক জন তাকে খুন করবে, হয়তো তার ছোঁড়া একটা গুলি মাথা ভেদ করে যাবে, কিম্বা পিছনে ছোরা বসিয়ে দেবে, তার চেয়ে এই ভাল হল। ওরা দুজনে যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে মনে রাখবে। সহসা তার মনে হল জনকে সে হারিয়ে দিয়েছে।

বন্দুকের নল দিয়ে জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে দিল রনলি। এখন বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। জন আর জিনি কি চলে গেছে? ম্যালোরীর ভাগ্যে কি আছে কে জানে। এই মানুষটার কথা ভাবলে দুঃখে মনটা ভরে যায়।

রনলি শুনতে পেল জন পেছনের দরজা খুলে বন্ধ করল। হাতে ধরা বন্দুকটাকে প্রচণ্ড ভারী বলে মনে হল তার। প্রচণ্ড কষ্টে বন্দুক ধরে রাখল। জনকে ফিসফিস করে বলতে শুনল, আমরা প্রস্তুত।

রনলি একটানে পর্দা সরিয়ে ফেলে জানলার সামনে দাঁড়াল। অন্ধকারে একের পর এক গুলি চালাতে লাগল।

.

দশম পরিচ্ছেদ

০১.

এমিথিস্ট ক্লাবের দিকে যাওয়ার একমুখো রাস্তার মুখে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি ঝরে চলেছে। বেশ শীত পড়েছে, রাস্তার আলোগুলো যেন ধুলো পরানো। ক্রিম স্ট্রীট জনশূন্য। করিডন এমনই আশা করেছিল।

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দিল করিডন। তারপর সে আর অ্যান গাড়ি থেকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

ক্লাবের পিছনে একটা দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। অ্যান আর করিডন ভেতরে ঢুকে একটা আবছা আলোকিত প্যাসেজে এল, এখানে আবর্জনার দুর্গন্ধ বাতাসে ভাসছে।

যার শেষ ভাল, তার সব ভাল। এফির সাথে দেখা হলে বুঝবে কয়েক ঘণ্টার জন্য তারা নিশ্চিন্ত। কোট থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে করিডন বলল, মেয়েটাকে খুঁজতে যাচ্ছি, তুমি এখানে অপেক্ষা করবে?-খুব একটা সময় লাগবে না।

আচ্ছা-অ্যান বলল, কিন্তু যদি কেউ এসে পড়ে? বলবে তুমি এফির বান্ধবী। তবে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। তোমাকে দেখে মনে হয়েছে প্রতিদিনই এ ধরণের কাজ করতে অভ্যস্ত।

যাও, এদিকে খোঁজোতো, প্রশংসা পরে করলেও চলবে।

করিডন রান্নাঘরের সামনে এল। দেখল এফি গুন গুন করে গান গাইছে আর আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

এফি-দরজার সামনে থেকে করিডন ডাকল, আশে পাশে কেউ নেই। খোসা ছাড়ান ছুরিটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল এফি। তার চোখমুখে বিস্ময়, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, আরে মিঃ করিডন

ঘরে ঢুকে করিডন বলল, এফি আমি বিপদে পড়েছি। তোমার সাহায্য প্রয়োজন।আমায় সাহায্য করবে?

নিশ্চয়ই। কি হয়েছে, মিঃ করিডন?

তোমার ঘরে যেতে পারি? একজন বন্ধু আছে সাথে। আমরা এখানে আছি জনি জানুক, সেটা চাই না। ও কোথায়?

ক্লাবে। এক্ষুনি আলুগুলো ছাড়াতে হবে, তাছাড়া রাতে ব্যস্ত থাকব। তুমি নিজে যেতে পারবে?

পারব। যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস। একটা টাইম-টেবিল আনতে পারবে? আর কিছু খাবার অবশ্যই সঙ্গে করে আনবে। কিন্তু আমাদের কথা কাউকে জানাবে না।

না জানাব না। তুমি উপরে যাও মিঃ করিডন। দশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। করিডন এফিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি কি ভাল এফি। জানতাম তুমি আমায় সাহায্য করবে।

এর মধ্যে পুলিশ জড়িয়ে আছে নাকি, মিঃ করিডন?

হ্যাঁ আছে, তবে ভয় পেয়ো না। নিজেই সামলে নিতে পারব। তোমার আসতে দেরী হবে। নাকি?

করিডন অ্যানের কাছে ফিরে এল। দেখল মেয়েটা ময়লা দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, আমরা উপরে যাব। এফি ওর ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে। ..

এফির ঘরে যাওয়ার পথে কারো সঙ্গে তাদের দেখা হল না। আলো জ্বালাবার আগে জানালার খড়খড়ি টেনে দিল।

অ্যানকে কোট খুলতে সাহায্য করে নিজের কোটও গা থেকে খুলে ফেলল সে। তারপর কোট দুটো দরজার পেছনে হুকে ঝুলিয়ে রাখল। বলল, বিছানায় বস।

অ্যান বিছানায় বসে পড়ে বলল, ভাবছি ওই তিনজনের কথা, ওরা পালাতে পেরেছে বলে মনে হয়?

পালাবার সুযোগ আছে। আকস্মিক সংকট থেকে নিজেদের মুক্ত করতে ওরা পটু। আচ্ছা, তুমি কি আমার সঙ্গ ত্যাগ করবে না বলে ঠিক করেছ? আমার সঙ্গে তুমি থাকলে ঝামেলায় পড়বে।

মনে হচ্ছে আমার সংস্পর্শ এড়াতে চাইছ তুমি। ঝামেলা আমি পছন্দ করি আর নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। ব্রায়ানের খোঁজে আমি যাবই।

কিন্তু নিজেকে পুলিশের সঙ্গে জড়িও না। যদি হার্মিট দ্বীপে যাবেই ঠিক করে থাক, তাহলে একা যাও।

ভেবেছিলাম আমরা দলবদ্ধভাবে যাব।

পুলিশ আসার আগে সেরকম ভেবেছিলাম, করিডন অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, এখন থেকে ব্যাপারটা খুবই খারাপ হয়ে পড়বে।

তোমাদের তিনজন চোখের আড়াল হয়েছে, কিন্তু তোমাকে চোখের আড়াল হতে দেব না। তাছাড়া আমি সঙ্গে না থাকলে তুমি দ্বীপটা খুঁজে বের করতে পারবেনা। আমি চাই ওই তিনজনের আগে দ্বীপে তুমি পৌঁছাও, অবশ্য ওরা যদি আসার সুযোগ পায়।

ঠিকমত তোমাকে বোঝাতে পারছি না। তোমার আচার ব্যবহার অন্য মেয়েদের মত নয়। তুমি আমার সম্বন্ধে কিছুই জান না। অথচ আমার সঙ্গে থাকতে চাও। ব্যাপারটা আমাকে ভাবায়। তোমাকে একেবারে বুঝতে পারছি না।

যুদ্ধের সময়কার কথা ভাব। তুমি ভাবছ তখন আমি নিষ্কর্মা হয়ে ঘরে বসেছিলাম?যুদ্ধ আমাকে নতুন ভাবে বাঁচতে শিখিয়েছে, অথবা বলা যেতে পারে কতকগুলো বাজে অভ্যাসের দাস করেছে আমায়। তারপর থেকে আমি স্বাভাবিক জীবন-যাপন করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তবে তুমি যখন সহসা এসে পড়লে, থেমে গিয়ে অ্যান হাসল, আমি উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ হারাতে রাজি নই।

তুমি কি করেছ যুদ্ধের সময়?–করিডন জানতে চাইল।

তুমি যা করতে। তোমাকে প্রথমে পাত্তা দিইনি, তবে এখন চিনেছি। মাঝে মাঝে তোমার কথা শুনতাম, তুমি তো রীবির কাছে ট্রেনিং নিয়েছ? আমি ট্রেনিং নিয়েছি ম্যাসিংহামের কাছে। ততদিনে তোমার ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে।

ম্যাসিংহাম? কি আশ্চর্য। ওর দুঃসাহসী কুমারী মেয়েদের মধ্যে তুমি ছিলে একজন?করিডনের চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হল।

হা। দশবার প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়েছিলাম। এর জন্য আমি গর্বিত।

আমি যখন শুনলাম প্যারাসুটে মেয়েদের নেবার জন্য একটা দল তৈরী করা হয়েছে, ভাবিনি ম্যাসিংহাম মহিলা সৈনিকের একটা দল তৈরী করেছেন। ভদ্রলোক প্রত্যেকটি মেয়েকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। তাই না? তাহলে ম্যাসিংহামের তৈরী দলের তুমি একজন?

অত অবাক হয়োনা।–অ্যান বলল, দয়া করে আমার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করোনা। নিজের সম্পর্কে নিজেই ভাবব।

দরজায় টোকা মেরে এফি ঘরে ঢুকল, হাতের ট্রেতে খাবার। অ্যানকে দেখে কাছের একটা টেবিলে ট্রেনামিয়ে রাখল। তীক্ষ্ণ হল চোখের দৃষ্টি। চোখ মুখ কুঁচকে যাওয়ায় তাকে কুশ্রী দেখাল।

এস এফি। করিডন বলল, অ্যান ম্যালোরীর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দি, অ্যান এ হল এফি–আমার বন্ধু।

পরিবেশ স্বাভাবিক করে নিতে চাইলেও এফির চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হলোনা। এমনকি অ্যান যখন বলল, ঘর ছেড়ে দিয়ে তুমি যথেষ্ট দয়ার পরিচয় দিয়েছ, এফি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

অ্যানকে দেখামাত্র সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর আভাস পেয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে।

তুমি টাইম-টেবিল পেয়েছ? করিডন প্রশ্ন করল। নিজের হাত ঘড়িতে সময় দেখল। দশটা বেজে কয়েক মিনিট।

এক্ষুনি নিয়ে আসছি, মিঃ করিডন। এফি বলল। খাবারের ট্রে বিছানার উপর রেখে বাইরে চলে গেল।

করিডন মৃদু হেসে বলল, খেতে শুরু কর। আমরা যত শীঘ্র সম্ভব চলে যাব।

অ্যান একটা চিকেন স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে প্লেটটা করিডনকে দিল। তারপর সে বলল, মেয়েটা কি তোমায় ভালবাসে?

কে? এফি?-করিডন কাধ ঝাঁকাল, তাই মনে হয়। মেয়েটা খুব ভাল। মাঝে মাঝে মনে হয় আমারই দোষ। ওকে অনেকদিন থেকে চিনি।বলেছি ওর কাটা ঠোঁট ঠিক করে দেব। আমার জীবনে অকৃত্রিম বান্ধবী। এর থেকে বেশী কিছু নয়।

অ্যান প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, আমাদের খোঁজ নেওয়া উচিৎ ওই তিনজনের ভাগ্যে কি ঘটল।

আমি খোঁজ নেব।

এফি টাইম টেবিল নিয়ে ফিরে এল।

এফি, শোন। করিডন বলল, আমাকে লন্ডনে যেতে হবে। আমি বিস্তারিতভাবে তোমায় কিছু বলব না, কারণ যত কম জানবে ততই ভাল। আমরা আজ রাতে স্কটল্যান্ডে যাব। পথে খাদ্যের প্রয়োজন হবে আর আমি চাই তুমি আমাদের সঙ্গে গিয়ে টিকিট কাটবে। পুলিশ আমাদের খোঁজে নজর রাখবে। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেনে উঠতে পারলে ভাল হবে। করবে তো?

করব মিঃ করিডন।এফি গম্ভীর মুখে বলল। করিডনের স্কটল্যান্ডে চলে যাওয়ার অর্থ তার বুকে ছোরা বসিয়ে আত্মহত্যার সামিল।

করিডন টাইম-টেবিলের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বলল, তুমি যাবার প্রস্তুতি কর আর ম্যাক্সকে কি একবার পাঠিয়ে দেবে? জনি যেন জানতে না পারে।

চেষ্টা করব।–এফি চলে গেল।

মেয়েটা ভাবছে আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। অ্যান বলল, তুমি ওকে আশ্বস্ত করলে ভাল হয় না কি?

এ কাজ করা যাবে না।–টাইম-টেবিলের পাতায় চোখ রেখে করিডন বলল, আমি নিজেই নিশ্চিন্ত নই।

সামান্য সময় অ্যান সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে, কিন্তু কোন কথা বলল না।

দরজা ঠেলে ম্যাক্স ঘরে প্রবেশ করল। অ্যানকে দেখে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল।

ডেকেছ আমাকে?–সে প্রশ্ন করল।

করিডন বলল, শোন, চেইনী ওয়াকের গুলি ছোঁড়াছুড়ি সম্বন্ধে কিছু জান নাকি?

জানি বৈকি,–ম্যাক্স হেসে বলল, লোকে বলাবলি করছে। সেই তিনজনের কথা বলছ তো?

হা কি হয়েছে?

দুজন পালিয়েছে আর হাতকাটা লোকটা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। তবে পুলিশের বক্তব্য অন্যরকম লোকটা মরেনি–আহত হয়েছে আর সকলে পালাতে সক্ষম হয়েছে।

করিডন আর অ্যান পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল।

.

০২.

চার্চের ছাদের নীচে মাত্র একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। বেদীর দুপাশে জ্বলছে দুটো মোমবাতি। এই হলদে আলোর শিখায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চার্চের ভেতরে পিছন দিকে একজন বৃদ্ধা মহিলা দু হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে। বাতাসের শব্দ চার্চের নিঃস্তব্ধ পরিবেশ নষ্ট করছে। দুজন মানুষ এক পাশে পাতা বেঞ্চের উপর বসে আছে।

জন আর জিনি চঞ্চল মনে বৃদ্ধার চলে যাওয়ার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু মহিলাটির মধ্যে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। আহত জনের গা ঘেঁষে জিনি বসে আছে। তার দু চোখ চকচকে ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির দিকে নিবদ্ধ, জনের দিকে তাকাচ্ছে না। জিনির ব্যবহারের ব্যতিক্রম জনকে রাগিয়ে দিল, মন হতাশায় ভরিয়ে দিল।

তারা অলৌকিক উপায়ে পালাতে সমর্থ হয়েছে। জিনিকে দিয়ে কোন কাজ হয়নি। জন তাকে ঠেলে এনেছে একটা পুতুলের মত। জিনির হাত ধরে সাবধানে পালাবার সময়ে

পুলিশের ছোঁড়া একটা গুলি জনের বাহুতে এসে লেগেছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে জিনির হাত চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে এই চার্চের সামনে এসে পড়েছে।

জিনির হাত ধরে রক্তাক্ত জন পবিত্র আর নিরাপদ চার্চে ঢুকে পড়ে উপাসকের বসবার আসনে বসে পড়ল। তাদের সামনে বসে আছে একজন বৃদ্ধা, উপাসনা করছে না-ঘুমচ্ছে।

জন বোতাম খুলে গা থেকে কোট খুলে ফেলল। যন্ত্রণায় কাতরে উঠল।

জিনি জনের রক্তাক্ত শার্টের হাতার দিকে তাকাল। ছুরিটা আমাকে দাও। জিনি বলল, স্কার্ফটা খুলে ফেল।

জন ছুরিটা তার হাতে দিল, দেখল জিনি তার জামার হাতটা কাটছে। দুজনেই দেখল কালচে আর ফুলে ওঠা ক্ষতস্থান।

একটা প্যাড চাপা দিয়ে শক্ত করে বাঁধজন বলল, রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

একটা রুমাল ভাজ করে প্যাডের মত করে ক্ষতস্থানে চাপা দিয়ে স্কার্ফ দিয়ে শক্ত করে জিনি বেঁধে দিল।

চমৎকার হয়েছে জন বলল, এবার কোটটা পরতে আমায় সাহায্য কর।

তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল, পিস্তলটা হাতের কাছে রাখল। পা দুটোতে যেন একেবারেই শক্তি নেই। এই মুহূর্তে পুলিশ যদি এখানে হানা দেয় তাহলে পালাতে পারবে না, তবে তাকে জীবিত ধরতে পারবে না।

জন হাতে-বাধা ঘড়িতে সময় দেখল। রাত পৌনে এগারটা। করিডন আর ম্যালোরী মেয়েটার কি হল তাই ভাবতে লাগল। করিডনের ধারণা মত ম্যালোরীকে সত্যই সেই দ্বীপে পাওয়া সম্ভব? তাকে যদি খুঁজে বার করতে হয় এখনি সেখানে গিয়ে খোঁজা শুরু করতে হবে। এখন একমাত্র ভরসা এই দ্বীপটা।

মধ্যরাতে ঠিক করল চার্চ ছেড়ে যাবে, বৃদ্ধাটি অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে, ঘুম-জড়ান চোখে তাদের সে লক্ষ্য করেনি।

নিঃশব্দ চার্চের পরিবেশ, আর এখানে পড়ে থাকার প্রয়োজন নেই। জিনিকে আলতো ভাবে স্পর্শ করে জাগাল।

যাওয়ার সময় হয়েছে।–জন জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে। জিনি নিজের চুলে বিলি কেটে বলল, আর তুমি? তোমার হাতের অবস্থা কি?

ভাল। যাওয়ার সময় হয়েছে। দ্বীপে যেতে হবে। জন বলল, কি করে যাবে?

কিংক্রশ থেকে ট্রেনে স্কটল্যান্ডে যাওয়া যায়।

কিংক্রশ কোথায়?

গ্রেস ইন বার্ডের কাছে। হেঁটে পৌঁছতে হবে। জন আস্তে আস্তে অলস পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে বলল, তোমার মন বলছে আমরা দ্বীপে পৌঁছতে পারব?

পারব।–রূপোর যীমূর্তির দিকে তাকিয়ে জিনিবলল, জন, আমাকে একটু সময় দাও।হয়ত আর কখনো চার্চে ঢোকার সুযোগ জীবনে আসবে না।

তাড়াতাড়ি কর।-মুখের ঘাম মুছে জন বলল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল জিনি। ভাবল কি ভাবে প্রার্থনা করবে। কোন এক সময় সে ভগবানকে বিশ্বাস করত, কিন্তু এখন আর সেই বিশ্বাস নেই। ঈশ্বর কি তার কোন প্রার্থনা পূর্ণ করবেন না? তার একমাত্র কামনা যে কোন ভাবেই হোক না কেন, ম্যালোরীকে খুন করা।

.

একাদশ পরিচ্ছেদ

০১.

উত্তরমুখী ধাবমান ট্রেন নির্দিষ্ট সময় সকাল সাড়ে আটটার কিছু পরে বারউইক স্টেশনে পৌঁছাল।

বারউইক হল দুনবারের আগের স্টেশন। করিডন তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে নিল কোন পুলিশ প্ল্যাটফর্মে আছে কিনা।

প্রত্যেক স্টেশনে করিডন লক্ষ্য রেখেছে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েনি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে করিডন প্ল্যাটফর্মে নেমে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা নিজের ছবি দেখে তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল রক্তস্রোত প্রবাহিত হল। ফটোর মাথায় ক্যাপসান লেখা আছে : আপনি কি এই লোকটাকে চেনেন?

এ ধরনের কিছু আশা করেনি করিডন। যে কোন সময় কেউ না কেউ তাকে চিনে ফেলতে পারে।

দেখি কি লিখেছে। করিডন কাগজ লুকিয়ে ফেলার আগে অ্যান কাছে এসে বলল।

ইতস্ততঃ করল করিডন। সে অ্যানকে জানতে দিতে চায় না যে রীটা অ্যালেন মৃত। তবে এটা ঠিক যে একদিন অ্যান ঠিক জানবে। অন্যের কাছ থেকে না জেনে তার কাছ থেকে জানাই ভাল হবে। তাই খবরের কাগজটা পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিল।

অ্যান ফটোটা দেখল খুঁটিয়ে। তারপর সেবলল,হ্যাঁ ফটোটা তোমারই। একেবারে হুবহু তোমার চেহারা। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে দুনবারে পৌঁছে যাব। কি করবে কিছু ঠিক করেছ?

ঝুঁকি নেব। করিডন বলল কঠিন কঠে, তবে আমার সম্পর্কে তোমার ভাল করে জানা। প্রয়োজন। কোন মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা করবার প্রয়োজন নেই। পুলিশ আমাকে লক্ষ্য নাও করতে পারে।

কাগজে রীটার খবর পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানের চোখমুখ কঠিন হয়ে এল, শক্ত হাতে কাগজ চেপে ধরল।

মেয়েটা তো মারা গেছে।–অ্যান বলল, অস্ফুট কণ্ঠে। লিখেছে ও খুন হয়েছে।

ঠিকই লিখেছে–করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল, পুলিশের ধারণা এ কাজ আমার। তখন মেয়েটার ওখানেই ছিলাম কিনা। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল।

অ্যানের সারা মুখে ভীতি আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। করিডন একটা সিগারেট ধরাল–তুমি কি ভাবছ জানি। যদি তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা কর তাহলে আমার বাবার কিছু নেই। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তুমি ট্রেন ধরে লন্ডনে ফিরে

যাও। তোমার দ্বীপে আমি একাই যাব। তুমি শুধু পুলিশকে আমার গতিবিধি সম্বন্ধে কিছু বল না।

এই ঘটনাগুলোর পিছনে অন্য ঘটনা আছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি কিছু লুকোচ্ছ। কি লুকোচ্ছ বল তো?

ঠিক বলেছ, এই ঘটনাগুলোর পেছনে অন্য ঘটনা আছে। তোমাকে বলতে চাইছিলাম না, তবে বলা প্রয়োজন। তোমার মনে আছে নিশ্চয় যে গোর্ভিলের দলে মোট নজন গুপ্তঘাতক ছিল?

গোর্ভিল, কালোট আর জর্জকে গেস্টাপোরা গুলি করে হত্যাকরে। তোমার দাদার কোন হদিস পাওয়া যায় না। বাকী পাঁচজনের ধারণা, তোমার দাদা গোর্ভিলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা লন্ডনে আসে। তাদের মধ্যে দুজন–হ্যারিস আর লুবিস কোন ক্রমে তোমার দাদার কাছে যায়। দুজনইনৃশংসভাবে মারা যায়। একজন চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে আর অপর জন পুকুরে ডুবে মরে। তোমার দাদার খবর জানতে রীটাঅ্যালেনের কাছে গিয়েছিলাম। আমি ঘরে বসা অবস্থায় তাকে সিঁড়ি থেকে কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ফলে ঘাড় ভেঙ্গে সে মারা যায়।

তোমার অনুমান ব্রায়ানই ওদের খুন করেছে?

হ্যাঁ

ব্রায়ান সম্পর্কে তোমার অনেক অভিযোগ তাই না?

হ্যাঁ। তোমার দাদার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

এসব আগে বলনি কেন?

আমি চেয়েছিলাম তোমার সাহায্যে ওকে খুঁজে বের করতে।

তাহলে হঠাৎ তোমার মন পালটে গেল কেন? তোমাকে এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে।

তাই বুঝি।

এখন সবই জেনেছ। দুনবারে পৌঁছানোর পর বাড়ি ফিরে যাও।আমার কথা ভুলে যাও। তোমার দাদার উপর সুবিচারই করব। তোমাকে কথা দিচ্ছি।

.

০২.

ট্রেনের করিডর দিয়ে করিডন যখন দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে, ঠিক তখনই প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একজন বিরাট চেহারার মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটি ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্স।

গোলমাল করো না বন্ধু। লোকটি হেসে বলল, হাডসন ঠিক তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে। আড় চোখে দেখল করিডন। সত্যিই তার পিছনে ডিটেকটিভ কনস্টেবল হাডসন পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে কোচের কোন দরজা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পারত করিডন, কিন্তু ট্রেন এত দ্রুতগতিতে ছুটছে যে লাফ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারল না সে। এভাবে পালাবার চেষ্টা আত্মহত্যার সামিল।

সে বলল, হ্যালো, রলিন্স। এখানে তোমাকে দেখব আশা করিনি। আমার টেলিগ্রাম পেয়েছ?

পেয়েছি।–কোনরকম ইতস্ততঃনা করে রলিন্স বলল ক্রিডের খুন নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার তার পাওয়ার আগেই সব জেনেছি। তোমার কাছে পিস্তল আছে তাই না?

হ্যাঁ, আছে। পকেট থেকে তুলে নাও হাডসন, ওটা আমার ডানদিকের পকেটে আছে।

হাডসন গম্ভীর মুখে পকেট থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা তুলে নিল।

এর পারমিট আছে? রলিন্স জানতে চাইল।

নিশ্চয়ই। করিডন বলল, ওটা ব্যাগে আছে দেখবে নাকি?

এক্ষুনি দেখব না। তোমাকে লক-আপে পোরার মত সুযোগ নিশ্চয়ই দেবে না?

ভেব না এবারে আমায় লক-আপে রাখবার মত সুযোগ তুমি পাবে করিডন হেসে বলল, কারণ আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

সকলে তাই বলছে বটে।রলিন্স বলল, তোমাকে দেখে অবাক হই করিডন। তোমার সুবিধার জন্য কিছু যাত্রীকে আমরা ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়েছি আর তোমাকে লন্ডনে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দুনবারে একটা গাড়ি ঠিক করে রেখেছি।

কিন্তু আমি তো লন্ডনে ফিরব না।

দুঃখিত বুড়ো শালিক, পুলিশ তোমার সাথে লন্ডনে কথা বলতে চায়।পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রলিন্স বলল, এই ধরনের কোন ব্যাপার আর কি। মরতে চাও নাকি?

রলিন্সের দেওয়া সিগারেট ধরাল করিডন আর রলিন্সকেও ধরাতে সাহায্য করল।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছ নিশ্চয়ই?

যদি আমায় বাধ্য না কর। তবে তোমার কাছে আমি সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

কি অভিযোগ জানতে পারি?

ইচ্ছা করলে অনেক চার্জই তো গঠন করা যায়। তবে আমি চাই লোকটাকে ধরবার ব্যাপারে তুমি আমায় সাহায্য কর।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে আমার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করবার মত কোন অভিযোগ তোমার নেই। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কোন চার্জ আমার বিরুদ্ধে গঠন করতে পারবে না।

বেশ দেখা যাবে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে একদিন ফাঁদে তোমাকে ফেলবই। রীটা অ্যালেনের কথা ভুলে গেছ-সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ওর ঘাড় ভাঙ্গার ঘটনা?

ও নামে কাউকে চিনি না। কার কথা বলছ? এই সময়ে একটি মেয়ে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। রলিন্স তার দিকে তাকাল। করিডনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল রক্তস্রোত বইল। মেয়েটা অ্যান।

অ্যান দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল। করিডনের দিকে তাকাল না, বরং রলিন্সের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আপনার আপত্তি না থাকলে আমি ভেতরে আসতে পারি?

রলিন্স ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, দুঃখিত ম্যাডাম, এই কামরাটা সংরক্ষিত। একটু এগিয়ে গেলে জায়গা পাবেন। অসুবিধে করলাম বলে দুঃখিত। আমরা পুলিশ অফিসার।

আমি বুঝতে পারিনি। ভীষণ দুঃখিত। সত্যিই যদি আপনি পুলিশ অফিসার হন,রলিন্সকে আড়াল করে করিডনের দিকে তাকাল অ্যান, একটা প্রশ্ন করতে পারি?

নিশ্চয়ই। রলিন্স বলল, প্রশ্নটা কি?

আমার ভাই বলেছে, চেন টানলে পাঁচ পাউন্ড জরিমানা হয় না, কথাটা স্রেফ মিথ্যে। চেন টানলে ফাইন করে থাকে, কি বলেন?

হ্যাঁ, করে থাকে। রলিন্স বলল, আর কিছু বলবেন?

না। আশা করি কিছু মনে করেন নি? করিডনের বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। মেয়েটা কি চেন টেনে ট্রেন থামাতে চাইছে? এখন নিজেকে ঠিক করতে হবে এ সুযোগ সে গ্রহণ করবে কিনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

০১.

মেয়েটাকে ধর।–একজন লোক উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে অ্যান কামরার দরজা খুলে ঘাসে ভরা জমির উপর লাফিয়ে পড়েছে। নীচে উপত্যকার অপ্রশস্ত নদীর পাড় ঘুরে সে রেল চলাচলের সেতুর দিকে দৌড়তে শুরু করল। সেতুর কাছাকাছি পৌঁছতেই করিডন লাফিয়ে পড়ল। গর্জে উঠল রলিন্সের রিভলভার; কিন্তু নিশানা ঠিক হলো না।

অ্যান আরো দুজন গোয়েন্দাকে দেখতে পেল। একজন রক্তে ভেজা রুমাল নিজের নাকে চেপে ধরে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে বেরিয়ে এসে রলিন্সের কাছে দাঁড়াল।

তিনজন গোয়েন্দানদীতে ঝাঁপিয়ে পড়াকরিডনের দিকে তাকিয়ে রইল। জলে ডুবতে কিছুক্ষণ সময় নিল সে। এভাবে জলে ঝাঁপ দিতে রলিন্সের সাহসে কুলোত না।

তিনটে লোক এমনভাবে করিডনকে মনোযোগ দিয়ে দেখছিল যে, তাদের কয়েক গজ দুরে সেতুর পাশের প্রাচীরের উপর অ্যান যে উঠে দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করেনি।

করিডন জল থেকে মাথা তুলে প্রাচীরের উপরে নড়ানো অ্যানকে দেখতে পেল। তারপর লক্ষ্য করল জলের দিকে মেয়েটা বুলেটের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জলে পড়ে অ্যানকে ডুবে যেতে দেখল সে। অ্যান মাথা তুলতেই তার দিকে করিডন এগিয়ে গেল।

তুমি একটা বোকা। করিডন চেঁচিয়ে বলল, তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যেতে পারত। তোমারও ভাঙ্গতে পারত। অ্যান চোখ থেকে জল সরিয়ে বলল, কিন্তু আমাদের ঘাড় ভাঙেনি

না, ঠিক আছে।

অবশ্যই–অ্যান সাঁতার কাটতে কাটতে বলল, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে ঠিক সময়ে ট্রেন থামিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, স্বীকার করছি। কিন্তু একাজ কেন করলে বলতো? তোমায় সাবধান করেছিলাম নিজেকে আমার সঙ্গে না জড়াতে। এখন তুমি নিজেকেও ঝামেলায় জড়িয়ে ফেললে।

হেসে অ্যান বলল, ওখানে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়াই ঠিক হয়েছে।

স্রোতে শরীর ভাসিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছে তারা পাড়ে উঠে পড়ল। ঘাসের উপর বসে পড়ে আন হাঁপাতে লাগল।

আমরা কোথায় যাব বলতে পার?

করিডন দূরের পাহাড়টা দেখিয়ে বলল, ওই দিকে আমাদের যেতে হবে। দুনবারে পৌঁছবার পথ নাতিদীর্ঘ। পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে। অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়িঘর আছে বলে মনে হয় না।

পাহাড়ের ওপাশে থাকতে পারে। অ্যান উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভীষণ বিশ্রী লাগছে। এই ভিজে পোশাকেই কি দুনবারের দিকে হাঁটব?

করিডন হাসল। সে বলল, ইচ্ছে হলে খুলে ফেলতে পার, আমার আপত্তি নেই। লুকোনোর মত সময় আমাদের হাতে নেই।

.

০২.

এক সময় তারা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ল।

তোমার কথা ভেবে খারাপ লাগছে।–করিডন হাঁটতে হাঁটতে বলল। চেয়েছিলাম তুমি যেন নিজেকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে না ফেল।

হাসিও না। অ্যান হেসে বলল, নিজের ভালমন্দ নিজে দেখতে পারি।

এ তোমার কথা। করিডন বলল, তবে পুলিশ যদি রীটা অ্যালেনের মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে অপরাধী ভাবে তুমি ঝামেলায় পড়বে।

এ নিয়ে আমি ভাবছি না। তুমি ভাববে কেন? তুমি তো ভালভাবেই জান তোমাকে আমার ভাল লাগছে।

তাই নাকি?–চকিত কটাক্ষে তার দিকে তাকাল।

আমি তোমার মতনই। আমার সব চিন্তা জুড়ে তুমি আছ। আমার মত একজন সাধারণ মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছ তুমি, কি বল?

এক সময়ে মেয়েদের আমি খুব সস্তা ভাবতাম। প্রয়োজন মিটে গেলেই বাতিল করতাম। কিন্তু যুদ্ধের সময় এ অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটে। অনেক মাস আমিনারীর প্রতি আসক্ত হইনি।তুমি আমার মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করলে তাই ভাল বোধ হচ্ছে না।

অ্যান কি বলবে ঠিক করতে পারল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর করিডন প্রশ্ন করল, তুমি কি কাউকে কথা দিয়েছ?

দিয়েছি। হাসল অ্যান, সে, নেভিতে আছে। মাসে একবার আমাদের সাক্ষাৎ হয়।

তাহলে তো আর কথা বাড়ান ঠিক নয়।

তাই নাকি? আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি এই আর কি?

করে যাও পছন্দ। জীবনে এসব ব্যাপার বড় ঝামেলার সৃষ্টি করে।

কি ঝামেলা সৃষ্টি করে?

অ্যানের দিকে করিডন তাকাল। সে বলল, দেখ, তোমাকে আমার ভাল লাগে। যখন কাউকে ভাল লাগে, তাকে আঘাত দেওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে আমি অনুভূতিপ্রবণ।

আমাকে উপর থেকে দেখে তোমার মনে হবে না বটে তবে আমি এই রকমই। এটা আমার চরিত্রদোষ বলতে পার।

আমাকে আঘাত দিতে চাও কেন?

তোমার দাদার পিছনে লেগে আছিবলে বলছি। ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছি। কিন্তু এখন ভাবছি কি করব।

ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তুমি পণ্ডশ্রম করছ।

কি বলতে চাইছ?

তোমাকে আগেই বলেছি ব্রায়ান রীটা অ্যালেনকে খুন করেনি বা গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। ব্রায়ানকে আমি চিনি।

যদি তোমার ভাই না করে থাকে তাহলে কে করেছে?

আমি জানি এমন ভান করব না। তবে জানি ব্রায়ান এ কাজ করেনি। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি না যে ও বেঁচে আছে, তবে বিশ্বাস করতে চাই। তুমি যখন প্রথম বললে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ব্রায়ান আমার কাছে কতখানি তুমি বুঝবে না। তবে জানি ও বেঁচে নেই। একরাতে স্বপ্ন দেখলাম ও মারা গেছে-ঘুম ভেঙে গেল। চার মাস পরে মিলিটারী থেকে ওর মৃত্যুর খবর এল। এত দেরীতে সেই মৃত্যু-খবর এসেছিল যে আমার মনে কোন আঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি।

করিডন তার কাধ চাপড়ে বলল, এসব ভুলে যাও। এস হাঁটি। আমরা অযথা সময় নষ্ট করছি।

কিছুক্ষণ পরে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। অ্যান প্রথম ইঞ্জিনের শব্দ শুনে উপর দিকে তাকাল। দেখল একটা হেলিকপ্টার মাথার উপর উড়ছে, তাদের দিকেই আসছে।

শুয়ে পড়।–করিডন চিৎকার করে উঠল। অ্যান তার আগেই লম্বা ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়েছে। এখন সে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

আমাদের ঠিক দেখে ফেলেছে।–করিডন বলল, চল, আমরা কোন রকমে বনের দিকে যাই, ওটাই একমাত্র যাবার পথ।

তারা উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় আধমাইল তফাতে মাথা তুলে দাঁড়ানো বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল। হেলিকপ্টার তাদের মাথার উপর দিয়ে শকুনের মত উড়ে গেল।

তারা আধাআধি পথ গিয়ে পিছন থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ চিৎকার শুনতে পেল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখল কতকগুলো লোক তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে।

এস দৌড়ই, আমরা এভাবে খোলা আকাশের নীচে ধরা পড়তে চাই না।

আমরা ধরা পড়বই।–অ্যান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

দুজনের মোকাবিলা আমি করছি। যত দ্রুত গতিতে পার দৌড়তে থাক।

অ্যান বনের মধ্যে ঢুকে গেল। করিডন পিছনের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। আড়চোখে তাকাল। দুটি সবল আর স্বাস্থ্যবান যুবক তাদের দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ করিড়ন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। এখন ছুটে আসা লোকদুটি আর মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে।

এই দাঁড়াও বলছি।–একজন চিৎকার করে নিজের গতি বাড়াল।

বনভূমি সামনে। অ্যানকে আর দেখা যাচ্ছে না। করিডন সহসা উঠে দাঁড়াল। লোকদুটি একেবারে কাছে এসে পড়েছে।করিডন চায় না লোকদুটি তার পিছন পিছন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ুক। পিছনের বাকী লোকগুলো এখনো প্রায় আধমাইল দূরে আছে।

করিডন সহসা উঠে দাঁড়াল। লোকদুটি একেবারে কাছে এসে পড়েছে। সে একজনের কাঁধের পিছনে আঘাত করল। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে আর উঠল না।

দ্বিতীয়জন তার গলা টিপে রইল। সে লোকটার মুখে সজোরে এক ঘুষি মারল। লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল। তারপর সে বনের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল। অ্যান তার একখানা হাত ধরল। দুজনে বনভূমির আরো ভেতরে ঢুকে পড়ল। অনুসরণকারীদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না।

করিডন থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে জামার হাতায় মুখ মুছে বলল, ঠিক এই রকমই চেয়েছিলাম।

এখন কি করবে? অ্যান জানতে চাইল। এত অন্ধকারে আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। ওরা সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। আমাদের ভাগ্য ভাল ইতিমধ্যে আমরা কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে পারব।

এখন হাঁটব?

বেশী জোরে হাঁটার প্রয়োজন নেই। এই রাস্তাটা ধরেই হাঁটতে থাকব। কোথাও না কোথাও ঠিক পৌঁছব।

একাদিক্রমে আধঘণ্টা হাঁটার পর তারা বনপ্রান্তে এসে পৌঁছল। সেখানে দাঁড়িয়ে তারা দূরে একটা গ্রামের আলো দেখতে পেল।

ওই জায়গাটার নাম কি কে জানে।করিডন হাত তুলে গ্রামটা দেখিয়ে বলল, জানি না। এটা আমাদের রুটে পড়ছে না।

পড়া উচিৎ। কিন্তু আর এক পা এগোবার আগে কিছু খেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। খুব খিদে পেয়েছে।

তারা ঘাসের উপর পাশাপাশি বসল। অ্যান খাবারের প্যাকেট খুলে সামনে রাখল। তারপর চুপচাপ খেতে লাগল। আপন আপন চিন্তায় দুজনে বিভোর হয়ে রইল। বিষণ্ণ দেখাচ্ছে করিডনকে।

অ্যান বলল, আবার চিন্তা করতে আরম্ভ করলে?

সব সময়েই চিন্তা করছি। করিডন হাসল, এই আলোচনা করতে আর ইচ্ছা করছে না।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসময় অ্যান বলল, এদিকে একটা গাড়ি যাচ্ছে। নিশ্চয়ই রাস্তা আছে।

একটা গাড়ি গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছে। করিডন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অ্যান, এস আমরা নীচে নামি। একটা লিফট পেতে পারি।

পুলিশও তো হতে পারে। ঝুঁকি নেওয়া কি এতই জরুরী?

আমরা তড়িঘড়ি করব না। শুধু যাচাই করে দেখতে চাই। এস।

তারা নামতে লাগল খাড়াই পথে। একজায়গায় মোটর গাড়িটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে।–একসাথে নামতে নামতে করিডন বলল, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি কথা বলে আসি। সজাগ থেক যাতে কোন ঝামেলা না হয়।

করিডন গাড়ির কাছে এল অ্যানকে ছেড়ে। ভাল করে দেখল ড্রাইভার একা। সাহায্য করতে পারি? করিডন উচ্চকণ্ঠে বলল, গাড়ির সামনাসামনি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে।

ড্রাইভার চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডনের উপর টর্চের আলো ফেলল।

সন্দেহ তুমি পারবে কিনা-লোকটি বলল, তবে যদি তুমি আমার চেয়ে ভাল মেকানিক হও তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।

এস দেখা যাক। গাড়ির ইঞ্জিনের উপর ঝুঁকে পড়ে করিডন বলল, রোগটা কি?

বিশ্রী শব্দ করে থেমে যাচ্ছে।

পেট্রোল আছে তো?

ট্যাঙ্ক ভর্তি আছে।

সম্ভবতঃ কার্বোরেটর গোলমাল করছে। যন্ত্রপাতি কিছু আছে?

ঠিক করে দিলে খুব খুশী হব। ড্রাইভার খুশীজড়ান গলায় বলল, তুমি কোথা থেকে এলে?

বউ আর আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি।করিডন গম্ভীর মুখে বলে চেঁচিয়ে ডাকল, শুনছ ডার্লিং, এখানে এসে আমাদের সাহায্য কর।

অ্যান অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। এই হল আমার বউ। অ্যানের দিকে না তাকিয়ে করিডন বলল, বন্ধুর কার্বোরেটরে গোলমাল দেখা দিয়েছে, মনে হচ্ছে ঠিক করে দিতে পারব। শেষদিকের কথাগুলো অ্যানকে উদ্দেশ্য করে বলল।

আমার স্বামীর হাতের কাজ চমৎকার।–অ্যান বলল।

ব্রেয়ার আমার নাম। সেই উপকারী সামারিটনের গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। সে প্রশংসার দৃষ্টিতে অ্যানের দিকে তাকিয়েই সজাগ হয়ে উঠল, কারণ মেয়েটার পরনের ফ্রক অনেকখানি উপরে উঠে গেছে, তার পা দুটির অনেকটা দেখা যাচ্ছে।

করিডন কার্বোরেটর খুলতে ব্যস্ত আর এদিকে ব্লেয়ার ব্যস্ত অ্যানের সাথে ভাব জমানোর চেষ্টায়। করিডন কার্বোরেটর ফিট করে স্ক্রু লাগিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেখতে বলতেই ব্রেয়ারের মন খারাপ হয়ে গেল।

তুলনা হয় না, তোমার।ব্রেয়ার বলল, তোমরা কোথায় নামবে?

আমরা যাব দুনবারে,–অ্যান উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ওখানে আমাদের পৌঁছে দিতে পারবেন?

কেন পারব না? আমি তো এডিনবরা যাচ্ছি। খুশী হব তোমাদের পৌঁছে দিতে পারলে।

তারা গাড়িতে উঠে বসল। দরজা বন্ধ করল করিডন।

.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

০১.

মোটর-বোটটা আঠার ফুট লম্বা ব্রুকবান-বোট, দশ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন আর মোটর গাড়ির মত হ্যাণ্ডেল লাগান আছে। বোটটা ঝোলান ছিল কংক্রিট ছাউনির মধ্যে। একটা বৈদ্যুতিক সুইচ টিপে কপিকলের সাহায্যে সেটা নীচে নামান হল।

অ্যান ব্যস্ত ইঞ্জিন পরীক্ষায়।করিডন চঞ্চল মনে দরজা দিয়ে বাইরে নজর রেখেছে। এই মুহূর্তে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করল তাদের যেন কেউ নজর করছে–এই ধরনের একটা অনুভূতি মনে জাগল। অন্ধকারে চোখ রাখল। সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে আসা শীতল বাতাস চোখে মুখে লাগল। কিন্তু তার সন্দেহ হওয়ার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না।

সব ঠিক আছে।–অ্যান জানাল, ডাঙ্গার দিকে ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, আমরা কি যাব?

হ্যাঁ-দরজার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডন বলল, বাতসের বেগ বাড়ছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি ততই ভাল। পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

প্রায় একঘণ্টা। দ্বীপে পৌঁছতে পারলে আর ভাবনা নেই। বাড়িতে টিনের খাবার অনেক আছে। চার সপ্তাহ চলে যাবে।

একসপ্তাহ চললেই যথেষ্ট-অন্ধকারের দিকে একবার তাকিয়ে করিডন বলল, চল আমরা যাই। অ্যান বোটের ইঞ্জিন চালিয়ে দিল। বোট চলতে শুরু করতেই সেকরিডনের কাছে এসে বলল,এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিৎ হবে। না গেলে হয়ত-অ্যান মাঝপথে থেমে গিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। করিডন ঘুরে দাঁড়াল। বোটের উপর মানুষের একটা ছায়া এসে পড়েছে।

কে ওখানে? করিডন কয়েক পা এগিয়ে প্রশ্ন করল।

জিনি আলোর সামনে এল। তার হাতের পিস্তল দুজনের দিকে তুলে ধরা। চোখে মুখে নিপ্রাণ অভিব্যক্তি। চোখ দুটো চকচক করছে।

আমি তোমাদের সঙ্গে যাব। রুদ্ধশ্বসে জিনি বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল করিডন। সে আশংকা করেছিল অন্ধকার থেকে রলিন্স বেরিয়ে আসবে বুঝি। সে বলল, এখানে এসে পৌঁছলে কি করে?

আমরা ঠিক করেছিলাম এখানে দেখা করব–জিনি নিষ্প্রণকণ্ঠে বলল, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চাওনি?

তোমার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম-করিডন পিস্তলের দিকে লক্ষ্য রেখে বলল, জন কি অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছে?

না।

তাহলে ও কোথায়?

জিনি হেসে উঠল। ভয়ার্ত সেই হাসি।করিডনের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হল। অসুস্থ বলে মনে হল জিনিকে। ঠোঁট দুটি রক্ত শূন্য।

ও মারা গেছে–সে বলল।

মারা গেছে?-করিডন এধরনের কিছু আশা করেনি, কি হয়েছিল? পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল নাকি?

জিনি অ্যানের দিকে তাকাল। ঘৃণার ছাপ সারা মুখে। সে বলল, ওকে জিজ্ঞাসা কর। ও জানে। ম্যালোরী ওকে খুন করেছে।

অ্যান রুদ্ধশ্বাসে দুপা এগিয়ে যেতেই করিডন তার হাত ধরে থামাল। সে বলল, তুমি কি বলছ? এ ধারণা তোমার হল কি করে ম্যালোরী খুন করেছে?

দেখেছি খুন করতে। জিনি কাঁপা আঙ্গুলে নিজের ঘন কালো চুলে বিলি কাটল, ম্যালোরী–আমাদের অনুসরণ করছিল।

অনুসরণ করছিল–কোথায়?

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিনি। সহসা সে বলতে লাগল, রনলি খুন হয়েছে। আমাদের জন্য সে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। জন আহত হয়েছিল। পুলিশ আমাদের প্রায়

ধরে ফেলেছিল। আমরা একটা চার্চে লুকিয়েছিলাম তারপর তার কোন কথা শোনা গেল না, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়তে লাগল।

থামলে কেন বল, বল কি হয়েছে?

একটা ট্রেনে চড়ে বসেছিলাম। ভাগ্য ভাল বলতে হবে। ট্রেনটাদুনবার পর্যন্ত এল। মনের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, তার প্রচণ্ড জল পিপাসা পেয়েছিল। বার বার জল খেতে চাইছিল। ওকে ছেড়ে আমি একটার পর একটা কামরায় চড়ে কিছু খাবার সন্ধান করছিলাম। হঠাৎ তার আর্তচিৎকারে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ট্রেনের কামরা থেকে শরীরের অর্ধেকটা ঝুলে পড়েছে। ম্যালোরী ওর গলা টিপে ধরেছে। আমার কিছু করবার ক্ষমতা ছিল না, আমি অনেক দূরে ছিলাম কিনা। জন রেল লাইনের উপর পড়ে গেল। লুবিসকে যেভাবে মারা হয়েছিল ওকেও সেইভাবে মারা হয়েছে। ম্যালোরীই ওকে খুন করেছে।

করিডনের শিরদাঁড়া শিহরিত হল। সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি বলতে চাইছম্যালোরীকে দেখছ?

হা।

ও মিথ্যে কথা বলছে।–অস্ফুট গলায় অ্যান বলল।

চুপ কর। ওকে বলতে দাও।-জিনিকে করিডন প্রশ্ন করল, জনের মৃত্যুর পর কি হল?

ম্যালোরীকে এখন পর্যন্ত অনুসরণ করেছি। সে দ্বীপে চলে গেছে।

দ্বীপে কিভাবে গেল? এই বোটটা ওর। এটা নিয়ে যায়নি কেন?

জিনি কপাল চুলকোতে লাগল। তাকে মনে হল দ্বিধাগ্রস্ত। সে বলল, বন্দর থেকে একটা বোট নিয়ে গেছে। হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে এসে কঠিন কণ্ঠে বলল, বোটে উঠে পড়, তাড়াতাড়ি কর। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ম্যালোরী দ্বীপে আছে, এবার রেহাই পাবে না।

.

০২.

হার্মিট দ্বীপটা যত বড় হবে কল্পনা করেছিল করিডন, দ্বীপটা তার থেকেও বড়। ভেবেছিল জায়গাটা হবে পাহাড়ী আর আয়তনে বড় জোর দুশো স্কোয়ার ইয়ার্ড। এর মধ্যে একটা বাড়ি মাথা। তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যখন মোটর বোটটা একটা গুপ্ত বন্দরে ভিড়ল, দেখল সুউচ্চ পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যানের কথাগুলো করিডনের মনে পড়ল, সে বলেছিল, দ্বীপটা সম্পর্কে যে না জানে তার পক্ষে খুব বিপজ্জনক।

কুয়াশা ঘিরে আছে দ্বীপটাকে। প্রচণ্ড বেগে হাওয়া ধাক্কা খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে। সমুদ্র-পাখী অন্ধকারে ইতস্ততঃ উড়ছে খাদ্যের অন্বেষণে।

পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ি তৈরীকরা হয়েছে। প্রায় দুশো ধাপ অতিক্রম করবার পর পাহাড়ের মাথায় খোলা আকাশের নীচে একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়াল। অ্যানকে অনুসরণ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন সরু ঢালু রাস্তা দিয়ে ওরাহাঁটতে লাগল। জিনি হাঁটছেআর বিড় বিড় করে কিছু বলছে।

তারা সহসা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা পাহাড় কেটে তৈরী করা, দুটো পাশ পাহাড়ের দেওয়ালে ঢাকা। মুখ সমুদ্রের দিকে। বাড়িটা দোতলা আর অপরিচ্ছন্ন। দেখতে কতকটা পুরোন দুর্গের মত। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়েছে পাহাড়ের বুক কেটে।

অন্ধকারে বাড়িটা ডুবে আছে। জানলাগুলো কালো আয়না যেন। অ্যান বাড়ির প্রবেশ পথের দিকে যেতে উদ্যত হতেই করিডন তার হাত ধরে থামাল।

এত ব্যস্ত হয়ো না,বাড়িটার দিকে তাকিয়ে সে সাবধান করল তাকে, ব্যক্তভাবে ঢোকার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ ভেতরে থাকে

ভেতরে কেউ নেই।–অ্যান মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি কি জিনির মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করেছ?

তবু কোন সুযোগের সৃষ্টি করা উচিৎ হবে না।

আমি অত ভয় পাই না। নিজেকে ছাড়িয়ে সে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমরা বাইরে গেলে দরজা বন্ধ করে সীল করে যাই। যদি এসে দেখা যায় সীল ঠিক আছে তাহলে বুঝতে হবে ভেতরে কেউ নেই।

ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই?

না। এটাই একমাত্র দরজা।

অ্যান পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দরজার তালা খুলল।

এখানে দাঁড়িয়ে থাক। করিডন বলল, বাড়িটা একটু ঘুরে দেখি।

এখানে কারো দেখা পাবে না।–অ্যান বলল।

আমি সুযোগের সন্ধানে আছি। সে প্রতিটি ঘরে ঢুকে চোখ বুলিয়ে বুঝল কেউ বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে নেই। আর কারো পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। লাউঞ্জে ফিরে এসে দেখল, ইলেকট্রিক চুল্লির পাশে অ্যান দাঁড়িয়ে আছে আর অসুস্থ শরীরে জিনি ঘরের এপাশ-ওপাশ পায়চারি করছে।

এখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। করিডন ঠিক করল। অন্ধকারের ভেতর দ্বীপটা একটু ঘুরে দেখবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল জিনি। বিরাট আয়তন দ্বীপের। পাহাড়ের কঠিন ঢাল আর বাতাসের গতি তাকে আতঙ্কিত করে তুলেছে আর পিস্তল হাতে নিয়ে অন্য দুজনের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে বসেছে।

অ্যান তাকে বেডরুমে ঘুমতে যেতে বলতেই সে জানাল, লাউঞ্জে চুল্লির পাশেই থাকবে।

ও একা থাক।করিডন চাপা কণ্ঠে বলল, চল আমরা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে ওপরে যাই।

চারটে বেডরুম আছে লাউঞ্জের দিকে মুখ করে। অ্যানকে অনুসরণ করে করিডন একটা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ব্রায়ান এখানেই আছে। এ ধরনের বিশ্বাস তোমার নেই নিশ্চয়ই?–অ্যান আধশোয়া হয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল, জিনির মিথ্যে কথাগুলো বিশ্বাস করে বসে নেই তো?

তার দিকে তাকাল করিডন। সে বলল, আমি নিশ্চিত ওর মাথার গোলমাল হয়েছে। ওর বলা জনের গল্প কেমন যেন খাপছাড়া।

স্মরণ করে দেখ জিনি বলেছে জন আর ম্যালোরী যখন হাতাহাতি করছে তখন তার পক্ষে করবার কিছু ছিল না কিন্তু তার হাতে তে পিস্তল ছিল। গুলি ছুঁড়ে ম্যালোরীকে খুন করতে পারত। না, গল্পটা ঠিক মিলছেনা। আমরা জানি জন আহত ছিল। এই ক্ষতের কারণে তার মৃত্যু হয়ে থাকবে। কিন্তু জিনি ভেবেছে ম্যালোরীতাকে খুন করেছে কিম্বা ইচ্ছাকৃতভাবে সে মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন বলছে? কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে। আমাদের চোখে কিছু যেন এড়িয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভেবে দেখতে চাই। এ সবের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। করিডন উঠে গিয়ে অ্যানের সামনে দাঁড়াল, যাও শুয়ে পড় গে, অ্যান। আমি আগাগোড়া ভেবে দেখতে চাই। কোন চিন্তা করো না।

এটাই আমার কাছে স্বস্তি।–অ্যান বলল, ব্রায়ান এসব ব্যাপারে জড়িয়ে নেই।

জিনি বলছে, ব্রায়ান এই দ্বীপেই আছে। যদি তাই থাকে তাহলে আমি ওকে খুঁজে বের করবই। মনে হচ্ছে কালই হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

ওর দেখা তুমি পাবে না।–অ্যান দৃঢ়কণ্ঠে বলল, আমি জানি পাবে না।

শুয়ে পড়গে।–করিডন নীরস কণ্ঠে বলল, ভেতরে লক করে শোবে। জিনিকে বিশ্বাস নেই। আশা করছি ওর হাত থেকে পিস্তলটা নিতে পারব। আজ রাতে আর কাজ নয়। দিনের আলো ফোঁটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

অ্যান বিদায় নিতেই করিডন ঘরে পায়চারি করতে শুরু করল।

জানলার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগছে। বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছে করিডন। দ্বীপের কূলে কূলে ঢেউ ভেঙে পরবার শব্দ হচ্ছে। সকালের আগে কিছু করা যাবেনা। কিন্তু পোষাক পালটে বিছানায় আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছেও তার নেই।অস্বস্তি বোধ করছে সে আর বিরামহীনভাবে পাড়ে ঢেউ ভাঙার শব্দ তাকে চিন্তিত করে তুলল।

অস্থিরভাবে গায়ের কোট খুলে আর্ম-চেয়ারে বসল। শেষবার ঘুমের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ট্রেনে ঝিমুনি এসেছিল মাত্র, কিন্তু তাকে তো আর ঘুম বলে না। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসছে বটে, কিন্তু বিছানায় শুলে ঘুম আসবে না। সে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিয়ে ম্যালোরীর কথা ভাবতে লাগল।

ম্যালোরীঃ ভাবতে লাগল করিডন, জনের বর্ণনা মত তার একটা চেহারা তৈরী হয়েছে মাত্র। কারো মতে মানুষটা ভাল, আবার কারো মতে মন্দ। এই অবান্তর চরিত্রের মানুষটা কয়েকজনকে খুন করেছে নির্দয়ভাবে। এই লোকটি সম্পর্কে রলিন্স প্রসংশা করছে। তাকেই আবার অ্যান ভালবেসেছে। জিনি আর জন তাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করে। লোকটা বিশ্বাসঘাতক, কিন্তু বন্ধুদের প্রতি বিশ্বস্ত। হয়তো এই দ্বীপে আছে, কিংবা মারা গেছে। তাকে ফ্রান্সের কোন অজানা স্থানে কবর দেওয়া হয়েছে।

করিডন উত্তেজিতভাবে চেয়ারের হাত চেপে ধরল। ঠিক যেন এক রহস্য দানা বেঁধে আছে এর পেছনে যা সে ধরতে পারছে না।

ঘর অন্ধকার হয়ে যেতেই করিডন উঠে বসল। হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। নয়তো কেউ যেন সুইচ অফ করে দিয়েছে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে সাবধানে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জমাট বাঁধা অন্ধকারের বুকে দৃষ্টি রাখল। বাড়ির সব আলোই নিভে গেছে, কূলে জলের ঢেউ ভেঙে পড়বার শব্দ শুধু কানে ভেসে আসছে। তারই মধ্যে কানে এল সেই অশরীরী কণ্ঠস্বর। করিডন কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটছে। নিচে অন্ধকার থেকে ভেসে আসা সেই কণ্ঠস্বর তার ঘাড়ের চুল খাড়া করে দিল। কোন অজানা দিক থেকে অশরীরী আর্তস্বর যেন ভেসে আসছে। ঠিক এই কণ্ঠস্বর সে ক্রিডের ফ্ল্যাটে শুনেছিল– ম্যালোরীর কণ্ঠস্বর।

করিডন নিজেকে আয়ত্বে আনার আগেই এক ঝলক আগুন ঝলকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ। মানুষের আর্তচিৎকার শোনা গেল। জিনির কণ্ঠস্বর। সামান্য সময় পরে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

অ্যান অন্ধকারের মধ্যে ছুটে করিডনের কাছে এল। কি হয়েছে? কি ঘটেছে এখানে?–ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল।

অ্যানকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে করিডন টর্চের আলো ফেললনীচে লাউঞ্জের উপর। ওখানে কেউ নেই। লাউঞ্জের দরজা খোলা।

জিনি?–তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকল করিডন, জিনি, তুমি কোথায়?

কোন উত্তর ভেসে এল না।

মেন সুইচটা কোথায়?–অ্যানের দিকে ফিরে সে প্রশ্ন করল।

রান্নাঘরে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাক। সে সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচে নেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আলো জ্বলল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে লাউঞ্জের দিকে গেল।

জিনি নেই, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ান অ্যানকে উদ্দেশ্য করে সে বলল।

কিন্তু গুলি ছুঁড়ল কে? কি ঘটেছে বল তো? কথাগুলো বলে অ্যান তার কাছে নেমে এল। আর দরজার সামনে গিয়ে বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারের দিকে তাকাল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

চারিদিকে ভালো করে খোঁজ তো? অ্যান, আমি বুলেটটা খুঁজে পেতে চাই। সে নিজেই খুঁজতে শুরু করে দিল। তার সারা মুখে উত্তেজনা। শেষ পর্যন্ত বুলেটটা খুঁজে পেল অ্যান, একটা ওক কাঠের তৈরী দরজার পাল্লার গায়ে গেথে আছে। একটা ছুরির সাহায্যে বুলেটটা বের করল করিডন।

মসার পিস্তলের বুলেট।–অ্যানের দিকে তাকিয়ে সে বলল। তার মুখে জেগে উঠল সামান্য হাসি, তোমায় বলেছিলাম কি যেন আমি ধরতে পারছি না। ভেসে আসা কণ্ঠস্বর আমাকে বুদ্ধ বানিয়েছে। মনে হচ্ছে এখন ধরতে পেরেছি।

.

০৩.

বাড়ির বাইরে উঁচু সমতল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে করিডন সারা দ্বীপটা দেখতে পেল। দ্বীপটার যেন কিছু অংশ জলাভূমি, বাকী জায়গা পাহাড়। এই পাহাড় শেষ হয়েছে সমুদ্রের পাড়ে।

কিছুক্ষণ জমি পরীক্ষা করে করিডন ঠিক করল সুবিস্তৃত জলাভূমির দিকে যাবেনা। কেউ যদি ওদিকে যায় তাহলে সাথে সাথে তার অস্তিত্বনজরে পড়বে। পশ্চিম দিকটা ছোট বড় পাথরে ঢাকা, কারো পক্ষে সেখানে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। এই দিকে গিয়ে খুঁজে দেখবে ঠিক করল। নদীযুক্ত সংকীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করে সে পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

ইতিমধ্যে সে পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেল। এখন প্রায় দুপুর। রোদ খাড়াভাবে গায়ে পড়ছে। তিনঘণ্টা ধরে সে হাঁটছে, সমুদ্র-পাখী ছাড়া আর কোন প্রাণী তার চোখে পড়েনি।

তাকে যাতে নীচে থেকে দেখা না যায় তাই করিডন পাহাড়ের মাথায় পৌঁছবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল।নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তার ডান দিকে ছড়িয়ে আছে রৌদ্রতপ্ত বালুকাভূমি। আর বাকী জায়গা ছোট বড় পাথরে ঢাকা। আর একটু এগিয়ে সে দেখতে পেল বালুকাভূমির উপর এক ঝাক পায়ের ছাপ। কেউ বড় পদক্ষেপে হেঁটে গেছে, তাই একটা ছাপ থেকে আর একটা ছাপের দূরত্ব বেশী। পদচিহ্নগুলো উত্তর দিকে চলে গেছে, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে।

এই পদচিহ্নগুলো দেখে মনে মনে ভীত হয়ে পড়ল। এই চিহ্নগুলো সে দেখতে পাবে আশা করেনি। ম্যালোরী। তার মনে হল কেউ যেন দ্রুত পায়ে হেঁটে আড়ালে চলে গেল। সাথে সাথে সে ঘুরে দ্রুত পায়ে সরু পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ঝোঁপ-জঙ্গল পেরিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। সে মনে মনে ভাবল যে চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা মানুষের ছায়াশরীর দেখল তা কি শুধুই তার কল্পনা? ছায়া শরীর যত তাড়াতাড়ি আবির্ভূত হয়েছিল ঠিক তত তাড়াতাড়িই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

করিডন বিন্দুমাত্র দ্বিধানাকরে পাহাড়ের মাথা থেকেনীচে সমতলভূমিতে নেমে এসে দৌড়তে শুরু করল।

করিডনের মনে হল, যে লোকটাকে সে চকিতে আড়ালে যেতে দেখেছে সে আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে।খুব সাবধানে সে পা ফেলে এগোতে লাগল, অসাবধানে পা ফেললে পাছে কোন আলগা পাথর পায়ের আঘাতে নীচে পড়ে না যায়। এর ফলে লোকটি সজাগ হয়ে যাবে।

এইভাবে এগোতে এগোতে হার্মিটের কাছাকাছি উঁচু দুটি পাথরের মাঝখানে চলে এল। কুঁজো হয়ে পাথরের মাথায় উঠে এল সে। নীচের দিকে তাকাতেই তার নজরে পড়ল বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এখানে তার চোখে যা পড়ল তা দেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চোখমুখে ফুটে ওঠা বিস্ময় আর সতর্কতা মুছে গিয়ে তার জায়গায় ফুটে উঠল হাসি।

গজ দশেক দূরে একজন বিশালাকৃতি মানুষ আছে। তার লক্ষ্য করিডনের দিকে। লোকটি পায়ের গোড়ালিতে হাত বোলাচ্ছে। তার রোদে পোড়া লাল মুখে বিষণ্ণ অভিব্যক্তি। লোকটি চকিতে মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখতে গেল, সাথে সাথে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এই যে বুড়ো শালিক–সে খুশিভরা গলায় বলল, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে, কি বল? অনেক আগেই তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম। এই পরিত্যক্ত দ্বীপটা একটু আগে ঘুরে দেখে এখন এখানে পৌঁছেছি।

লোকটা আর কেউ নয়, ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্স।

.

০৪.

হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না। করিডন উপর থেকে ধীর গতিতে নামতে নামতে বলল, কিন্তু তোমাকে দেখে খুব একটা অখুশী হইনি।

তা অবশ্য ঠিক–সতর্ক হয়ে সে বলল, আমি একবারও ভাবিনি যে তুমি আমাকে দেখে খুশী হবে। জানতাম বিস্মিত হবে, তবে খুশী হবে না।

সত্যিই তাই। করিডন বলল, আচ্ছা কয়েক মাইল দূরে সমুদ্র বেলাভূমিতে তুমিই তো একা হাঁটছিলে?

ঠিক ধরেছ। রলিন্স বলল।

একবার ভেবেছিলাম মানুষটা অন্য কেউ,-করিডন বলল, যদিও জানি পুলিশের লোক ছাড়া অন্য কারও পদচিহ্ন অত বড় হতে পারে না। পথ চিনে এখানে কিভাবে এলে?

সেই লোকটা, জন না কি যেন নাম? আমাকে বাৎলে দিয়েছে। রলিন্স বলল, ফরাসী মেয়েটা তো এখানে, তাই না?

হ্যাঁ। তাহলে জনকে গ্রেপ্তার করেছ?

হ্যাঁ,করেছি, আমার লোকেরা ওকে রেল লাইনে পড়ে থাকা অবস্থায় পেয়েছে। সে আমাদের একটা চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছে।

জন ভাল আছে?

না, ভাল আছে বলতে পারব না। ফিরে গিয়ে ওকে জীবিত দেখতে পাব কি না সন্দেহ আছে। গাড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিল।

জন পড়ে গিয়েছিল। কেউ ওকে ফেলে দেয়নি তো?

জন বলেছে, এই ফরাসী মেয়েটা, তাকে মাথায় আঘাত করে নীচে ফেলে দিয়েছে।

করিডন মাথা নাড়ল। সে বলল, এই রকম কিছু আশা করেছিলাম।

এ ব্যাপারে তুমি কি জান? রলিন্স প্রশ্ন করল।

পাহাড়ের উপর থেকে একটা পাথরের টুকরো নীচে গড়িয়ে পড়ল। রলিন্স উপর দিকে তাকালেও করিডন তাকাল না।

একটা দল ছিল। সে বলল, দলের সকলে ম্যালোরী নামে একজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জন কি তার নাম উল্লেখ করেছে?

করেছে– রলিন্স বলল, কিছুটা বিরক্ত মনে হল, তুমি কি করে তাকে খুঁজে বের করবার জন্য এদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছ তাও বলেছে।

সত্যিই কি ওরা তোমাকে সাড়ে সাতশো ডলার দিয়েছে?

হাসল করিডন। সে বলল, একটু বাড়িয়ে বলেছে। তবে টাকা দিয়েছে এ কথা ঠিক।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে রলিন্স তার দিকে তাকাল। জন বলেছে ম্যালোরী তার দুজন সঙ্গী লুবিস আর হ্যারিসকে খুন করেছে। আরো বলেছে, ম্যালোরী রীটা অ্যালেনকেও হত্যা করেছে। আমরা খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি এই ম্যালোরী নামে লোকটি বছর খানেক আগে কর্মরত অবস্থায় মারা গেছে। কোন দ্বিমত নেই এ ব্যাপারে।

ঠিক বলছ?-করিডন বলল, তুমি নিশ্চিত তো?

যতটা নিশ্চিত হওয়া যায় আর কি? আমি রীটা অ্যালেনের মৃত্যুর ব্যাপারে আগ্রহী আর সেই ফরাসী মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চাই। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে করিডনের দিকে তাকিয়ে রইল। রীটার সম্বন্ধে কি জান বল তো? তার মৃত্যুর সময় তুমি কি সেখানে উপস্থিত ছিলে?

করিডন ঘাড় নেড়ে সায় দিল। সে বলল, তবে আমি মেয়েটাকে স্পর্শ করিনি। তার চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে ওই অবস্থায় দেখি। সে নিজে পড়ে গেছিল, নাকি তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে ঘটনাটা আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। আমি দ্রুতবেগে পালিয়ে এসেছি।

ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হয়েছিল আর এই জন্যই ব্যাপারটাকে খুন বলা হচ্ছে। রলিন্স গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

প্রমাণ করা কঠিন হবে।করিডন বলল, শোন রলিন্স, তড়বড় করবে না–সেই ফরাসী মেয়েটার নিশানা অব্যর্থ আর তিন মিনিট হল সে একটা পিল আমাদের দিকে নিশানাকরে আছে। ওর অস্তিত্ব তুমি বুঝতে পারনি। আমি পেরেছি। সেআড়চোখে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, আড়াল থেকে বেরিয়ে এস জিনি তোমার সঙ্গে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট রলিন্সের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে জিনি বেরিয়ে এল। তার হাতে একটা পিস্তল রয়েছে। তার সারা মুখে ছড়িয়ে আছে অবজ্ঞার হাসি।

তুমি ঠিক সময়ে এসে গেছ।-সেরলিন্সের দিকে তাকিয়ে বলল, এরই নাম জিনি পারসিগনী। যেমন বসে আছ তেমনি চুপচাপ বসে থাক, আর সম্ভব হলে একটা কথাও বলবেনা। জিনির সাথে আমার কিছু কথা আছে। তাই না জিনি?

আছে কি?–জিনি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল।

জানি না আমাদের আলোচনা তুমি আড়াল থেকে শুনেছ কি না।

করিডন জিনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, যদি না শুনে থাক তাহলে তোমাকে জানাচ্ছি যে আমার এই বন্ধু জনকে গ্রেপ্তার করেছেন আর জন জানিয়েছে কে তার মাথায় আঘাত করেছে। তার মানে ম্যালোরী নয়, তুমিই কাজটা করে ধাক্কা মেরে লাইনের উপর ফেলে দিয়েছ।

হ্যাঁ, ফেলেছি।সে বলল, তাতে কি হয়েছে?

হয়েছে বৈকি। করিডন বলল, অনেক কিছু হয়েছে। একটু থেমে সে বলল, তুমি জান না। যে বছরখানেক আগে ম্যালোরী মারা গেছে?

জিনি চমকে উঠল। কপালে হাত বুলিয়ে সে বলল, না, ও বেঁচে আছে।

না, বেঁচে নেই। তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে করিডন বলল, যদি জানতে তাহলে এত ঘটনা কখনই ঘটত না, তুমিই বল, ঘটত কি? গত রাত পর্যন্ত তুমি আমায় বোকা বানিয়েছ। একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ। ম্যালোরীর কণ্ঠস্বর অনুসরণ করবার চালাকি প্রথমবারে খুব কাজ দিয়েছিল। তবে পুনরাবৃত্তি করা ঠিক হয়নি। বাড়িটার সমস্ত দরজা জানলা পরীক্ষা করে দেখার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে কারও পক্ষে বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকা মোটেই সম্ভবনয়। তারপর খুঁজে পেলাম বুলেটটা, বুঝতে অসুবিধা হল না তোমার পিস্তল থেকে সেটা ছোঁড়া হয়েছে।

মাত্র একজন মানুষ এই বাড়িতে ছিল যার পক্ষে গুলি ছোঁড়া আর তোমার নাম চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল; সেই মানুষ তুমি। আমি দুই আর দুইয়ে যোগ করলাম আর গুণ করলাম, দেখলাম ফলাফল একই হল। যদি তুমি গতরাতে ম্যালোরীর কণ্ঠস্বরের নকল করে থাক, তাহলে ক্রিডের ফ্ল্যাটে যে কণ্ঠস্বর শুনেছি তা তোমার কণ্ঠের। এখন ভাবা প্রয়োজন কেন তুমি এই কাণ্ড করতে গেলে? তুমি কি একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে, যাতে তোমার ইচ্ছামত ম্যালোরীর খোঁজ করতে পার?

জিনির মুখে মাংসপেশী কঠিন হল। সে কোন কথা বলল না।

আর একটা সমস্যা আমায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিল। করিডন বলতে লাগল। কেন হ্যারিস, লুবিস আর রীটা অ্যালেন খুন হল। একটা ব্যাপার তাদের মধ্যে ছিল, সাধারণতঃ তারা তিনজনই ম্যালোরী সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানত এমন কিছু জানত যার সাহায্যে ম্যালোরীর কাছাকাছি পৌঁছন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। যদি ম্যালোরী মারা গিয়ে থাকে তাহলে কে তাদের খুন করল?

করিডনের স্থির দৃষ্টি জিনিকে শঙ্কিত করে তুলল। সে ভীষণভাবে হাঁপাতে লাগল আর চোখ মুখের উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

গোর্ভিলের সঙ্গে ম্যালোরীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা রনলির মুখে শুনে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছিল।করিডন মৃদুকণ্ঠে বলল, রনলি বিশ্বাস করত বটে, তবে ও শুনেছিল তোমার কাছে, তাই না? কিন্তু গোর্ভিল কোথায় আছে এ খবর ম্যালোরী জানায়নি গেস্টাপোদের, জানিয়েছিলে তুমি নিজে।

জিনির সারা শরীর কেঁপে উঠল, দু হাতে মুখ ঢাকল।

এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। করিডন বলল, আমি তোমায় দোষ দিচ্ছি না। জানি গেস্টাপোরাকত জঘন্য শয়তান। তারা প্রথমে তোমার উপর অত্যাচার চালায়, কিন্তু কোন কথা আদায় করতে পারেনি। তারপর অত্যাচার চালায় রনলির উপর। সে জ্ঞান হারাবার পর আবার তোমাকে ধরে, কি, সত্যি বলছি তো? এইবারে তোমার কাছ থেকে তারা কথা আদায় করে। ম্যালোরী নিজের কানে শুনেছিল গোর্ভিলের হদিশ তুমি তাদের বলে দিলে। তোমার জন্য তার কষ্টবোধ হয়েছিল, তাই নিজের কাঁধে দোষ নিল। দুর্বলকে

রক্ষা করাই ছিল তার স্বভাব। রনলি জ্ঞান ফিরে পেতেই তাকে সে জানাল সে গোর্ভিলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রনলি তার কথা অবিশ্বাস করেনি। কি ঠিক বলছি তো?

কথা বলবার চেষ্টা করল জিনি, কিন্তু গলা দিয়ে কোন কথা বেরিয়ে এল না। তার চোখ মুখের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। দেখে মনে হল এখুনি পড়ে যাবে।

এই হল সমস্ত ঘটনার প্রকৃত ছবি।করিডন তার দিকে নজর রেখে বলতে লাগল, জন তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে। তুমি ভয় পেয়েছিলে পাছে সে মুখ খুলবে। সুতরাং যতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায় তা করেছ। তারপর ম্যালোরীর খোঁজে হ্যারিস আর লুবিসকে পাঠান হল, তাদের খুন করে তুমি শান্ত করলে। তুমি রীটার উপর লক্ষ্য রেখেছিলে আর তার বাড়িতে আমায় যেতে দেখেছিলে। যখন আড়াল থেকে ম্যালোরীর এই দ্বীপের কথা বলতে শুনলে, তাকেও খুন করলে।করিডন জিনির দিকে আঙুল দেখাল,তুমিই ছিলে সবকিছুর মূলে,কি বল? ম্যালোরী নয়। যা করবার প্রথম থেকে তুমিই করেছ।

জিনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার মুখের ভাবের পরিবর্তন ঘটতে লাগল, চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল অপ্রকৃতিস্থ।

হা–জিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, পিয়েরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আমি করেছি। তুমি তো জান না গেস্টাপোরা আমার উপর কি ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল। আমি তো চাইনি ম্যালোর আমার দোষ তার নিজের কাঁধে তুলে নিক। ও একটা বুদ্ধ, তাই আমাকে ভালবেসেছিল। যেন ওর মত একজন বুদ্র ভালমন্দ আমি চিন্তা করতাম। হ্যাঁ, আমি

ওদের খুন করেছি। সে একপা একপা করে পিছু হটতে লাগল, পিস্তলের নল তাদের দিকে, যে যেখানে আছ সেখানে থাক।

রলিন্স উঠে দাঁড়াতেই সে চিৎকার করে বলল, আমি ধরা দেবনা। যদি আমার দিকে এগোবার চেষ্টা কর খুন করে ফেলব।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের উপর দিকে ছুটতে লাগল।

রলিন্স চিৎকার করে তার দিকে ছুটতে লাগল। দুজন তোক ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে জিনির পিছনে দৌড়তেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হাডসন! ওকে ধর, রলিন্স উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, পালাতে দিও না।

কিন্তু জিনির গতির সাথে ডিটেকটিভ দুজন পেরে উঠল না।

ও বেশী দূর যেতে পারবে না। করিডন অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল।

ডিটেকটিভ দুজন পৌঁছবার আগেই জিনি পাহাড়ের মাথার উপর পৌঁছে গেল। পাহাড়ের ঢালে পৌঁছেও সে দৌড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে নীচে পড়ে যাওয়ার ভারী শব্দ তারা শুনতে পেল, যেন পাথরে পড়ে কিছু থেঁতলে গেল।

ডিটেকটিভ দুজন বর্ষাতিতে জড়ানো একটা ভারী বস্তু বালির উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে পুলিশ বোটে তুলল।রলিন্স দুহাত কোটের পকেটে ভরে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে

মাঝেই সে একটা বড় পাথরের উপর বসা করিডনের দিকে তাকাচ্ছে। ধূমপান করতে করতে পিছন ফিরে দেখতে লাগল কর্মরত দুজন ডিটেকটিভ।

মনে হচ্ছে এবারেও তুমি জাল কাটলে। খুশি জড়ানো কণ্ঠে রলিন্স বলল, তোমার মত আর একটিও লোক দেখিনি।

আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল রলিন্স। ধীরস্থির কণ্ঠে করিডন বলল, তোমার কাজ হচ্ছে মানুষের পিছনে লেগে থাকা আর আমার কাজ হল মানুষকে সাহায্য করতে চাওয়া।একথা তোমার জেনে রাখা প্রয়োজন।

জানি হে জানি। রলিন্স অবজ্ঞা ভরে বলল, নইলে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

আমাকে পারিশ্রমিক হিসাবে যা দিয়েছে কাজের তুলনায় খুবই সস্তা। তিক্ত কণ্ঠেকরিডন বলল, দেশের প্রতিটি খবরের কাগজে পড়তে হয়েছে, আমার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। পুলিশের তাড়া খেতে হয়েছে, খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে আর ঈশ্বর জানেন আরো কত কি। করতে হয়েছে। এবং এখন মনে হচ্ছে তোমার সাথে গিয়ে অনেক সময় নষ্ট করে বিবৃতি প্রদান করতে হবে আর যে জট পাকিয়ে আছে তা ছাড়াতে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। এই কাজের দায়িত্ব নেওয়ার আগে যদি পরিণতি জানতে পারতাম তাহলে কখনও নিজেকে জড়াতাম না।

তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। রলিন্স বলল, হাডসন আর সন্ডার্স জিনির স্বীকারোক্তি আগাগোড়া শুনেছে বলেই আমার ধারণা। যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত। সঙ্গে নিতে হবে এমন কিছু আছে নাকি?

করিডন ইতস্ততঃ করে বলল, না। তুমি প্রস্তুত থাকলে আমিও প্রস্তুত, সে উঠে দাঁড়াল।

রলিন্স ধূর্তের হাসি হাসল। তোমার বোট কোথায়? নিশ্চয় তুমি এখানে সাঁতার কেটে আসনি। –সে হেসে বলল।

বোটের কথা থাক। করিডন চটপট বলল, সময় নষ্ট করবেনা। বোটটা দ্বীপের অন্যদিকে আছে।

কাউকে পাঠিয়ে দেব নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই যুবতীর কি হবে–যে ট্রেন থামিয়ে ছিল? রলিন্স জানতে চাইল, ও তো এখানেই আছে কি বল? তার বিরুদ্ধে পাঁচ পাউন্ড জরিমানা না দেওয়া এবং পুলিশকে বাধাদানের অভিযোগ আছে। ওকে তো এখানে ছেড়ে যেতে পারি না।

ওকে কেউ কি চেন টানতে দেখেছে? করিডন বলল, ওকে কোর্টে দাঁড় করাবার মত প্রমাণ তোমার হাতে নেই। এই ঝামেলা থেকে ওকে বাদ দাও।

তা হয় না, রলিন্স বলল, দেখা করতেই হবে ওর সাথে।

দেখ, মেয়েটা চমৎকার। বোঝাবার চেষ্টা করল করিডন, এখানেই তার বাড়ি। বোটটা ওর নিজের। প্রয়োজন বোধ করলে ও ফিরতে পারবে। এবারের মত কর্তব্যচ্যুত না হয় হলেই রলিন্স। জান তো কাগজের লোকেরা তাকে নিয়ে কি কেচ্ছা শুরু করবে। তোমারও তো মেয়ে আছে।

রলিন্স হাসল। সে বলল, আচ্ছা, এই মেয়েটাই তো যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে নেমেছিল?

ঠিকই ধরেছ।

ঠিক আছে। চল আমরা যাই।

লোকে বলে পুলিশরা নাকি হৃদয়হীন। করিডন দাঁত বের করে হাসল, কিন্তু কথাটা ভুল দেখছি।

বোটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রলিন্স জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে চাও না? আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করব। আমাদের জন্য চিন্তা করো না। মাঝে মধ্যে রলিন্স বেশ রসিকতা করে।

করিডন তার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকাল। ওকে কেন বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাব? সে জিজ্ঞাসা করল, ও আমার মত নয়। বোটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, তাছাড়া নেভিতে কাজ করে এমন একজন ছেলে বন্ধু ওর আছে।

ভাগ্যবান লোকনাবিক। হাসি চেপে রলিন্স বলল, একজন নাবিককে বিয়ে করে ভালই থাকবে। তোমার জন্য হতাশা বোধ করছি। ভেবেছিলাম মহিলাদের কাছে তোমার চাহিদা

চুপ কর।– করিডন বোটে উঠল, পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি, যদি অ্যানকে শেষবারের মত দেখা যায় এই আশায়।

99